প্রতিবাদী কলম

PRATIBADI KALAM ● Daily ● 12th Year, 309 Issue ● 18 November, 2021, Thursday ● ১ অগ্রহায়ণ, ১৪২৮, বৃহস্পতিবার ● আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা ● ৮ পৃষ্ঠা ● ৫ টাকা ● R.N.I. No. TRIBEN/2010/33397

রাজ্যে তুফান বেগে বাড়ছে মানসিক রোগীদের সংখ্যা

৩ বছরে আউটডোরে ২০ হাজার, ইনডোরে ২ হাজার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ নভেম্বর ।। সরকার শীতঘুমে। বেশ কিছু বিষয়ে, সরকার আদতেই শীতঘুমে। প্রতিদিন রাজনৈতিক তরজায় এবং বিবিধ মিছিল ও সভাতে থাকার দরুণ, সরকারের প্রধান মুখেরাও সময় দিতে পারছেন না এমন অনেক বিষয়ে, যে বিষয়গুলোতে এই মুহূর্ত থেকে নজর দেওয়া প্রয়োজন। গত তিন বছরে রাজ্যে প্রায় ২০ হাজার 'মানসিক রোগী' বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে নরসিংগড়ের মানসিক হাসপাতালে ডাক্তার দেখাতে গেছেন। ওই একই হাসপাতালে গত তিন বছরে ভর্তি থেকেছেন প্রায় ২ হাজার রোগী। বিষয়গুলো নিয়ে হেলদোল নেই সরকার কর্তৃপক্ষের। এই সংখ্যাটি এমন হারে বাড়ছে কেন? কী কারণ? ইত্যাদি নানা প্রশ্নের জবাব এখনই তলব করা প্রয়োজন সরকার তথা সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের। কার্পেট পেতে যেমনভাবে ঘরের মেঝেতে ছোটাকৃতির গর্ত ঢাকা যায় না, ঠিক একইভাবে সমাজের 'অসুখ' কখনো লুকোনো থাকে না। প্রযুক্তির হাত ধরে যেভাবে প্রতিদিন নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকছেন

আশেপাশের সকলে, তাতে করে এই খোঁজ রাখাও বেশ কষ্টকর— আমার পাশের জনের আসলে কী অসুখ! রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরের তথ্য মোতাবেক, গত ৩ বছরে লাফিয়ে বাড়ছে মানসিক রোগে আক্রান্ত রোগীদের সংখ্যা। এই 'ভয়াবহ' তথ্য হয়তো প্রতিদিনকার রাজনৈতিক সভা-সমিতিতে তরজায় অভ্যস্ত নেতা-নেত্রীদের কাজে আসবে না, কিন্তু একথা ঠিক, বিষয়টি নিয়ে এখনই চূড়ান্ত রকমের পর্যালোচনা প্রয়োজন। সারা পৃথিবীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এই দেশ যখন 'মেন্টাল হেল্‌থ' নিয়ে কথা বলছে, তখন এ রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর বিষয়গুলো থেকে কয়েক যোজন দূরে। পরিসংখ্যান বলছে, ২০১৯ সালে রাজ্যের প্রধান মানসিক রোগীদের আঁতুড়ঘর তথা নরসিংগড়স্থিত 'মর্ডান সাইকিয়াট্রিক হসপিটাল' -এ মোট ৭৪০ জন রোগী ভর্তি হয়েছেন। ২০২০ সালে কোভিড পরিস্থিতি থাকা সত্ত্বেও ওই একই হাসপাতালে ৫৭২ জন সরাসরি ভর্তি থেকে ডাক্তার দেখিয়ে গেছেন। পরিবারের তরফে উনাদেরকে ওই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এ বছর, এখন পর্যন্ত নরসিংগড়ের আধুনিক পর্যায়ের সাইকিয়াট্রিক হাসপাতালে প্রায় ৬৩০ জন রোগী ইতিমধ্যেই হাসপাতালটিতে ভর্তি থেকে ডাক্তারদের সান্নিধ্যে এসেছেন। বিশিষ্ট কয়েকজন চিকিৎসকের দাবি, এই অবস্থা চলতে থাকলে, আগামী দেড় মাসের মধ্যে এ বছরের ● এরপর দুইয়ের পাতায়

যাদবের দুই ডিউটি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ নভেম্বর ।। সম্ভবত এটাই রাজ্যে প্রথম। রাজ্য পুলিশের প্রধানকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে দিল্লির ত্রিপুরা ভবনের। যখন রাজ্যে শান্তি শৃঙ্খলা নিয়ে বহু অভিযোগ, পুর এবং নগর ভোটের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে এই সময়ে পুলিশ প্রধানের অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া অধিকাংশ রাজ্যবাসীর কাছেই অবাক করার মতো বিষয় হবে। অথচ এমনই একটি নির্দেশিকা জারি হয়েছে ত্রিপুরা সরকারের সাধারণ প্রশাসন থেকে। রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক ভিএস যাদবকে দিল্লির ত্রিপুরা ভবনের প্রধান রেসিডেন্ট কমিশনার

হিসেবে অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকারের অবর সচিব মহম্মদ এইচ রহমান এই বিজ্ঞপ্তিটি জারি করেছেন। শুধু তাই নয়, এই মুহূর্ত থেকে দিল্লির ত্রিপুরা ভবনের প্রধান রেসিডেন্ট কমিশনারের দায়িত্বে আইপিএস ভিএস যাদব। ১৯৮৭ সালের ত্রিপুরা ক্যাডারের আইপিএস ভিএস যাদব রাজ্য সাধারণ প্রশাসনের দায়িত্বও সামলে ছিলেন। গত বছর নভেম্বরে ভিএস যাদবকে রাজ্য পুলিশের ডিজি হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়। তিনি ডিজি'র দায়িত্ব নিয়ে এডিসি নির্বাচনও সফলভাবে করিয়েছেন। কিন্তু পুর এবং নগর নির্বাচনে যখন গোটা ● এরপর দুইয়ের পাতায়

কামান দাগলেন নরেন্দ্র

প্রেস রিলিজ

কৃষকদের আন্দোলনে ব্যস্ত করে রাখার বদলে, কৃষি কাজে পর্যাপ্ত সময় ব্যয়ের লক্ষ্যে অনুকূল পরিবেশ ও সুযোগ সম্প্রসারণে গুরুত্ব দিয়েছে সরকার। এর দ্বারা ব্যক্তিগত আত্মনির্ভরতা, রাজ্যের সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি ত্বরান্বিত হবে। প্রথাগত শিক্ষার বাইরেও আধুনিক প্রযুক্তিগত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে উদ্ভাবনী ভাবনায় রাজ্যের যুব উদ্যোগীরা নিজেরা স্বাবলম্বী হওয়ার পাশাপাশি অন্যদেরও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করছেন। বুধবার লেম্বুছড়াস্থিত ফিশারি কলেজে গ্রন্থাগারের উদ্বোধন, প্রদর্শনী, মতবিনিময় ও সম্প্রসারিত পরিকাঠামোর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমর। অনুষ্ঠানের শুরুতেই বৃক্ষরোপণ করেন মুখ্যমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী। এরপর মহাবিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ভবন, বর্ধিত ফিড মিল, বর্ধিত অ্যাকাডেমিক বিল্ডিং-র উদ্বোধন করেন। তার আগে মুখ্যমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্টার্টআপ এবং স্বসহায়ক দল সহ বিভিন্ন প্রদর্শনী স্টল পরিদর্শন করেন। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সফল চাষি ও উদ্যোগীদের সাথে তাঁরা মতবিনিময় করেন। সুবিধাভোগীদের হাতে মাছের পোনা তুলে দেন কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমর। তারপর মহাবিদ্যালয়ের বাৎসরিক প্রকাশনার আবরণ উন্মোচন করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতেই মুখ্যমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সহ অন্যান্য অতিথিগণ মহাবিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ফিশারিজ, কৃষি ও পশুপালন বিষয়ক বিভিন্ন বিভাগ পরিদর্শন করেন। আইসিএআর প্রবেশিকা পরীক্ষায় ফিশারি কলেজের ● এরপর দুইয়ের পাতায়

বিরোধী বধে সরকারি গাড়ি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ নভেম্বর।। সরকারি গাড়ি করে তুলে নেওয়া হচ্ছে বিরোধী পক্ষের পতাকা। ঠিক পাশেই রয়ে যাচ্ছে একই রকমভাবে লাগানো শাসক বিজেপি'র পতাকা। ত্রিপুরায় পুর ভোটে এই রকম চলছে এবং পুলিশ এখন পর্যন্ত কিছুই করেনি। তবে পুলিশ শাসক দলের বিরোধী চারজনকে গ্রেফতার করেছে আগরতলায়। ত্রিপুরায় বিজেপি সরকারে আসার পর থেকে এটা নতুন কিছু নয়, বিজেপির বাইক বাহিনী বিরোধী সিপিআই(এম)'র যেকোনও প্রচারসজ্জাই নষ্ট করে আসছে। এখন তৃণমূল কংগ্রেসেরও করছে। দিনের বেলায়ই এমন করার দৃশ্য সামাজিক মাধ্যমে আগেও ভাইরালও হয়েছে, কারা করছে, তাদের ● এরপর দুইয়ের পাতায়

বিএমএস নেতা আক্রান্ত

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৭ নভেম্বর।। উদয়পুরে সুনীল দাস নামে এক বিএমএস নেতা আক্রান্ত হয়েছেন। তাকে বেধড়ক মারা হয়েছে রাস্তায় ফেলে। অতি গুরুতর অবস্থায় তাকে আগরতলায় জিবিপি হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। রাজর্ষি প্রেক্ষাগৃহের কাছে তার বাড়ি। সুনীল দাসকে কারা আক্রমণ করেছে এখনও তা জানা যায়নি। যেখানে সুনীল আক্রান্ত হয়েছেন সেটি জাতীয় সড়ক। রাতের সুযোগ নিয়ে দুস্কৃতীকারীরা তার ওপরে চড়াও হয়েছিল।

শ্রমিক নেতারা কেন আশ্রমিক হবেন না?

পারুল

যুবকের চেতনা, স্পৃহাতেই এগিয়ে যায় সমাজ। এগিয়ে যায় রাজনীতি, দেশ। জীবনের প্রবাহকে গতি দেয় যৌবন। তুলনায় বার্ধক্যকে বলতে হবে কুযুক্তির উপবন। এই কথা সব ক্ষেত্রে খাটে না বটে তবে এই দিন ডিওয়াইএফআই'র নবারুণ দেব'রা আগরতলায় কালো চুলের যে উদ্দীপক মিছিল করে গেল তাদের দল সম্পর্কে কিন্তু এই কথাটা খাপে খাপে খাটবে। আক্রান্ত হয়েও ছেলেরা যেভাবে বেরিয়ে এসেছিল এদিন তাকে স্যালুট জানানো দরকার। হয়তো এই মিছিলের পর আবারও আক্রমণ হবে। সেসব জেনেবুঝেই এসেছিলেন তারা। দেশের গণতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থায় বিরোধী দল এভাবে বেঁচে থাকলেই গতিবান হবে দেশ। অতএব এ নিয়ে লুকিয়ে-চুরিয়ে লাভ নেই। হয়তো এর জবাবে শাসক দল আরও বড় মিছিল করবে। কিন্তু এই কথা কে না জানে বিরোধী দলের ৫০০ যুবকের সঙ্গে শাসকের ৫০০০ যুবকের মিছিলেরও তুলনা হবে না। এই কয়েক লাইন সত্য কথা পড়ার পর যারা ভাবছেন, "পত্রিকাটি এবার সিপিএম হয়ে গেল! আবার টাইট দেওয়া দরকার।" এই মানসিকতার লোকেদের প্রতি এক বুক করুণা রইলো আমাদের। যদি কেউ বলে, "মানিক সরকার টাকা পাঠিয়েছে---" তাদের প্রতিও থাকবে একই করুণা। কারণ, আমাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ নানান সময়ে এসে থাকে। কখনো

বিজেপি, কখনো তৃণমূল সবাই নাকি আমাদের দিয়ে থাকে। সেইসব লোকেদের কথায়, নিতে নিতে আমরা বোধ হয় মাথা অবধি ডুবে গেছি। তাদের প্রতি সবিনয়ে জানাতে চাই, আমরা নিয়ত ডুবে থাকি পাঠকের প্রতি কৃতজ্ঞতায়। আবার অনেকটা দায়েও ডুবে থাকি। আজকালের অর্থনীতিতে একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে পাঁচ টাকা বাড়তি খরচটাও এখন বিলাসিতা। তাই পাঁচ টাকা দিয়ে যারা আমাদের পত্রিকা কেনেন তাদের জন্য বিনিময়ে কিছু দেওয়া আমাদের দায়িত্ব বা দায়। তারা খবর চান, আমরা খবর দিয়ে থাকি। সেপ্টেম্বরের ৭/৮ এই শহরে শাসক দলের নেতাদের উপস্থিতিতে যা ঘটে গেল তা এই রাজ্যের রাজনীতিতে তো বটেই রাজনৈতিক হিংসার ইতিহাসেও অভূতপূর্ব এবং অনভিপ্রেত। এই ধরনের ঘটনার পর যেকোনও বিরোধী দলকেই পথে নামার ক্ষেত্রে দু'বার ভাবতে হয়। মাঝে উৎসব গেল। আর দু'মাসের মধ্যেই ফের ঘুরে দাঁড়ালো সিপিএমের যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআই। তাদের এই মিছিলে বিজেপি আসন খোয়াবে এমন কথা নয়। আমরা শেফোলজিস্ট নই। তবে সিপিএম ময়দানে এলে ভোটের বাজার গরম হবে। ভোটারের সামনে বিকল্প থাকবে, কাকে বাছাই করা এই সম্পর্কে। মানুষ কাকে বাছবেন ● এরপর দুইয়ের পাতায়

রাজারবাগে আক্রান্ত বিজেপি নেতা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৭ নভেম্বর।। রাজারবাগে মধ্যরাতে কথা কাটাকাটির জেরে দুই পক্ষের হাতাহাতি এক পর্যায়ে কোপাকোপির পর্যায়ে যায়। তাতে আহত হয়েছেন জীবনকৃষ্ণ ব্রহ্ম, তার ছেলে পাপাই ব্রহ্ম এবং জীবনের মেয়ের জামাই প্রান্তিক নাগ। গতকাল প্রান্তিকের সাথে ঝামেলা হয় বিপ্লব নমঃ নামে একজনের। কথা কাটাকাটি ও হাতাহাতি হয়। জীবনকৃষ্ণ স্থানীয় বিজেপি নেতা, সেই ক্ষমতার জোর দেখিয়ে প্রান্তিক বিপ্লবকে দেখে নেওয়ার হুমকি দিয়ে গতকাল চলে আসে বলে অভিযোগ। সেই রেশ আজও গড়ায়। বাড়ির সামনে জীবনকৃষ্ণের ছেলে পাপাইয়ের সাথে কথার খেলা চলতে থাকে বিপ্লব নমঃর সাথে। সেই থেকে তা মারাত্মক আকার ধারণ করে। জীবনকৃষ্ণ ● এরপর দুইয়ের পাতায়

কাস্তে বিষাদের সুর ১০৩২৩ আজ পদ্মফুল

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ নভেম্বর।। এতদিন রাজ্য সরকারের অনুসারী সংস্থা হিসেবে অনেক দুঃখ কষ্টের মাঝেও সংগঠন চলছিলো অল ত্রিপুরা ১০৩২৩ ভিক্টিমাইজড টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন। চাকরিচ্যুত ১০৩২৩ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের এই সংগঠনটিই একমাত্র শাসকপন্থী। অন্য একটি সংগঠন কার্যত সরকার বিরোধী। কিন্তু এবার আর লুকিয়ে চুরিয়ে শাসকপন্থী কিংবা শাসক অনুসারীতে নেই। সরাসরি বিজেপির পতাকাতলেই শামিল হতে চলেছে ভিক্টিমাইজড শিক্ষক-শিক্ষিকারা। আগামী ১৮ তারিখ এই শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বিশেষ সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত হবে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে। এবার আর সেখানে শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। এই সংগঠনের সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বিজেপির রাজ্য প্রভারী বিনোদ সোনকর। থাকবেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি ডাক্তার মানিক সাহা, সাধারণ সম্পাদক টিংকু রায়। অবশ্যই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন ভিক্টিমাইজড শিক্ষক সংগঠনের সভাপতি এবং সম্পাদক। কিন্তু চাকরি হারানোর এতদিন পর সরকারি উদ্যোগ আয়োজনও যখন প্রায় ফুরিয়ে আসার পথে, তখন হঠাৎ করেই বিনোদ সোনকর, ডাক্তার মানিক সাহা এবং টিংকু রায়'দের উপস্থিতি গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে করছেন অনেকে। অনেকের বক্তব্য, পুর ও নগর ভোটের মুখে এটা শুধুই নির্বাচনি চমক। নইলে এতদিন তারা কোথায় ছিলেন? এতদিন বৈঠক করেননি কেন? হঠাৎ করে নির্বাচনের মাঝেই তাদের বৈঠকে বসতে হচ্ছে কেন? অনেকের মতে, বিনোদ সোনকর কিংবা দলের রাজ্য সভাপতি মানিক সাহা হয়তো-বা এদের গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি পদের চাকরি নিয়ে কোনও কিছু আশ্বাস দিতে পারেন। নইলে হঠাৎ করে এই সভার আয়োজন করা হলো কেন? তাও আবার এই শিক্ষক সংগঠনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক মন্ত্রী রতন লাল নাথকে বাদ দিয়ে। ● এরপর দুইয়ের পাতায়

রোজভ্যালির তিনের ভিডিওতে হাজিরা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ নভেম্বর।। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার বিশেষ আদালতে কলকাতার আলিপুর সংশোধনাগার থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে হাজিরা দেবেন রোজভ্যালি মামলায় অভিযুক্ত কোম্পানিটির তিন কর্তাব্যক্তি গৌতম কুন্ডু, অশোক কুমার সাহা এবং শিবময় দত্ত। বিশেষ বিচারপতি সেপ্টেম্বরের ৩০ তারিখের হাইকোর্টের একটি নির্দেশের প্রসঙ্গ টেনে বলেছেন, গৌতম কুন্ডুকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে আদালতে হাজিরা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। হাইকোর্টের নির্দেশ বিশেষ বিচারপতির আদালত পেয়েছে ৭ অক্টোবর। অশোক কুমার সাহা'র বিষয়টিও একই রকম। তাকেও ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে। একটি মামলায় অশোক কুমার সাহার জামিনের আবেদনও জমা পড়েছে। তার শুনানির দিন ঠিক হয়েছে ২৩ নভেম্বর। মোট তিনজনকে ওই দিনেই ভিডিও কনফারেন্সে হাজিরা দেওয়ানো হবে। আগরতলার জেলা ● এরপর দুইয়ের পাতায়

শুভ্রজ্যোতি রাজ্যে ফিরলো, তবে দৃষ্টি হারিয়ে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ নভেম্বর ।। সরকারিভাবে ১টাকা দিয়েও সহযোগিতা করা হয়নি। স্বরাষ্ট্র দফতরের উদ্যোগে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে গিয়ে সারা জীবনের মতো চোখ হারানোর হাল হলেও, এখন পর্যন্ত পুলিশ প্রশাসনও বিষয়টি নিয়ে চুপ। অটো চালক বাবা এবং মা জীবনের সবচেয়ে কঠিন যুদ্ধে নেমেছেন। একটা চোখ দৃষ্টি হারাবে। এই কঠিন সত্য মেনে নিয়েও, মা -বাবা প্রতি মুহূর্তে চাইছেন, ছেলেটির দ্বিতীয় আরেকটি চোখ ভালো থাকুক। অর্থের টানাটানিতে ধার-দেনা করে এমন এক রোগীকে সুস্থ করে তোলা যে প্রায় অসম্ভব, বুঝে গেছেন মা-বাবা দু'জনই। উনাদের কাছে ২০২১ সালের নভেম্বর মাসটি 'সব হারানোর মাস' হয়ে থাকবে আজীবন। অটোচালক বাবা, গৃহিণী মা প্রতি মুহূর্তে অনুভব করছেন, তাদের পরিবারের 'আসল সুখ' চিরতরে হারিয়ে গেলো। গত দীপাবলির রাতে শহরের ড্রপগেট অঞ্চলের পুলিশ মাঠে বাজি ফাটানো দেখতে গিয়েছিলো শুভ্রজ্যোতি চক্রবর্তী। নেতাজি সুভাষ বিদ্যানিকেতনের নবম শ্রেণির মেধাবী ছাত্র শুভ্রজ্যোতির চোখ সেদিন রাতে বাজিতে রীতিমতো ঝলসে যায়। গত ৪ তারিখ, পুলিশ মাঠে রাত সাড়ে ৯টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে। সঙ্গে সঙ্গে ফায়ারব্রিগেডের একটি গাড়ি শুভ্রজ্যোতিকে হাঁপানিয়াস্থিত টিএমসি হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখান থেকে আইজিএম হাসপাতাল এবং তারপর জিবি হাসপাতাল। রাজ্যের বিশিষ্ট চক্ষু চিকিৎসক ড. ফণি সরকারের কাছে চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণ করে শুভ্রজ্যোতি। ৫ তারিখ দুপুরেই

তাকে রেফার করা হয় কলকাতায়। সেখানে পর পর দু'দুটো অপারেশন। কলকাতা থেকে শুভ্রজ্যোতি তার বাবা দেবব্রত চক্রবর্তী এবং মা সুমিতা চক্রবর্তীর হাত ধরে পাড়ি দেয় হায়দ্রাবাদের উদ্দেশে। হায়দ্রাবাদের এলবি প্রসাদ আই ইন্সটিটিউট-এ আরো একটি অপারেশন হয় শুভ্রজ্যোতির। অবশেষে এই ঝক্কি পোহিয়ে, গতকাল শহরে এসে পৌঁছান দেবব্রতবাবু ও উনার পরিবার। নিজের প্রিয় শহরে শুভ্রজ্যোতিও ফিরে এসেছে। তবে, যাওয়ার সময় যে ভরসা নিয়ে গিয়েছিলো, সেই ভরসা জ্বলাঞ্জলি দিয়েই শহরে ফিরেছে শুভ্রজ্যোতি। ডাক্তাররা আলাদাভাবে শুভ্রজ্যোতির বাবা এবং মা'কে জানিয়ে দিয়েছেন, তাদের সন্তানের চোখের কর্ণিয়া নষ্ট হয়ে গেছে এবং সে আগামীতে চোখে দেখতে পারবে না। যদি 'মিরাকুলাস' কিছু না হয়, তাহলে একটি চোখ নিয়েই জীবনের বেঁচে থাকাতে পরখ করতে হবে শুভ্রজ্যোতির। বুধবার প্রতিবাদী কলম পত্রিকার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে, দেবব্রতবাবু জানান--- 'আমাদের পরিবারের কী অবস্থা, তা ভাষায় বুঝিয়ে বলতে পারবো না। আমি প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকা ইতিমধ্যেই খরচ করে ফেলেছি। তিন লক্ষ টাকার মতো শুধু ঋণ নিয়েছি মানুষের কাছ থেকে। আগামী ● এরপর দুইয়ের পাতায়

আদালত নয়, আসামির গাড়ি গেল মণ্ডল সভাপতির বাড়ি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৭ নভেম্বর।। কোনও আসামিকে গ্রেফতার করার পর আদালতে সোপর্দ করাই দস্তুর। কিন্তু হাল আমলে রামভক্ত পুলিশ ধৃত ব্যক্তিকে আদালতে না তুলে থানা থেকে সোজা নিয়ে গেলেন মণ্ডল সভাপতির বাড়িতে। আদালতে বিচারকের রায়দানের পরিবর্তে মণ্ডল সভাপতি বিচার করলেন অভিযুক্তের। ত্রিশ হাজার টাকা নগদ জরিমানায় অভিযুক্তকে ছাড়া হলো। তবে টাকা অনাদায়ে কঠোরতম শাস্তির নির্দেশ দিলেন মণ্ডল সভাপতি। ঘটনা বাইখোড়া থানাধীন মুহুরীপুরে। আর প্রেসিডেন্ট কালার্স শোভিত পুলিশের রামভক্ত আধিকারিকের নাম গোপাল দেবনাথ। মণ্ডল সভাপতির বাড়িতে গিয়ে তার পা ছুঁয়ে আশীর্বাদ নেন গোপালবাবু। এমনকী মণ্ডল সভাপতিকে রাম আর নিজেকে হনুমান আখ্যা দিয়ে পুলিশ অফিসার গোপালবাবু মণ্ডল সভাপতির সামনে গিয়ে বলেন, হনুমান হাজির হয়েছে। আশীর্বাদ করুন। বাইখোড়া থানার আধিকারিক তার রামভক্তি নাকি অনেক আগে থেকেই প্রকাশ করে চলেছেন। এবার তিনি প্রকাশ করলেন পিতা-পুত্রের এক পারিবারিক ঝামেলাকে কেন্দ্র করে। জানা গেছে, মুহুরীপুরের বাসিন্দা শান্তি চক্রবর্তীর সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ তার পুত্র কৃষ্ণ চক্রবর্তীর। কৃষ্ণবাবু চান জীবদ্দশাতেই তার পিতা সমস্ত সম্পত্তি লিখে দিন পুত্রের নামে। কিন্তু শান্তিবাবু তা কোনওভাবেই লিখে দিতে রাজি নন। এ নিয়েই পিতা-পুত্রের সংঘাত যখন চরমে তখন মাঝখানে চলে আসেন ● এরপর দুইয়ের পাতায়

সোজা সাপ্টা

টাকা নেই

টাকা নেই তাই রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি স্কুলে মিড ডে মিল বন্ধ। একেই ডাবল ইঞ্জিনের সরকার তারপর উন্নয়নের অশ্বমেধ ঘোড়া নাকি ছুটে চলছে রাজ্যে। কেন্দ্রীয় সরকার নাকি দুই হাত ভরে রাজ্যের উন্নয়নে অর্থ বরাদ্দ করে চলছে। রাজ্য সরকারও নানা ঘোষণা দিচ্ছে। নির্বাচনের মধ্যেই রাজ্য সরকারের ঘোষণার অভাব নেই। কিন্তু দেখা গেলো, টাকার অভাবে স্কুলে এখন মিড ডে মিল পর্যন্ত বন্ধ। অস্বীকার করার উপায় নেই যে, মিড ডে মিল চালু হওয়ার পর স্কুলগুলিতে ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতি বেড়েছে। প্রতিদিন ছাত্র-ছাত্রীদের হাজিরা আগের চেয়ে এখন অনেক বেশি। স্কুলে গেলে একবেলা খাবার জোটে তাই অনেক গরিব ঘরের ছেলে-মেয়ে রোজ স্কুলে যায়। দীর্ঘ সময় করোনার জন্য স্কুলগুলি বন্ধ থাকায় অনেক গরিব পরিবারের ছেলে-মেয়েদের ওই মিড ডে মিল-র একবেলার খাবার বন্ধ ছিল। কিন্তু এখন স্কুল চালু হলেও টাকার অভাবে নাকি মিড ডে মিল বন্ধ। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, তাহলে ডাবল ইঞ্জিনের সরকার কি কাজটা করছে যে, তাদের সরকারের আমলে এভাবে টাকার অভাবে স্কুলে মিড ডে মিল বন্ধ? হয়তো সংবাদ প্রকাশের পর তড়িঘড়ি এক ফাণ্ডের টাকা অন্য ফাণ্ডে এনে মিড ডে মিল আবার শুরু হবে। কিন্তু আসল যে প্রশ্ন তা হলো, রাজ্য সরকারের কি জানা ছিল না বা জানা নেই যে, মিড ডে মিল বাবদ টাকা নেই? ভোটের মুখে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের নতুন নতুন ঘোষণার মধ্যে এই টাকার অভাবে স্কুলে মিড ডে মিল বন্ধ থাকার বিষয়টি নিশ্চিতভাবে শাসক দলকে চাপে রাখবে। বিরোধীরা নিশ্চয় ভোটের প্রচারে মিড ডে মিল প্রসঙ্গ তুলে আনবে। এমনিতেই এম রেগা ইস্যুতে শাসককে চাপে রেখেছে বিরোধীরা। এবার এতে যুক্ত হবে মিড ডে মিল বন্ধ রাখা তাও টাকার অভাবে।

চাকরির মেয়াদ বাড়লো

● **ছয়ের পাতার পর** বাড়ানো নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। ২০১৮ সালে প্রথমবার সঞ্জয়কে দু'বছরের জন্য নিয়োগ করে মোদি সরকার। গত বছর তাঁর মেয়াদ শেষ হয়। কিন্তু গতবছর নভেম্বর মাসে সঞ্জয় মিশ্রর চাকরির মেয়াদ একবছরের জন্য বাড়িয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় মোদি সরকার। যা নিয়ে তীব্র বিতর্ক সৃষ্টি হয়। সুপ্রিম কোর্টে মামলাও হয়। কেন এভাবে মেয়াদ বাড়ানো হল সঞ্জয় কুমার মিশ্রর? প্রশ্ন তোলেন মামলাকারীরা। জবাবে কেন্দ্র জানায়, গুরুত্বপূর্ণ তদন্ত শেষ করতেই মিশ্রর মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে। শীর্ষ আদালতও জানিয়ে দেয়, বিরল এবং ব্যতিক্রমী ঘটনার ক্ষেত্রে সিবিআই বা ইডির আধিকারিকদের মেয়াদ বাড়ানো যেতেই পারে।

ষষ্ঠ সন্ধিকাল

● **ছয়ের পাতার পর** নেই। তবে পল এরলিখ খুব জোরালোভাবে বলেছেন, সাধারণ মানুষ যদি সচেতনভাবে এগিয়ে না আসে, তাদের সরকার ও নীতিনির্ধারকদের ওপর চাপ প্রয়োগ না করে, তাহলে শিগগিরই কিছু হওয়ার সম্ভাবনা কম। সচেতনতা বাড়ানোর এই কাজ করতে পারে বিজ্ঞানী আর সমাজবিদদের যৌথ প্রচেষ্টা। তিনি বলেছেন, এ বিপর্যয় থেকে পৃথিবীকে বাঁচানোর সক্ষমতা মানুষের আছে। কিন্তু বিপর্যয় এড়ানোর সম্ভাবনা আসলে কম। কারণ বেশিরভাগ মানুষের ঝুঁকিগুলো সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা নেই। আর এই আসন্ন বিপর্যয়ের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে সবখানে।' সত্যিই তো, অন্ধ হলে কি প্রলয় বন্ধ থাকে?

ঘরে ফিরে স্বমহিমায় বিরাটহীন ভারত

● **সাতের পাতার পর** মার্ক চ্যাপম্যান (৫০ বলে ৬৩ রান)। ১০৯ রানের জুটি গড়েন তাঁরা। সেই সময় নিউজিল্যান্ড বিরাট রান তুলতে পারে বলে মনে করা হচ্ছিল। এমন সময় শুরু হয় অশ্বিন-জাদু। একই ওভারে চ্যাপম্যান এবং গ্লেন ফিলিপ্সকে ফিরিয়ে দেন অভিজ্ঞ স্পিনার। ৪ ওভারে ২৩ রান দিয়ে দুই উইকেট নেন অশ্বিন। ভুবনেশ্বরও দু'টি উইকেট নিয়েছেন। একটি করে উইকেট নিয়েছেন দীপক চাহার এবং মহম্মদ সিজার। অক্ষর পটেল কোনও উইকেট পাননি। নিউজিল্যান্ডকে ১৬৪ রানে থামিয়ে দেয় ভারত। ব্যাট করতে নেমে শুরুটা ভালই করেছিল রোহিত-রাহুল জুটি। কিন্তু ১৪ বলে ১৫ রান করে ফেরেন লোকেশ রাহুল। কোহলিহীন ভারতীয় দলে তিন নম্বরে নামেন সূর্য কুমার যাদব। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে ইনিংস গড়তে থাকেন নতুন অধিনায়ক। কিন্তু ব্যক্তিগত ৪৮ রানে (৩৬ বলে) ট্রেন্ট বোল্টের বলে ফিরে যান রোহিত। অধিনায়ক হিসেবে প্রথম ম্যাচকে অর্ধশতরান দিয়ে স্মরণীয় করে রাখতে পারলেন না। রোহিত যখন ফেরেন, ভারতের তখন ১০৯ রান। বাকি কাজটা করেন ঋষভ পন্থ এবং সূর্য কুমার। ৪০ বলে ৬২ রান করেন সূর্য। তাঁর উইকেট তুলে নেন বোল্ট। শ্রেয়স আয়ার এবং বেঙ্কটেশ আয়ার ব্যর্থ হন। তাঁরা ফিরতে শেষ দিকে কিছুটা চাপ বেড়ে যায় ভারতীয় শিবিরে। শেষ ওভার বল করতে আসেন নিউজিল্যান্ডের মিচেল। সেই ওভারে দু'টি ওয়াইড বল করে ভারতের কাজটা কিছুটা সোজা করে দেন তিনি। চার মেরে ম্যাচ জেতান ঋষভ। জয় দিয়েই শুরু করলেন রোহিতরা। পরের ম্যাচ মহেন্দ্র সিংহ ধোনির শহরে। শুক্রবার সেই ম্যাচে জিতলেই সিরিজ পকেটে দ্রাবিড়দের।

সাফল্য অ্যাথলেটিক্সে !

● **সাতের পাতার পর** হলো সবত জমাতিয়া এবং অপজিৎ ত্রিপুরা। পর্যাপ্ত অ্যাথলিটের অভাবে অনূর্ধ্ব ১৯ বালকদের ১০০ মিটার স্প্রিন্টে এই দুই ফুটবলারই স্পোর্টস স্কুলের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলো। এক জন প্রতিভাবান ক্রীড়াবিদ একই সাথে দুইটি গেমে কখনই তার প্রতিভার সঠিক বিকাশ ঘটাতে পারে না। এটা কখনই বিজ্ঞানসম্মত নয়। আধুনিক কোচরা এটাকে কখনই সমর্থন করে না। স্পোর্টস স্কুলের মতো একটি সরকারি প্রতিষ্ঠানে এই ধরনের ঘটনা কখনই কাম্য নয়। এক জন ক্রীড়াবিদকে তার স্বাভাবিক প্রতিভা অনুযায়ী একটা গেমেই সীমাবদ্ধ রাখা উচিত। এভাবেই তার প্রতিভার সঠিক বিকাশ ঘটে। কিন্তু বুধবার স্পোর্টস স্কুল কর্তৃপক্ষ যেভাবে দুই ফুটবলারকে ১০০ মিটার স্প্রিন্টে নামিয়ে দিল তা দেখে রীতিমত হতভম্ব হয়ে গিয়েছে ক্রীড়াপ্রেমীরা। তাহলে এখন থেকে স্কুল কর্তৃপক্ষ এই নিয়মটাই বলবৎ রাখবে। অন্তত রাজ্য সরকারের কাছে স্কুলের গুণমান তুলে ধরার জন্য এর চেয়ে সহজ পন্থা আর নেই। ছাত্র-ছাত্রীদের ভিড়ে একটা সময় রমরম করতো স্পোর্টস স্কুল। আজ রাজনীতির কালো হাত স্কুলের বারোটা বাজিয়ে দিচ্ছে। স্কুলের প্রতি আকর্ষণও কমে যাচ্ছে। এই অবস্থায় ফুটবলারের অ্যাথলিট হয়ে যাওয়া অপ্রত্যাশিত নয়। কয়দিন পর হয়তো জুডো খেলোয়াড়কে বাস্কেটবল কোর্টেও নামিয়ে দেওয়া হবে।

মৃত্যু বহির্রাজ্যে

● **আটের পাতার পর** - সাথে যোগাযোগ করা হয়। কারণ যাই হোক, যুবকের মৃত্যুর খবর এলাকায় ছড়িয়ে পড়তেই শোকের আবহ বিরাজ করছে। বাড়িতে প্রণবের বৃদ্ধ মা-বাবা এবং ছোট বোন আছে। পরিবার চাইছে প্রণবের মৃতদেহ যেন রাজ্যে নিয়ে আসা হয়। তবে মৃতদেহ বিশালগড় পর্যন্ত আনার মত তাদের আর্থিক অবস্থা নেই। তারপরও এলাকাবাসীর সহযোগিতায় পরিবারের সদস্যরা প্রণবকে শেষবারের মত একটু দেখার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

জামিনে মুক্ত

● **আটের পাতার পর** - হাজির করা হয়। অভিযুক্তদের পক্ষে আইনজীবীরা জানান, ধৃতরা অপরাধমূলক কিছু কাজই করেননি। ধর্ম নিয়ে তাদের কোনও ধরনের সংঘর্ষ বাঁধানোর চক্রান্তও করেনি। তারা তৃণমূল কংগ্রেসের সমর্থক। রাজ্যে শান্তি শৃঙ্খলায় কোনও ধরনের ব্যাঘাত করেননি। এমনকী কোনও ধরনের অপরাধমূলক কাজ করতে গিয়ে তারা ধরাও পড়েননি। দুই পক্ষের শুনানির পর বিচারক চারজনকেই শর্তসাপেক্ষ জামিন দেন। তবে তাদের আদালতের অনুমতি ছাড়া সদর মহকুমা এলাকা ছেড়ে না যেতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আগামী ১৭ ডিসেম্বর এই মামলায় তদন্তকারী অফিসারের রিপোর্ট চেয়েছেন বিচারক।

তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষে রণক্ষেত্র

● **আটের পাতার পর** - তৃণমূল কংগ্রেস। সুপ্রিম কোর্টের আদেশের পরও রাজ্যে বিরোধী দলগুলির উপর আক্রমণ আরও বেড়েছে বলে অভিযোগ। পুর এবং নগর নির্বাচনে বিরোধী দলগুলোর উপর একের পর এক আক্রমণের অভিযোগ উঠছে। এবার আক্রমণের অভিযোগ উঠেছে তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের ১৪নং ওয়ার্ড এলাকায়। এই ওয়ার্ড এলাকায় তৃণমূল সমর্থকদের বিজেপি আশ্রিত দুর্বৃত্তরা আক্রমণ করেছে বলে অভিযোগ। আক্রান্ত চার তৃণমূল সমর্থককে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। রাজ্য তৃণমূলের দাবি, ত্রিপুরাবাসী তৃণমূলের পাশে দাঁড়াচ্ছে। এই কারণেই ভয়ে আক্রমণ করা হচ্ছে তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের উপর। ত্রিপুরা পুলিশও এসব বিষয়ে নীরব। গুন্ডারাজ চলছে রাজ্যে। এদিন তৃণমূলের আইকন অভিষেক ব্যানার্জি টুইট করে একটি সিসি ক্যামেরার ফুটেজ পোস্ট করেছেন, যেখানে একটি সাদা গাড়িতে এসে তৃণমূলের ফ্ল্যাগগুলি তুলে নেওয়া হচ্ছে। এই গাড়িটি রাজ্য সরকারের বলে দাবি করেছে তৃণমূল। এই পোস্ট শেয়ার করে নতুন ভারতের বার্তা দিলেন অভিষেক।

কোনক্রমে জয় পেলো সাই স্যাগ

● **সাতের পাতার পর** এগিয়ে দেয়। এই ১টি মাত্র গোলেই কোনভাবে জয় তুলে নিলো তারা। এদিনের ম্যাচটি পরিচালনা করলেন রেফারি উৎপল চৌধুরী। 'বি' গ্রুপে আপাতত ব্লাডমাউথ এবং সাই স্যাগ তিনটি করে ম্যাচ খেলে দুইটিতে জিতেছে। গ্রুপের অন্যতম সেরা দল হলো নাইন বুলেটস। অর্থাৎ গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার দৌড়ে এই তিনটি দলই রয়েছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছে, এক্ষেত্রে ব্লাডমাউথ বা নাইন বুলেটসের সম্ভাবনা সাই স্যাগের চেয়ে বেশি। আগামীকাল তৃতীয় ডিভিশনের দুইটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। দুপুর সাড়ে বারোটায় বিবেকানন্দ বনাম উমাকান্ত কোচিং সেন্টার এবং দুপুর আড়াইটায় নাইন বুলেটস বনাম আনন্দ ভবন পরস্পরের মুখোমুখি হবে।

দূর হবে সর্দি-কাশি

● **ছয়ের পাতার পর** মিনারেলে সমৃদ্ধ হওয়ায় শরীরে কোনও পুষ্টিকর উপাদানের অভাবও থাকে না। এতে কম পরিমাণে শর্করা থাকে, যার ফলে ওজন বাড়ে না। কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে- ফাইবারের গুরুত্বপূর্ণ উৎস পেয়ারা। পেট পরিষ্কার করতে এটি সাহায্য করে। পেয়ারা কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা দূর করে। একটি মাত্র পেয়ারা খেলে প্রতিদিনের ফাইবারের চাহিদা পূরণ করতে পারে। পেয়ারা থেকে ১২ শতাংশ ফাইবার পাওয়া যায়। আবার এর পাতা ডায়রিয়ার সমস্যা দূর করে এবং অন্ত্রে উপস্থিত ক্ষতিকর কীটাণু ধ্বংস করে। ক্যানসার থেকে রক্ষা করে- এই ফলের পাতায় অ্যান্টি ক্যানসার গুণ থাকে। টেস্ট-টিউব ও অ্যানিমাল স্টাডি অনুযায়ী পেয়ারার অর্ক ক্যানসার কোষ বাড়তে দেয় না। এতে উপস্থিত শক্তিশালী অ্যান্টি অক্সিডেন্ট মুক্ত র‍্যাডিক্যাল থেকে রক্ষা করে। পেয়ারায় উপস্থিত লাইকোপিন, কোয়েরসেটিন ও পলিফেনলও ক্যানসার কোষের বৃদ্ধি প্রতিরোধ করে। সমীক্ষা থেকে জানা গিয়েছে যে, পেয়ারার পাতায় উপস্থিত অ্যান্টি-প্রোলিফেরেটিভ পদার্থ ক্যানসার প্রসার আটকাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

আশ্রমিক হবেন না?

● **প্রথম পাতার পর** সেইটি তাদের বিষয়। এ নিয়ে দলগুলির মাথা ব্যথা থাকলেও আমাদের নেই। আমরা ঘটনাবলীর খবর এবং বিশ্লেষণ তুলে দিতে চাই পাঠকের কাছে। আমাদের অধিকার এইটি। দিন দুই আগে সারা দেশে প্রেস ডে গেল, যদিও দিনটি পালন নিয়ে কারো আগ্রহ দেখা গেলো না। তবু আমরা দেশের প্রচলিত আইনব্যবস্থার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে প্রকৃত খবর তুলে ধরার সাহস করি। আমাদের এই সাহস যোগান পাঠকেরাই। এই দিনে ডিওয়াইএফআই'র যে মিছিল তার আকার এবং স্পৃহা দুইটাই ছিলো দেখার মতো। আগরতলা অনেক দিন পর এমন মিছিল দেখতে পেলো। সবাই ভুলেই গিয়েছিলেন বিরোধী দলও পথে নামে। নামতে পারে। এই দিনের মিছিল দেখার পর আমাদের মতন অনেকেই নিশ্চয়ই ভাবছেন, দীর্ঘদিন ধরে "শ্রমিক" শ্রেণির জন্য করে করে সিপিএমে যারা বুড়ো হয়েছেন তারা এবার "আশ্রমিক" হয়ে যান না। তা হলেই তো দলের মেজাজ, ইমেজ ফেরাতে পারে কালো চুলের মিছিল।

যাদবের দুই ডিউটি

● **প্রথম পাতার পর** রাজ্যেই বিরোধীদের তরফ থেকে একের পর এক অভিযোগ তোলা হচ্ছে এই সময়ে পুলিশ নির্দেশেকের বাড়তি দায়িত্ব নিয়ে নানা মহলে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। এই দায়িত্ব রাজ্যে নয়, দিল্লিতে। এমনিতেই রাজ্য পুলিশ প্রশাসনে আইপিএস অফিসারের সংকট রয়েছে। অফিসারের সংকটের কারণেই পুলিশ প্রশাসনকে আসাম রাইফেলস এবং বিএসএফ থেকেও অফিসার চাইতে হয়। এই পরিস্থিতির মধ্যেই রাজ্য পুলিশের প্রধানকে দিল্লির ত্রিপুরা ভবনে অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হলো। রাজ্য সরকারের নির্দেশিকার পেছনে আর কি কারণ রয়েছে তা নিয়েও প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। আবার গুঞ্জনও শুরু হয়েছে আইপিএস ভিএস যাদবকে সরিয়ে দিতে চেষ্টা চলছে। যে কারণে তাকে আগাম ত্রিপুরা ভবনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এর আগেও সিনিয়র হওয়া সত্ত্বেও রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশকের দায়িত্ব পাননি ভিএস যাদব। তার বদলে রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশকের দায়িত্ব সামলেছিলেন আইপিএস রাজীব সিং। যদিও রাজীব সিং'র ডিজিপি হওয়ার মতো সিনিয়রিটি ছিল না। তখনই ১৯৮৭ সালের ব্যাচের আইপিএস ভিএস যাদব পুলিশ মহানির্দেশক হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। অথচ নির্দিষ্ট সময়ে তাকে ডিজিপি'র দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। পরবর্তী সময়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের উদ্যোগে ভিএস যাদবকে রাজ্য পুলিশের প্রধানের দায়িত্ব দেওয়া হয়। এখন কি কারণে তাকে দিল্লির ত্রিপুরা ভবনের অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। এই অতিরিক্ত দায়িত্বের ফলে স্বভাবতই বাড়তি চাপ পড়বে ভিএস যাদবের উপর। গোটা রাজ্যে আইন শৃঙ্খলা দেখার দায়িত্ব পুলিশ মহানির্দেশকের উপর। তিনি সব কিছু সামলে কিভাবে দিল্লির ত্রিপুরা ভবন দেখবেন তাই প্রশ্ন।

১০৩২৩ আজ পদ্মফুল

● **প্রথম পাতার পর** তবে অনেকেই এদিন বলতে শুরু করেছেন এতদিন ১০৩২৩ শিক্ষক-শিক্ষিকারা বাম অভিশাপযুক্ত থাকার পর এবার তারা গেরুয়া আবিরে অভিষিক্ত হচ্ছেন। এই প্রথম ১০৩২৩ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সাংগঠনিক সভায় সরাসরি রাজনৈতিক নেতারা অংশ নিচ্ছেন। এতদিন বিভিন্ন মন্ত্রী, বিধায়করা অংশ নিতেন। নিঃসন্দেহে তারাও ছিলেন রাজনৈতিক নেতা। কিন্তু এবার যারা যোগ দিচ্ছেন তারা প্রত্যেকেই রাজনৈতিক নেতা এবং আমন্ত্রণপত্রে তাদের রাজনৈতিক পরিচয়ের উল্লেখ রয়েছে। ভোটের মুখে এ জাতীয় সভা পুর ও নগর ভোটে ব্যাপক প্রভাব ফেলতে পারে বলে অনেকেই মনে করছেন। তাদের বক্তব্য, রাজ্যের কুড়িটি পুরসভা, নগর পঞ্চায়েত এবং পুর নিগম ভোটে ১০৩২৩ শিক্ষক-শিক্ষিকারা একটা বড়সড় প্রভাব ফেলতে পারেন। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই ভোটের ঠিক আগে এদেরকে নিয়ে বিশেষ সাংগঠনিক সভার আয়োজন করা হয়েছে। অনেকেই এই সভাকে নির্বাচনি আচরণবিধি লঙ্ঘনের শামিল বলে মনে করছেন। তবে এই সংগঠনের নেতৃত্বের দাবি, রাজনৈতিক নেতারা এই সময়ে যেকোনও সভা করতেই পারেন। প্রতিশ্রুতিও দিতে পারেন। এর সঙ্গে নির্বাচনি আদর্শ আচরণবিধির কোনও সম্পর্ক নেই। সেই কারণে এই বিশেষ সাংগঠনিক সভায় কোনও মন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। জানা গেছে, এতদিন যারা আন্দোলনরত বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এদের অনেকেও ১৮ তারিখের সভায় যোগ দিতে পারেন। তবে এই সভার মধ্য দিয়ে বিজেপি এবার সিপিএম-র ভার কিছুটা হলেও লাঘব যে করবে তা বলাই বাহুল্য।

তবে দৃষ্টি হারিয়ে

● **প্রথম পাতার পর** দিনে ওর চিকিৎসা কীভাবে চালাবো, সেটাই এখন ভাবছি'। এদিন, ছেলে সম্পর্কে বলতে গিয়ে বাবা দেবব্রতবাবু এক সময় চোখের জল ফেলে দেন। তিনি বলেন— 'এখন পর্যন্ত সরকারি তরফে কোনও সহযোগিতা পাইনি। পুলিশ মাঠে ঘটনা ঘটলো, রাজ্য পুলিশের তরফেও কোনও সহযোগিতার আশ্বাস পেলাম না। হাসপাতাল থেকে ছেলেকে যেভাবে পথ্য খাওয়াতে বলেছে, সেই পথ্য কেনার মতো ক্ষমতা নেই এখন। এক অটো চালিয়ে এরকম একটি অবস্থা কিভাবে সামাল দেবো সেটাই বোঝা মুশকিল'। দেখার, এই খবর প্রকাশের পর সরকারিভাবে কোনও সহযোগিতা করা হয় কিনা দেবব্রতবাবুর পরিবারকে।

আক্রান্ত বিজেপি নেতা

● **প্রথম পাতার পর** অভিযোগ করেছেন, বিপ্লব নমঃ এবং নির্মল নমঃ বাড়ির সামনে তার ছেলে এবং মেয়ের জামাইকে আক্রমণ করেছেন। তাদের চিৎকার শুনে এসে তিনিও আক্রান্ত হয়েছেন। বিপ্লব এবং নির্মল বিরোধী দলের সমর্থক এবং তারা বিজেপি করেন বলে তারা আক্রান্ত, অভিযোগ করে তিনি বিষয়টিতে পালটা রঙ চড়িয়েছেন।

সম্পত্তি বাজেয়াপ্তের নির্দেশ

● **তিনের পাতার পর** করতে হবে। মামলাটি উচ্চ আদালতে পরিচালনার জন্য বিশেষ সহকারী আইনজীবী নিয়োগের নির্দেশও দিয়েছে উচ্চ আদালত। আইনজীবী পুরুষোত্তম রায় বর্মণ জানিয়েছেন, চিটফাণ্ড সংক্রান্ত জনস্বার্থ মামলায় এই ঐতিহাসিক রায় উচ্চ আদালতের। এখন চিটফাণ্ডে অভিযুক্তদের সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা যাবে।

স্বচ্ছতার দাবি

● **সাতের পাতার পর** ট্রফিতে সঠিকভাবে এবং যোগ্যতার ভিত্তিতে দল গঠনের দাবি তুলেছে ক্রিকেটপ্রেমীরা। যে মানের পেশাদার আনা হয়েছে তারা চলতি মরশুমে দলের বোঝা হয়ে দাঁড়াবে এটা নিশ্চিত হয়ে গেছে। তাই প্রতিভাবান স্থানীয় ক্রিকেটারদের তুলে আনার এটাই সঠিক সময়। অনূর্ধ্ব ২৫ দলেও অনেক সম্ভাবনাময় ক্রিকেটার রয়েছে যারা সিনিয়র দলে খেলার যোগ্য। তাই দল বাছাইয়ে নির্বাচকরা যাতে আরও বেশি স্বচ্ছতার পরিচয় দেন এই দাবি উঠেছে। অবশ্য দল নির্বাচনে কতটুকু স্বাধীনতা পান নির্বাচকরা এটাও একটা বিরাট প্রশ্ন।

রোজভ্যালির তিনের ভিডিওতে হাজিরা

● **প্রথম পাতার পর** আদালতের ভিসি কর্ডিনেটর ও আলিপুর সংশোধনাগারের সুপারকে ভিডিও কনফারেন্সের হাজিরার বিষয়টি জানাতে বলা হয়েছে।

সরকারি গাড়ি

● **প্রথম পাতার পর** চেহারাও স্পষ্ট ছিল। কিছুই হয়নি। এখন তেমনই সরকারি গাড়ি করে পতাকা তুলে নেওয়ার ভিডিও সামনে এসেছে। তৃণমূল কংগ্রেস এই ভিডিও টুইট করেছে। এখন পর্যন্ত পুলিশের কোনও ভূমিকা নেই। প্রচারসজ্জা নষ্ট করে ড্রেনে ফেলে দেওয়া, ইত্যাদি চলছিল, এবার গাড়ি করে পতাকা তুলেই নেওয়া হচ্ছে। মঙ্গলবার রাতে রাজধানী শহরের প্রধান রাস্তা থেকেই বাইক বাহিনী বিরোধী সিপিআই(এম)'র পতাকা তুলে নিয়েছে। শুধু দাঁড়িয়ে আছে বিজেপি'র পতাকা। রাত বারোটার পর দশ-বারোজনের বাইক বাহিনী বিরোধী দলের পতাকা রাজধানী শহর থেকে তুলে নিয়েছে। মূল শহরের সামান্য একটু বাইরে এটা রাত নয়টা থেকেই শুরু হয়েছিল। স্মার্ট সিটির নামে কোটি কোটি টাকা উড়ছে। বড় বড় সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হয়েছে, অপরাধী ধরা তো কোন্ ছাড়, রাস্তায় জল বাড়লেও নাকি কন্ট্রোল রুম থেকে বসেই নির্দেশ দেওয়া যাবে পাম্প চালানো, ইত্যাদির, অথচ শহর জুড়ে বাইক বাহিনী বিরোধী দলের পতাকা তুলে নিয়ে যাচ্ছে সময় লাগিয়ে, সেটা কন্ট্রোল রুমের চোখে পড়ছে না, পড়ছে না দুঁদে পুলিশ বাহিনীর চোখেও ! সুপ্রিম কোর্ট বিনা বাধায় সব রাজনৈতিক দল যেন পুর ভোটের প্রচার করতে পারে সেজন্য ত্রিপুরা পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছে। পুলিশ প্রধান এবং স্বরাষ্ট্র সচিবকে হলফনামা দিয়ে জানাতে হবে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশের পরেও বিরোধী প্রার্থীকে আক্রমণ, প্রচারসজ্জা নষ্ট এসব চলছেই। প্রতিদিনই অভিযোগ আসছে। রাজ্যের নির্বাচন কমিশন কার্যত অনুপস্থিত। বিরোধী দলের এক নেতা দাবি করেছেন, সবই আদালতের নজরে নেওয়া হচ্ছে। সরকারি চাকরি করে সবার প্রতি সমান ভূমিকা না নেওয়ার বিষয়টি আদালতে প্রমাণ হয়ে গেলে, চাকরি বাঁচানো মুশকিল হয়ে পড়বে।

মানসিক রোগীদের সংখ্যা

● **প্রথম পাতার পর** মোট রোগীর সংখ্যা হাজার ছুঁই ছুঁই হয়ে যাবে। সবচেয়ে উদ্বেগের তথ্য হলো, ২০১৯ সালে আউটডোরে উক্ত হাসপাতালটিতে প্রায় ৬ হাজার ৮১২ জন ডাক্তার দেখিয়েছেন। একই হাসপাতালে কোভিড চলাকালীন পরিস্থিতিতে, ২০২০ সালে মোট ৬ হাজার ৫০০ জন ডাক্তার দেখিয়েছেন বলে জানা গেছে। এদিকে, এ বছর এখন পর্যন্ত প্রায় ৮ হাজার রোগী ডাক্তার দেখিয়ে ফেলেছেন। অর্থাৎ প্রতিমাসে ইনডোর এবং আউটডোর মিলিয়ে গড়ে প্রায় ৮০০ জন রোগী মানসিক হাসপাতালে সরকারি চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণ করছেন। পরিসংখ্যান স্পষ্ট করে দিচ্ছে যে, গত তিন বছরে রাজ্যে মানসিক স্বাস্থ্যে দুর্বল হয়ে যে হারে মানুষ 'অসুস্থ' হচ্ছেন, তার সংখ্যাটি প্রায় ২০ থেকে ২৫ শতাংশ করে প্রতি বছর বাড়ছে। কেন এমনটা? বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের বক্তব্য মোতাবেক, রাজ্যে চূড়ান্ত পর্যায়ে বেড়েছে নেশাগ্রহণ। শুধু মাদক দ্রব্য নয়, ইনজেকশনের মাধ্যমে নেশা করার ক্ষেত্রে যুব এবং তরুণ প্রজন্মের হাজার হাজার প্রতিনিধিরা প্রায় প্রতিদিন নিজেদের নাম লেখাচ্ছেন। স্বাস্থ্য দফতরের তথ্য মোতাবেক নরসিংগড়ের মানসিক হাসপাতালটিতে ১৫ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে প্রচুর রোগী শুধুমাত্র 'ড্রাগ এডিক্ট' হওয়ার কারণে হাসপাতালে আসছেন। একইভাবে ২০ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে অনেকেই হাসপাতালে আসছেন বেকারত্ব, প্রেম, পারিবারিক কলহ ইত্যাদি বিষয়কে কেন্দ্র করে। গত তিন বছরে প্রায় ২০ হাজার রোগী রাজ্যের প্রধান মানসিক হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণ করেছেন। সবচেয়ে আলোচ্য বিষয় এটাও, এই একই সময়কালে প্রায় ১৭০০ জন উক্ত হাসপাতালে ভর্তি থেকে চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণ করেছেন। এই হাসপাতালে এমন অনেক রোগীও আছেন, পরিবার পরিজনদের সঙ্গে প্রথম দিকে ভর্তি হন না বা ডাক্তার দেখিয়ে বাড়ি চলে যান। কিন্তু পরবর্তীকালে পরিবারের স্বজনেরা তাদের সঙ্গে কোনও ধরণের সংযোগ রাখেন না। হাসপাতালটির পরিষেবা গত কয়েক বছরে নানাভাবেই বেড়েছে। কিন্তু সেই অনুপাতে লোকবলের অভাব। এই হাসপাতালটি স্বাস্থ্য দফতরের শীর্ষ আমলাদের 'পদধূলি' পায় না। শেষ কবে এই হাসপাতালে রাজ্য সরকারের তরফে বড়মাপের কোনও আমলা 'ভিজিট' করতে গেছেন, তা বলা মুশকিল। যেভাবে রাজ্যে মানসিক রোগে আক্রান্ত রোগীদের সংখ্যা বাড়ছে, তাতে আগামী দিনে রাজ্যকে নিশ্চিতভাবে বেগ পোহাতে হবে। একদিকে, নেশা গ্রহণকারীদের সংখ্যা বাড়ছে এবং একইভাবে অন্যদিকে বাড়ছে মানসিক রোগে আক্রান্ত রোগীদের সংখ্যাও। বিষয়গুলো নিয়ে সরকারের ঘুম কবে ভাঙে, সেটাই এখন দেখার।

আসামির গাড়ি গেল মণ্ডল সভাপতির বাড়ি

● **প্রথম পাতার পর** প্রতিবেশী পরেশ পাল। জানা গেছে, পিতা-পুত্রের মধ্যে সম্পত্তি নিয়ে সংঘাত যখন তীব্রতর, তখন শান্তিবাবু প্রতিবেশী পরেশ পালের বাড়িতে গিয়েই বেশিরভাগ সময় কাটান। পুত্র কৃষ্ণ চক্রবর্তীর অনুমান তার বাবাকে এই ক্ষেত্রে বুদ্ধি পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করছে পরেশ পাল। পরেশবাবুর বুদ্ধি না পেলে তার পিতা কোনওভাবেই এত সাহস পেতেন না প্রত্যাখ্যান করার। এই বুঝেই কৃষ্ণ চক্রবর্তী পরেশ পালের বাড়িতে গিয়ে বাড়িঘর ভাঙচুর শুরু করেন। পরেশবাবু বহু চেষ্টা চরিত্র করেও যখন উন্মাদপ্রায় কৃষ্ণ চক্রবর্তীকে থামাতে পারছিলেন না তখন বাঁশ দিয়ে কৃষ্ণকে আঘাত করেন তিনি। বাঁশের বাড়ি খেয়ে কৃষ্ণ সেই সময়ের জন্য চলে গেলেও কিছুক্ষণ পরেই বাইখোড়া থানায় গিয়ে পরেশ পালের বিরুদ্ধে মামলা ঠুকে দেন। পুলিশও সেই মামলা পেয়ে ধেই ধেই করে ছুটে আসে পরেশ পালের বাড়িতে। পুলিশ অফিসার গোপাল দেবনাথ পরেশ পালকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যান। ঠিক ছিলো এরপরই পরেশ পালকে আদালতে সোপর্দ করা হবে। সেই মোতাবেক রেডি হয়ে যায় থানার গাড়িও। পুলিশের তরফে আদালতে পরেশ পাল'র পুলিশ রিমাণ্ড চাওয়া হবে এমনটাও ঠিক হয়েছিলো। কিন্তু গাড়িতে উঠেই আদালতমুখী না হয়ে থানার গাড়িকে ঋষ্যমুখের মণ্ডল সভাপতি অশেষ বৈদ্যের বাড়িতে যেতে বলেন গোপালবাবু। নির্দেশ পেয়ে অন্যান্য পুলিশ কর্

পিটিয়ে খুন শ্রমিক, গ্রেফতার অভিযুক্ত

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, জিরানিয়া, ১৭ নভেম্বর।। কাঠের ফাইল দিয়ে খুন করা হলো এক শ্রমিককে। মৃত শ্রমিকের নাম জোহান তপনো (২৫)। বাড়ি ঝাড়খন্ডে। ঘটনা সোমবার জিরানিয়া থানাধীন নোয়াবাদী সংলগ্ন জয় ব্রিকস্ ইন্ডাস্ট্রিতে। এদিন সন্ধ্যায় মদমত্ত অবস্থায় জোহানকে কাঠের ফাইল দিয়ে বেধড়ক পেটায় বন্ধন ঝারা (৩৩)। কোনও এক বিষয় নিয়ে এই আক্রমণ বলে পুলিশের তরফে জানানো হয়। বন্ধন ও জোহান জয় ব্রিকস্ ইন্ডাস্ট্রিতে শ্রমিক হিসেবে কর্মরত ছিলো। সঙ্গে সঙ্গে আহত অবস্থায় জোহানকে জিবিপি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় চিকিৎসকদের সব চেষ্টাকে ব্যর্থ করে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে জোহান। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রীতিমতো চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয় ইটভাটায়। এদিকে, ইটভাটার ম্যানেজার বন্ধন ঝারার বিরুদ্ধে জিরানিয়া থানায় খুনের মামলা রুজু করেছে। অভিযুক্ত বন্ধন ঝারাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পুলিশ এই বিষয়ে খুনের একটি মামলা গ্রহণ করেছে। মামলাটির নম্বর ৫৩/২০২১। অভিযুক্ত বন্ধন ঝারার বিরুদ্ধে আইপিসি ৩০২ ধারায় একটি খুনের মামলা গ্রহণ করে তদন্ত শুরু করেছে জিরানিয়া থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার তাকে আদালতে সোপর্দ করা হবে বলে জিরানিয়া থানার ওসি জানিয়েছে। বন্ধন ঝারার বাড়িও ঝাড়খন্ডে।

অসামাজিক কাজকর্মের অভিযোগে উত্তেজনা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৭ নভেম্বর।। সামাজিক অবক্ষয়ের অভিযোগ উঠে এলো বিলোনিয়া রামকৃষ্ণ কলোনি এলাকা থেকে। স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে এক বাড়িতে বহিরাগত লোকজনের আনাগোনা চলছে। সেই বাড়ির একজন ভাড়াটিয়া মহিলার চলাফেরা নিয়ে এলাকাবাসী অনেকদিন ধরেই সন্দেহ করছেন। বুধবার সন্ধ্যায় ক্ষিপ্ত হয়ে এলাকাবাসী ওই বাড়িতে হানা দেয়। এলাকার যুবক এবং মহিলারা ওই বাড়ি থেকে ভাড়াটিয়া মহিলার সাথে আর এক যুবককে উদ্ধার করে। স্থানীয়দের অভিযোগ, ওই বাড়িতে অসামাজিক কাজকর্ম চলে। সেই কারণেই বহিরাগত লোকজন সবসময় আসা-যাওয়া করছে। পাশাপাশি তাদের সন্দেহ হয়তো নেশা কারবার চক্রের সাথেও জড়িত থাকতে পারেন ওই মহিলা। ঘটনার খবর পেয়ে বিলোনিয়া মহিলা থানার পুলিশ সেখানে ছুটে আসে। যুবক এবং মহিলাকে আটক করে নিয়ে যায় পুলিশ।

লাইসেন্স বিহীন গৃহপালিত প্রাণী বিক্রি নিষিদ্ধ ঃ আদালত

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ নভেম্বর ।। রাজ্যে লাইসেন্স ছাড়া চলা গৃহপালিত প্রাণী বিক্রি করা বন্ধ করতে নির্দেশ দিলো রাজ্যের সর্বোচ্চ আদালত। এখন থেকেই আগরতলা-সহ রাজ্যের কোনও জায়গায় লাইসেন্স ছাড়া কোনও সংস্থা বা ব্যক্তি গৃহপালিত পাখি বা পশু বিক্রি করতে পারবেন না। গুরুত্বপূর্ণ এই রায় দিলেন ত্রিপুরা উচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতি ইন্দ্রজিৎ মোহান্তি এবং বিচারপতি এস জি চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ। গৃহপালিত পশু এবং পাখি সংরক্ষণের জন্য উচ্চ আদালতে জনস্বার্থ মামলাটি করেছিলেন আইনজীবী পারমিতা সেন। তিনি দাবি করেছিলেন আগরতলা-সহ রাজ্যে বিনা অনুমতিতে অনেকেই গৃহপালিত পাখি এবং জন্তু বিক্রি করছেন। বেশিরভাগ জায়গায় পাখি এবং কুকুর বিক্রি করছে। তাদের এসব বিক্রি করার কোনও লাইসেন্স নেই। যে কারণে কুকুর এবং পাখির সঙ্গে অত্যন্ত খারাপ আচরণ হচ্ছে। কুকুর পালন করে লাভ না হলে তা মেরে ফেলা হচ্ছে। খালি রাস্তায় ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। এছাড়াও পাখিগুলি অত্যন্ত খারাপ অবস্থায় রাখা হয়। খাবারের জন্যও এগুলি বিক্রি করে দেওয়া হয়। আইনত এটা দণ্ডনীয় অপরাধ। পারমিতার দাবি রেজিস্ট্রেশন নিয়ে এই ধরনের জন্তু এবং পশু বিক্রি করার ব্যবসা করা হলে এমনটা হতো না। সবটাই করা হচ্ছে বেআইনিভাবে। এই মামলায় প্রাণীসম্পদ বিকাশ দফতরকে নোটিশ দিয়েছিল উচ্চ আদালত। নোটিশের জবাবে প্রাণীসম্পদ বিকাশ দফতর জানিয়েছিল, আগরতলায় ১২টি দোকান আছে যেখানে গৃহপালিত প্রাণী বিক্রি হয়। তবে একটিরও লাইসেন্স নেই। উচ্চ আদালত আগেই নির্দেশ দিয়েছিল এসবগুলির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য। কিন্তু প্রাণীসম্পদ বিকাশ দফতর এসব দোকান বন্ধ করতে কোনও উদ্যোগ নেয়নি। শেষ পর্যন্ত উচ্চ আদালত পরিষ্কারভাবে রায় দিয়েছে গৃহপালিত প্রাণী লাইসেন্স ছাড়া আর বিক্রি করা যাবে না। যে কারণে আগরতলায় ১২টি গৃহপালিত জন্তু, পাখি বিক্রি করার দোকান বন্ধ করতে হবে। গোটা রাজ্যেও এই ধরনের ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাবে। কারণ লাইসেন্স নিয়ে কেউই এই ধরনের ব্যবসা করছেন না। লাইসেন্স থাকলে কুকুর, পাখিদের লাভ না হলেও এগুলিকে রাস্তায় ফেলা যেতো না। কুকুরের বয়স হয়ে গেলেও তাড়িয়ে দেওয়া যাবে না।

আদর্শ আচরণ বিধির দোহাই সরকারের

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ নভেম্বর।। সরকার আদর্শ পুর ভোটে আচরণ বিধি মানছে না, এই অভিযোগ তীব্র। নির্বাচন কমিশনকে অভিযোগও জানিয়েছে বিরোধী সিপিআই (এম)। ঘটনাও যে চাকরির ঘোষণা, বদলি, এসব হচ্ছে। অথচ আদালত অবমাননা এক আবেদনে বলতে গিয়ে এই আদর্শ আচরণ বিধির দোহাই দিয়েছে সরকার। আর আদালত বলে দিয়েছে, এই ক্ষেত্রে এই বিধি প্রয়োগ হবে না। কৃষি দফতরে শ্রমিক হিসাবে কাজ করতেন বিশ্বহরি ত্রিপুরা। তার ছেলে সোনাবাসী ত্রিপুরা ডাই-ইন-হারনেস স্কিমে চাকরি চেয়েছিলেন। অত্যন্ত গরিব ঘর। পরিবারে আর কেউ চাকরিও করেন না। সোনাবাসীর আলাদা রেশন কার্ড আছে, তিনি বাবার সাথে থাকতেন না, ইত্যাদি সরকার পক্ষে বলা হয়। যদিও সংশ্লিষ্ট এসডিএম'র রিপোর্ট বলেছে, তারা একই বাড়িতেই থাকতেন, একটাই ঘর। আলাদা রেশন কার্ড, এসডিএম'র রিপোর্ট, ইত্যাদি সব পর্যালোচনা করে গত ২৭ জানুয়ারি সোনাবাসীকে চাকরি দেওয়ার কথা বিবেচনা করার জন্য বলে ত্রিপুরা হাইকোর্ট , এবং তিন মাসের মধ্যে এই বিবেচনা করতে হবে বলেও নির্দেশ ছিল। তিন মাস পার হয়ে গেলেও সরকার কোনও পদক্ষেপ নেয়নি বলে সোনাবাসী আদালত অবমাননার আবেদন করেন হাইকোর্টে। হাইকোর্ট নোটিশ করে। সরকারের পক্ষে আইনজীবী দেবালয় ভট্টাচার্য আদালতকে ১৫ নভেম্বর জানিয়েছেন যে, সোনাবাসী ত্রিপুরাকে চাকরি দেয়া হবে আদর্শ আচরণ বিধি উঠে গেলে। আদালত জানিয়ে দেয় এই ক্ষেত্রে এই বিধি প্রয়োগ হয় না। পরে আদালতকে ভট্টাচার্য জানিয়েছেন সোনাবাসী ত্রিপুরাকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেয়া হবে। সরকারি কৌশুলির নির্দিষ্ট আশ্বাসের পর আদালত অবমাননার বিষয়ে যে প্রক্রিয়া চলছিল, তা শেষ হয়েছে।

বিয়ে বাড়ি কাণ্ডে ফিরে এলো পুলিশ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ নভেম্বর ।। শহরের একটি বিয়ে বাড়ি থেকে পশ্চিমবঙ্গের ২৫জন নাগরিককে আটক করলো পুলিশ। তাদের একটি হোটেলে রেখে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ করেছে পুলিশ। পরবর্তী সময়ে তাদের পূর্ব থানায় নেওয়া হয়। বুধবার বিকালে শিবনগরে শুভলগ্ন বিয়ে বাড়ি থেকে পশ্চিমবঙ্গের ২৫জন বাসিন্দাকে আটক করা হয়। এই বিয়ে বাড়ির উপর তলাতেই থাকেন তৃণমূল নেতা বাপ্টু চক্রবর্তী। তিনি জানিয়েছেন, ভোটের কাজে তারা রাজ্যে এসেছিলেন। এখানে অপরাধ করেননি কেউ। এদিকে পুলিশ আটক করা ২৫ জনের সোয়াব পরীক্ষা করার উদ্যোগ নিয়েছে। তারা করোনা নিয়ে রাজ্যে এসেছেন কিনা তা জানতে পুলিশের তদন্ত চলছে। আগের দিনই পূর্ব থানার পুলিশ কামারপুকুরপাড় থেকে চার পশ্চিমবঙ্গের নাগরিককে গ্রেফতার করেছিল। এরপর এখন ২৫জনকে আটক করে নিয়ে যাওয়ার ঘটনাটি হল।

সরকারকে হলফনামা দিতে হবে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ নভেম্বর।। তরুণ আইনজীবী ভাস্কর দেব রায় আগরতলায় মারা গিয়েছিলেন। ফায়ার সার্ভিস রাস্তা থেকে তাকে তুলে নিয়ে জিবিপি হাসপাতালে ভর্তি করিয়েছিল। হাসপাতালেই মারা যান ভাস্কর। আইনজীবীরা অভিযোগ করেন যে হাসপাতালে চিকিৎসা গাফিলতিতেই মারা গেছেন তিনি। আগরতলার আইনজীবীরা থানায় অভিযোগ জানাতে গিয়েও হিমশিম খেয়ে যান। ন্যায় চেয়ে তাদের পথে নেমে মোমবাতি মিছিল করতে হয়, সেরকম আগে আর কখনও দেখেনি রাজ্য। পরে তদন্ত কমিটি হয়। জনস্বার্থ মামলা হয় হাইকোর্টে। ডেথ অডিট হয়। ডেথ অডিট রিপোর্টে গাফিলতির কথা বলা হয়। ভবিষ্যতে যেন এরকম আর না হয়, তার জন্য কিছু ব্যবস্থা নিতে বলা হয়। জনস্বার্থ মামলার শুনানিতে দাঁড়িয়ে সরকারি আইনজীবী দেবালয় দত্ত আদালতকে জানাতে পারেননি, সেসব পরামর্শ বাস্তবায়িত হয়েছে কিনা। উল্টোদিকের আইনজীবী বলেছেন, ভবিষ্যতে রোগী সেবার এইরকম বিষয় এড়াতে কোনও পদক্ষেপই নেওয়া হয়নি। হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছে সরকারকে হলফনামা দিয়ে আদালতকে জানাতে হবে, কী কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। পরবর্তী শুনানি হবে ৬ ডিসেম্বর।

সরকারের পক্ষে ছিলেন আইনজীবী দেবালয় ভট্টাচার্য, রতন দত্ত এবং এন সি সাহা। আর আবেদনকারীর পক্ষে ছিলেন পুরুষোত্তম রায় বর্মন, সমরজিত ভট্টাচার্য।

গাঁজা আটক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ১৭ নভেম্বর।। আবারও ত্রিপুরা পুলিশের ব্যর্থতা উঠে এল অসম পুলিশের সাফল্যের মধ্যে দিয়ে। অসমের চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ ধর্মনগর থেকে গুয়াহাটিগামী নেটওয়ার্ক ট্রেভেলসের যাত্রীবাহী বাসে তল্লাশি চালিয়ে ৭ কেজি গাঁজা-সহ এক ব্যক্তিকে আটক করে। অভিযুক্তের নাম কমল হক(৩৮)। তার বাড়ি সিপাহিজলা জেলার সোনামুড়া মহকুমার উরমাই এলাকায়। এমএল০৫টি৮৩৮২ নম্বরের বাসে চেপে কমল গাঁজা নিয়ে অসমের উদ্দেশে যাচ্ছিল। অসমের চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ ওই বাসটি তাদের সীমানায় আসার পর তল্লাশি চালায়। তখনই উদ্ধার হয় গাঁজার প্যাকেট। অভিযুক্তকে চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ নিজেদের হেপাজতে রেখেছে। ধারণা করা হচ্ছে, সিপাহিজলা থেকে ওই গাঁজা ধর্মনগর পর্যন্ত নিয়ে আসা হয়। কারণ সেখান থেকেই বাসে উঠেছিল অভিযুক্ত। অসম পুলিশ এখন তাকে জেরা চালিয়ে যাচ্ছে। এই ঘটনায় একটা বিষয় স্পষ্ট ত্রিপুরার প্রবেশ পথে নিরাপত্তা ব্যবস্থা একেবারেই ঢিলেঢালা। যে কারণে বার বার নেশা কারবারি থেকে শুরু করে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীরা রাজ্য ছেড়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হচ্ছে। নেশা কারবারিদের সাথে রাজ্য পুলিশের একাংশের যোগাযোগ সবারই জানা। তার পরও পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ত্রিপুরার প্রবেশপথে নিরাপত্তা ব্যবস্থায় নজর দিতে নারাজ।

এনএসএস-র রক্তদান শিবির

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ১৭ নভেম্বর।। মানব কল্যাণের মধ্য দিয়েই মানব ধর্ম পালন করা যায়। মানব ধর্ম যথাযথভাবে পালন করতে পারলেই সমাজ সুন্দর হয়। বুধবার ভগৎ সিং যুব আবাসে এনএসএস-র রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে একথা বলেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে তিনি আরও বলেন, এনএসএস-র সদস্য সদস্যারা মানব সেবায় নিজেদের নিয়োজিত রেখেছে। সমাজসেবা ও সামাজিক উন্নয়নে অংশীদার হয়ে এনএসএস গৌরবজনক ভূমিকা পালন করছে। রক্তদান হচ্ছে মহৎ দান। এনএসএস রক্তদানে এগিয়ে আসায় তিনি তাদের ভূয়সী প্রশংসা করেন ও অভিনন্দন জানান। অনুষ্ঠানে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী বলেন, সমাজের কল্যাণে ও মানব কল্যাণে কিছু করতে পারলেই মানব জীবনে স্বার্থকতা আসে। তিনি স্বামী বিবেকানন্দের সেবা ধর্মের উল্লেখ করে ছাত্রছাত্রীদের আরও বেশী করে সমাজসেবায় এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন এনএসএস আধিকারিক ড. চিত্রজিৎ ভৌমিক। তাছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দফতরের অধিকর্তা সুবিকাশ দেববর্মা ও উপঅধিকর্তা বিপ্লব কুমার দত্ত। সভাপতিত্ব করেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দফতরের উপঅধিকর্তা বনজিৎ বাগচী।

মানবাধিকার কর্মী, সাংবাদিকদের গ্রেফতার থেকে রেহাই শীর্ষে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ নভেম্বর।। ইউএপিএ আইনে দিল্লির তিন আইনজীবী সহ সাংবাদিকদের গ্রেফতার করতে পারবে না রাজ্য পুলিশ। শুধু তাই নয়, তাদের বিরুদ্ধে জিজ্ঞাসাবাদের নামে হেনস্থাও করা যাবে না। বুধবার দেশের সর্বোচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতি এন ভি রামানা, বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় এবং বিচারপতি সূর্য কান্ত'র ডিভিশন বেঞ্চ এই রায় দিয়েছে। দিল্লির মানবাধিকার সংগঠনের নাম দিয়ে আইনজীবী মুকেশ, আনসার ইন্দুরি, সাংবাদিক শ্যাম মীরা সিং সহ একটি টিম অক্টোবর মাসে রাজ্য সফর করেন। বাংলাদেশের হিন্দু মন্দির এবং দুর্গা মণ্ডপ ভাঙচুরের ঘটনার পর ত্রিপুরায়ও কিছু হিংসাত্মক ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এসব অঞ্চল ঘুরে সামাজিক মাধ্যমে বিভ্রান্তিমূলক বার্তা দিয়েছিলেন দিল্লির এই আইনজীবী এবং সাংবাদিকরা। এই অভিযোগে তাদের বিরুদ্ধে ইউএপিএ আইন প্রয়োগ করার সিদ্ধান্ত নেয় রাজ্য সরকার। দিল্লির এই আইনজীবীদের থানায় হাজির হতে নোটিশও দেওয়া হয়। এর বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মুকেশ, আনসার ইন্দুরি ছাড়াও সাংবাদিক শ্যাম মীরা সিং দেশের সর্বোচ্চ আদালতে তাদের বিরুদ্ধে দায়ের করা পশ্চিম থানার মামলাটি বাতিল করার আবেদন জানান। ওই আইনজীবীদের দাবি ছিলো, ত্রিপুরায় ১২টি মসজিদ, ৯টি দোকান এব ৩টি ঘর হিন্দুরা ভেঙেছে। কিন্তু রাজ্য সরকারের তরফ থেকে বরাবরই এই দাবি অস্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু সরকার প্রথম থেকে বলে এসেছে কোনও মসজিদ রাজ্যে ভাঙা হয়নি। বিভ্রান্তিমূলক বার্তা ছড়ানোর অভিযোগে আইনজীবী সহ বাইরের সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে মামলা নেয় পুলিশ। দেশের সর্বোচ্চ আদালত পশ্চিম থানায় দায়ের করা এফআইআর বাতিল করেনি। রাজ্য পুলিশের তদন্তেও দেশের সর্বোচ্চ আদালত হস্তক্ষেপ করতে রাজি হয়নি। তবে এই মামলার দিল্লির মানবাধিকার সংগঠন তথা সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী সহ দিল্লির এক সাংবাদিককে পুলিশ উচ্চআদালতের পরবর্তী নির্দেশ পর্যন্ত গ্রেফতার করতে পারবে না। মানবাধিকার সংগঠন থেকে বলা হয়েছে আমরা সত্যতা জানতে ত্রিপুরায় গিয়েছিলাম। এর জন্য আমাদের বিরুদ্ধে ইউএপিএ আইন লাগানো যায় না। সুপ্রিম কোর্টের রায়ে সংবিধানের জয় হয়েছে। এদিকে, এই ঘটনায় বক্তব্য রেখেছেন রাজ্য মানবাধিকার সংস্থার সম্পাদক আইনজীবী পুরুষোত্তম রায় বর্মণ। তিনি জানান, মানুষের মুখ বন্ধ করতে যে প্রচেষ্টা চলছিলো তাতে বাধা পড়বে সুপ্রিম কোর্টের এই আদেশ। গ্রেফতার এবং জিজ্ঞাসাবাদের নামে হেনস্থার হাত থেকে মানবাধিকার কর্মী এবং সাংবাদিকদের রেহাই দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। আমরা সুপ্রিম কোর্টের রায়ে খুশি। ত্রিপুরায়ও দিল্লির দুই মহিলা সাংবাদিককে গ্রেফতার করা হয়েছিলো। আদালতে দু'জনেরই জামিন হয়েছে।

অসময়ে চলে গেলেন সঞ্জয়

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৭ নভেম্বর।। অসময়ে মৃত্যু তরুণ সরকারি কর্মচারীর। নাম সঞ্জয় ভৌমিক। উদয়পুর ফুলকুমারী গ্রামের অভিভাবক শ্যামল কান্তি ভৌমিকের একমাত্র ছেলে। সঞ্জয় কর্মরত ছিলেন উদয়পুর রাজস্ব দফতরের পিআরটিসি শাখায়। কিছুদিন অজানা রোগে আক্রান্ত হওয়ার পর তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য গত ১ নভেম্বর চেন্নাইয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকরা সঠিক রোগ নির্ধারণ করতে পারেননি। চিকিৎসক শত চেষ্টায় সাড়া না দেওয়ায় সঞ্জয়ের মৃত্যু অবধারিত তা জেনে তার সাথে যাওয়া লোকজন তাকে নিয়ে বাড়ির উদ্দেশে রওনা হন। গত ১৩ নভেম্বর অ্যাম্বুলেন্সে করে তারা ত্রিপুরার উদ্দেশে রওনা হয়েছিলেন। পরদিন রবিবার বেলা দেড়টা নাগাদ অ্যাম্বুলেন্সেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন সঞ্জয়। এদিন তার নিথর দেহ উদয়পুরে নিয়ে আসা হয়। তার কর্মস্থল মহকুমাশাসক অফিসে নিথর দেহে শেষ শ্রদ্ধা জানান মহকুমাশাসক অনিরুদ্ধ রায়-সহ তার সহকর্মীরা। শেষে আত্মীয়পরিজন এবং এলাকার

চিটফাণ্ড ঃ সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্তের নির্দেশ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ নভেম্বর ।। রাজ্যের চিটফাণ্ড সংস্থাগুলির সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে। বুধবার গুরুত্বপূর্ণ এই রায় দিয়েছে ত্রিপুরা উচ্চ আদালত। এমনিতেই চিটফাণ্ড সংক্রান্ত বেশ কিছু সংস্থার সম্পত্তি রাজ্য সরকার বাজেয়াপ্ত করেছিল। রোজভ্যালির অফিস বিল্ডিং বাজেয়াপ্ত করে সরকারি তরফে ভাড়াও খাটানো হচ্ছে। এরপরও কয়েকটি চিটফাণ্ড সংস্থার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়নি বলে অভিযোগ ছিল। চিটফাণ্ড সংক্রান্ত মামলাটি গত কয়েক বছর ধরেই আদালতে শুনানি চলছে। শেষ পর্যন্ত বুধবার মামলার শুনানির সময় জনস্বার্থ মামলা দায়েরকারী আইনজীবী পুরুষোত্তম রায় বর্মণ দাবি করেন, চিটফাণ্ড সংক্রান্ত মামলায় অভিযুক্তদের সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা দরকার। এখানে স্থাবর এবং অস্থাবর দুই ধরনের সম্পত্তির কথাই বলা হয়েছে। জনস্বার্থ মামলায় বুধবার রাজ্যের উচ্চ আদালত রায় দিয়েছে, অভিযুক্তদের সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত

● এরপর দুইয়ের পাতায়

কমান্ডেন্ট-সহ ৭ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ নভেম্বর ।। মদ নিয়ে কেলেঙ্কারির ঘটনায় আদালতে চার্জশিট জমা দিলো রাজ্য পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ। তৎকালীন হোমগার্ডের কমান্ডেন্ট তথা রাজ্য পুলিশের প্রাক্তন পুলিশ সুপার দিলীপ দেববর্মা-সহ ৭ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা করা হয়েছে। লংতরাইভ্যালি মহকুমা আদালতে এই চার্জশিট জমা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে অবশ্য এই মামলার বিচার জেলা আদালতে হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। দুর্নীতি দমন আইনে এই চার্জশিট জমা পড়েছে। ২০১৬ সালে ছৈলেংটা থানায় টিএসআর'র ৮ম ব্যাটেলিয়নে কেলেঙ্কারি নিয়ে মামলা জমা পড়েছিল। মামলায় অভিযুক্ত ছিলেন ৮ম ব্যাটেলিয়নের তৎকালীন কমান্ডেন্ট দিলীপ দেববর্মা, হাবিলদার প্রসেনজিৎ সিং বড়ুয়া-সহ ৭জন। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪০৯ এবং ৪০৬ ধারায় থানায় মামলাটি নেওয়া হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে তদন্ত যায় ক্রাইম ব্রাঞ্চের হাতে। বেশ কয়েক বছর ধরে মামলাটির তদন্ত চলে। প্রায় ৩ বছর পর শেষ পর্যন্ত চার্জশিট দেওয়ার কাজ শুরু করে ক্রাইম ব্রাঞ্চ। অভিযোগ, মামলার পরও দিলীপ দেববর্মা-সহ বাকী অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা হয়নি। সবাই বাইরেই ছিলেন। সম্প্রতি তাদের বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা নিয়ে তোড়জোড় শুরু হয়ে যায়। অবশেষে চার্জশিট জমা পড়েছে আদালতে। অভিযোগ, মদ কেনা-সহ জওয়ানদের থেকে হুমকি দিয়ে বেসরকারি সংস্থায় বিনিয়োগের নাম করে জোর করে টাকা আদায় করেছিলেন দিলীপ দেববর্মা-সহ অভিযুক্তরা। এছাড়া ক্যান্টিনের ফান্ডের নাম করে টাকা লুটপাট করা হয়েছে। এই ঘটনা দ্রুতই প্রকাশ্যে চলে আসে। বাম আমলে ঘটনা জানাজানি হতেই বাধ্য হয়ে পুলিশকে মামলা নিতে হয়। কোটি টাকার উপর কেলেঙ্কারির ঘটনায় তদন্ত করে শেষ পর্যন্ত আদালতে চার্জশিট জমা করা হয়। তবে এই ঘটনায় অভিযুক্তদের গ্রেফতার না করা নিয়ে এখনও নানা ধরনের গুঞ্জন রয়েছে। মামলা থেকে অভিযুক্তদের বাঁচাতে চেষ্টা হচ্ছে বলেও একটি মহলের অভিযোগ।

লালবাড়ির মানিকের পুনর্বাসন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৭ নভেম্বর।। হগব কর্তা এবার এলেন মাতাবাড়িতে। ম্যানেজারের পদ নিয়ে এর আগে জেলাশাসকের কার্যালয়ে নাজির পদে থাকাকালীন সময়ে জেলাশাসকের কার্যালয়কে কার্যত ফতুর বানিয়ে দিয়ে নিজের পরিবার কল্যাণ করেছেন আর সুরম্য প্রাসাদ নির্মাণ করেছেন বলে অভিযোগ। সেই কমরেড এখন বিজেপির এক রাজ্য নেতাকে ধরে ঘরের আরও কাছে চলে এসেছেন। তিনি এখন মাতাবাড়ি মন্দিরের ম্যানেজার। যেখানে মাতাবাড়ি মন্দির ট্রাস্ট কমিটির চেয়ারম্যান খোদ মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। সেখানে ম্যানেজার পদে এসে বাহারি কামাই বাণিজ্যের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে নিয়েছেন মানিক দত্ত। এখনও যিনি সিপিএম'র লেভি দেন। বিজেপির গোষ্ঠীর তুষ্টি করেন তিনিই আবার বিজেপির এক নেতাকে নগদ নারায়ণে ম্যানেজ করে বাড়ির কাছাকাছি নতুন পদে চলে এসেছেন। জানা গেছে, জেলাশাসক কার্যালয়ে নাজির পদে কর্মরত থাকার সময়ে নানা ক্রয় বাণিজ্যের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলেন তিনি। আর এই ক্রয় বাণিজ্যে একটি পেন ড্রাইভ ৩৯৯৫ টাকা। মেমোরি কার্ডের দাম হয় ৪৮৫০ টাকা। আর এই টাকাই মঞ্জুর করে দিয়েছেন সিনিয়র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। টাকা কামিয়েছেন মানিক দত্ত। ২০০৭ সাল থেকে ২০১৮ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত মানিকবাবুই ছিলেন এখানকার ক্রয়

বাণিজ্যের মূল কারিগর। আর যেমনভাবে পেরেছেন তেমনভাবেই লুট করেছেন সরকারি অর্থ। টিজিইএ-র বড় নেতা হওয়ার কারণে তাকে এখানে রেখে দেওয়া হয়েছিলো। সরকার পরিবর্তনের ১০/১২ দিনের মধ্যেই তাকে বদলি করে দেওয়া হয়। কিন্তু তিনিও যে ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নন। বাম আমলে বিরোধী দলের যে সমস্ত নেতা-নেত্রীদের পরিষেবা দিয়েছেন তাদের কাছ থেকে পাল্টা পরিষেবা নিয়ে তিনিও যোগ দেন নতুন কর্মস্থলে। কিন্তু প্রশ্ন উঠে যায় এই চাকরি করে যে বাড়ি হাঁকিয়েছেন তা নিয়মিত বেতনক্রমের যেকোনও কর্মচারীর চোখ কপালে উঠার উপক্রম। আয়ের সঙ্গে সম্পর্কহীন এই অর্থ তিনি কোথায় পেলেন তা নিয়েও প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। ছিলো কুঁড়ে ঘর হলো রাজপ্রাসাদ। ২০০৭ সাল থেকে ২০১৮ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত তার এই সময়কাল জুড়ে যে কেনাকাটা এবং কাজকর্ম হয়েছিলো তা নিয়ে তদন্তেরও দাবি উঠছে। কারণ, ২০১৭ সালে তিনি যে বিল জমা দিয়েছেন, সেই বিলে ঢালাও অসঙ্গতি রয়েছে বলে খবর। যেখানে একটি বেড শিটের দাম ২২৫০ টাকা, দুটো লাল কার্পেট মোট ২৭,০০০ টাকা, দুটো মেমোরি কার্ডের দাম ৯৪৫০ টাকা এইভাবে নাজিরবাবু যে রাজত্ব চালিয়েছিলেন এবার সেখানে ইতি পড়েছে। জেলাশাসকের কার্যালয়ের আধিকারিকরাই এবার মানিকবাবুর এই সময়কার চাকরিকালীন সময়ের কেনাকাটায় তদন্ত দাবি করেছেন। তবে সেই তদন্ত দলকেও তিনি ম্যানেজ করে ফেলেন কিনা তা নিয়ে অবশ্য নানা জল্পনা ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে।

দুর্গাবাড়িতে ঐতিহ্য মেনে শুরু হলো কাত্যায়নী পুজো, বুধবার দেবীবোধনের মধ্য দিয়েই শুরু হলো পূজার্চনা। ছবি — নিজস্ব।

বৃষকেতু কোন্ দলের বিধায়ক?

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ নভেম্বর ।। আইপিএফটি ছেড়ে তিপ্রা মথায় যোগ দিয়েছেন বৃষকেতু দেববর্মা। বিধায়ক পদে ইস্তফাও দিয়েছেন। কিন্তু এখনও তিনি বিধায়ক। এবার ব্রহ্মকুণ্ড মেলার সরকারি অনুষ্ঠানে অতিথি তিনি। বিধায়ক বৃষকেতু দেববর্মা উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানের সভাপতি। তাহলে বৃষকেতু দেববর্মা এখন কোন্ দলের বিধায়ক? ব্রহ্মকুণ্ড মেলার আয়োজনের উদ্‌বোধনী পর্বে সভাপতি বৃষকেতু দেববর্মা। ব্রহ্মকুন্ড মেলা কমিটির আহ্বায়ক সুভাষ দত্ত যে আমন্ত্রণ পত্র পাঠিয়েছেন সেখানে উল্লেখ আছে বিধায়ক বৃষকেতু দেববর্মা। বৃষকেতু দেববর্মা যে এখনও বিধায়ক হিসেবে আছেন তা বিধানসভার তথ্যও বলছে। কিন্তু কিছুদিন আগে অনুষ্ঠিত বিধানসভার অধিবেশনে যোগ দেননি বৃষকেতু দেববর্মা। কারণ তিনি জানিয়েছেন, বিধানসভার বিধায়কের পদ থেকে তিনি ইস্তফা দিয়েছেন। তবে তিনি যে পদ্ধতিতে ইস্তফাপত্র দিয়েছেন তাতে বিধানসভা তৎকালীন অধ্যক্ষ রেবতী মোহন দাস সন্তুষ্ট হতে পারেনি। কিন্তু বৃষকেতু দেববর্মা ইস্তফাপত্র দেওয়ার পরই 'অযোগ্য' বিধায়ক হিসেবে বৃষকেতু দেববর্মাকে ঘোষণা করতে তৎকালীন বিধানসভার অধ্যক্ষ রেবতী মোহন দাসকে চিঠি লিখেছিলেন আইপিএফটি'র সুপ্রিমো এনসি দেববর্মা। তা নিয়ে অনেক কিছু হয়েছে। নোটিশ পাঠানো হয়েছে। কিন্তু বৃষকেতু দেববর্মা অসুস্থ থাকায় সশরীরে নোটিশের জবাব দিতে পারেননি। এই সময়ের মধ্যে অধ্যক্ষও পরিবর্তন হলো। বৃষকেতু দেববর্মার বিষয়টি একপ্রকার চাপা পড়ে গেলো। আইপিএফটি বিধায়ক পদে বৃষকেতু দেববর্মা ইস্তফা দেওয়ার পর তিনি যোগ দিয়েছেন তিপ্রা মথায়। তাহলে বৃষকেতু দেববর্মা এখন কোন্ দলের বিধায়ক? এই সময়ের মধ্যে বিধায়ক আশিস দাস বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন। তাকেও 'অযোগ্য' বিধায়ক হিসেবে ঘোষণা করতে বিধানসভার বর্তমান অধ্যক্ষকেও চিঠি দেওয়া হয়েছে শাসকদলের বিধায়কদের তরফে। এই বিষয়টিও এখন চাপা রয়েছে। বিধানসভার একটি সূত্র দাবি করেছে, যেহেতু একই ইস্যুতে বৃষকেতু দেববর্মার বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি তাই বিধায়ক আশিস দাসের বিষয়টিও খুব ভেবে চিন্তে দেখা হচ্ছে। আইনি জটিলতার বিষয়ে আটকে থাকতে পারে অনেক কিছু। তাছাড়া বিধায়ক আশিস দাস এখনও বিধায়ক হিসেবে আছেন। তিনি এখন তৃণমূলের। কিন্তু প্রশ্ন একটাই বৃষকেতু দেববর্মা তিনি কোন দলের? আইপিএফটি ছেড়ে তিপ্রা মথায় যোগ দিয়েছেন। এখন সরকারি অনুষ্ঠানের অতিথি তিনি। উদ্‌বোধনী পর্বের সভাপতি বিধায়ক বৃষকেতু দেববর্মা। ব্রহ্মকুণ্ড মেলায় যাবেন কি যাবেন না সেটা আর কয়েক ঘণ্টা পর পরিষ্কার হবে। কিন্তু বৃষকেতু দেববর্মা সরকারি অনুষ্ঠানে বিধায়ক হিসেবে আমন্ত্রিত। তার বিধায়ক পদ এখনও বহাল আছে তা জানিয়েছে বিধানসভা। বুধবার বিধানসভার সূত্রটি দাবি করেছে, আগামী কয়েকদিন পর দু'টি বিষয় নিয়েই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত আছে। কিন্তু কি সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে? সুরমা কেন্দ্রের বিধায়ক আশিস দাসকে নিয়ে বিজেপি দলের তরফে কী অবস্থান নেওয়া হয়েছে তা অবশ্যই দলের অভ্যন্তরীণ বিষয়। পুর সংস্থার নির্বাচনের প্রচারে আশিস দাসকে তৃণমূলের হয়ে অংশ নিতে দেখা যাচ্ছে। শাসকদলের বিধায়ক একমাত্র আশিস দাসই সরাসরি তৃণমূলের প্রচারে থাকলেও আরও কয়েকজনকে নিয়ে সন্দেহ আছে খোদ বিজেপি দলের। তবে বিধায়ক আশিস দাসের বিধায়ক পদ খারিজ হলে বিধায়ক বৃষকেতু দেববর্মার বিধায়ক পদ কেন খারিজ হবে না এমন প্রশ্ন উঠতে পারে। এই ক্ষেত্রে বৃষকেতু দেববর্মা নিজে ইস্তফাপত্র দিয়েছেন। প্রথমে সামাজিক মাধ্যমে, পরে সশরীরে। কিন্তু মাঝে পদ্ধতিগত ত্রুটি থাকায় এখনও সমস্যার সমাধান হয়নি। সামাজিক মাধ্যমে ইস্তফাপত্র পাঠানোর পর তৎকালীন বিধানসভার অধ্যক্ষ রেবতী মোহন দাস বৃষকেতু দেববর্মাকে সশরীরে ইস্তফাপত্র দিতে বলেছিলেন। তিপ্রা মথার প্রদ্যোত কিশোর দেববমাকে সাথে নিয়ে বৃষকেতু দেববর্মা ইস্তফাপত্র সশরীরে দিলেও তিনি সেই সময় অধ্যক্ষকে বলেছিলেন যেদিন সামাজিক মাধ্যমে ইস্তফাপত্র পাঠিয়েছেন সেদিন থেকে যেন এটি গৃহীত হয়। কিন্তু অধ্যক্ষ বলেছেন, যেদিন তিনি সশরীরে ইস্তফাপত্র দিয়েছেন এই তারিখ থেকেই তা গৃহীত হবে। কিন্তু তা মানতে নারাজ ছিলেন বৃষকেতু দেববর্মা। তারপর এনসি দেববর্মার চিঠি, অধ্যক্ষ পদে পরিবর্তন। সর্বপরি বিধায়ক আশিস দাসের দলত্যাগ ইস্যুতে এখন বিধানসভার অভ্যন্তরে দুই বিধায়কের 'বিষয়'টি জোর চর্চা ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের মধ্যেই আছে। সিদ্ধান্ত এখনও কার্যকর হয়নি। অধ্যক্ষ রতন চক্রবর্তী অবশ্য জানিয়েছেন, এই দুটো বিষয়ে তিনি কিছুদিনের মধ্যেই বিধানসভার সিদ্ধান্তের কথা জানাবেন।

সন্তর্পণে পদক্ষেপ

এমজি বাজারে মহোৎসব

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ নভেম্বর ।। মহারাজগঞ্জ বাজারের আগরতলা ব্যবসায়ীবৃন্দের উৎসব কমিটির উদ্যোগে শ্রীশ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মহোৎসব চলছে। শুক্রবার ১৯ নভেম্বর পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণের রাসলীলা অনুষ্ঠিত হবে এই মহোৎসবে। ১ নভেম্বর থেকে এই মহোৎসব শুরু হয়েছে। শুক্রবার দুপুর ১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হবে। শনিবার অনুষ্ঠিত হবে হরিনাম সংকীর্তন-সহ নগর পরিক্রমা। সন্ধ্যা ৬ টায় প্রীতি সম্মেলন। ২১ নভেম্বর ভগবত পাঠ শুরু হবে। উৎসব কমিটির তরফে খোকন সাহা ৬৩ তম বর্ষে এই মহোৎসবে সকলের উপস্থিতি কামনা করেছেন।

নিম্বার্ক দর্শন ও বিশ্বশান্তি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ নভেম্বর ।। ১৮ ও ১৯ নভেম্বর স্বামী ধনঞ্জয় দাস কাঠিয়া বাবা মিশন কলেজের প্রস্তাবিত জায়গায় অনুষ্ঠিত হবে দু'দিন ব্যাপী কর্মসূচি। পশ্চিম ভুবনবন মধ্যপাড়া এলাকায় 'নিম্বার্ক দর্শন ও বিশ্বশান্তি' জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। জগদ্‌গুরু নিম্বার্ক আচার্যের ৫ হাজার ১১৭তম জন্মজয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার দু'দিন ব্যাপী এই আয়োজনে সকলের উপস্থিতি কামনা করেছেন বিশ্ব নিম্বার্ক পরিষদের সাংগঠনিক সম্পাদক সুজিত রায়। এই পর্বে থাকবে বিশ্বশান্তি যজ্ঞ, স্বাস্থ্য শিবির, প্রদর্শনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে রাজ্যে এসেছেন বিশ্ব নিম্বার্ক পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা ড. বৃন্দাবন বিহারী দাস কাঠিয়া বাবা মহারাজ।

সিদ্ধান্ত মানতে নারাজ টিজিটিএ

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ১৭ নভেম্বর ।। বুধবার সকালে আগরতলা থেকে প্রকাশিত বেশ কয়েকটি প্রভাতী সংবাদপত্রের একটি বিশেষ সংবাদের প্রতি ত্রিপুরা সরকারি শিক্ষক সমিতি (এইচবি রোড)-এর সম্পাদকমণ্ডলীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। এই খবরটির মূল বক্তব্য ছিল, রাজ্য মন্ত্রিসভা দেশ-বিদেশের ১৬টি এনজিও-কে রাজ্যের শিক্ষা পরিকাঠামো এবং শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য কাজ করতে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। দেশ, বিদেশের ২৯টি নামি এনজিও এ ব্যাপারে আবেদন জানিয়েছিল। তার মধ্যে থেকে রাজ্য সরকার বাছাই করে ১৬টি এনজিও-কে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। আরো বলা হয়েছে এর জন্য রাজ্য সরকার কোনোরকম আর্থিক দায়ভার নেবে না। সমিতি মনে করে, সংবিধানে লিখিত শিক্ষার অধিকার আইনে সবার জন্য গুণমানের শিক্ষার ব্যবস্থা করার যে দায়িত্ব কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের উপর বর্তিত হয়েছে, রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তের ফলে রাজ্য সরকার সেই দায়িত্বকে অস্বীকার করছেন। শিক্ষার পরিকাঠামো ও মানোন্নয়ন-সহ সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থাকেই সরাসরি বেসরকারি হাতে তুলে দেবার পথে এটা একটা সুদূরপ্রসারী পদক্ষেপ। সমিতি তাই এর তীব্র বিরোধীতা করছে। ইদানীং দেখা যাছে রাজ্য শিক্ষা দফতর বিভিন্ন নামে, বিভিন্ন কাজের কথা বলে রাজ্যের শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন অ্যাপ তাদের মোবাইলে ডাউনলোড করতে আদেশ দিচ্ছে। একই সাথে প্রতিনিয়ত কে কে এই অ্যাপগুলি ডাউনলোড করেছে তার হিসাব দেবার জন্য বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিচ্ছে। সমিতি-সহ সকলে জানে যে, এই ধরণের অ্যাপ প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলি অ্যাপ ব্যবহারকারীদের ব্যক্তিগত তথ্য সব এক্সেস করতে পারে। এমনকী বেতন ভাতা দেবার জন্য ট্রেজারি প্রত্যেক শিক্ষক কর্মচারীদের যে ব্যক্তিগত কোড নম্বর দিয়েছে, সেই কোড নম্বর দিয়ে একটি অ্যাপে নাম রেজিস্টার করতে বাধ্য করা হচ্ছে শিক্ষকদের। অর্থাৎ শিক্ষকদের বেতন ভাতা-সহ সমস্ত একান্ত ব্যক্তিগত তথ্য অ্যাপ প্রস্তুতকারকদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। এতে শিক্ষার বেসরকারিকরণের পাশাপাশি শিক্ষক-শিক্ষিকাদের চাকুরির নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবার সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। ৩১০০টি প্রাথমিক শিক্ষকের পদ বিলুপ্তি, ৮ শতাধিক বিদ্যালয় বন্ধ এবং সরকারি স্কুলকে বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়া, ১০৩২৩ জন শিক্ষকের চাকুরিচ্যুতির পর শিক্ষক স্বল্পতা মেটাতে বাস্তবোচিত ভূমিকার অভাব প্রভৃতি কারণে শিক্ষার উন্নয়নের প্রতি রাজ্য সরকারের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় প্রতিনিয়ত পাওয়া যাচ্ছে। সমিতি তাই জোরালো ভাবে দাবি জানাচ্ছে, রাজ্য শিক্ষা দফতর কর্তৃক গৃহিত এধরণের সিদ্ধান্তসমূহ অনতিবিলম্বে বাতিল করার জন্য। টিজিটিএ'র এইচ বি রোড প্রচার সম্পাদক ভাস্কর জ্যোতি মহালনবীশ এক বিবৃতিতে এই সংবাদ জানান।

আজ রাতের ওষুধের দোকান
নর্থ ইস্টার্ন হাউজ
৯৮৬৩৮৫৫৮৮৮

শোকসভা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ১৭ নভেম্বর।। প্রয়াত সিপিআইএম নেতা আব্দুল জলিলের শোকসভা অনুষ্ঠিত হয় চুরাইবাড়ি কমিউনিটি হলে। উল্লেখ্য, গত ১০ নভেম্বর মঙ্গলবার রাত দশটা নাগাদ চুরাইবাড়িস্থিত নিজ বাসভবনে সিপিআইএম নেতা আব্দুল জলিল হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হন। রাতেই তাকে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কিন্তু কয়েক ঘণ্টার চিকিৎসার পর রাত ১টা ১০ মিনিট নাগাদ তিনি মৃত্যুর কাছে হার মানেন। বুধবার চুরাইবাড়ি কমিউনিটি হলে সিপিআইএম চুরাইবাড়ি অঞ্চলের উদ্যোগে ও ধর্মনগর মহকুমা কমিটির সহযোগিতায় প্রয়াত নেতা আব্দুল জলিলের এক শোকসভা পালন করা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক ইসলাম উদ্দিন, অভিজিৎ দে, আব্দুল কালাম, মহিতোষ চক্রবর্তী-সহ অন্যান্যরা।

ভোটে ছুটি

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ১৭ নভেম্বর।। জন প্রতিনিধির আইন ১৯৫১-এর ১৩৫ খ ধারায় প্রাপ্ত ক্ষমতাবলে রাজ্যপাল আগামী ২৫ নভেম্বর, ২০২১ যে সব পুর এলাকায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে সেসব এলাকায় সমস্ত সরকারি অফিস, আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে বলে ঘোষণা করেছেন। সে সমস্ত এলাকায় সরকার অধিগৃহীত শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং কারখানা আইন ১৯৪৮ এর আওতাধীন সমস্ত প্রতিষ্ঠান এবং সরকারি ও অন্যান্য ব্যবসায়িক সংস্থায় কর্মরত সমস্ত দিন মজুর/কর্মীদের জন্য সেদিনটি সবেতন ছুটি বলে গণ্য হবে। যেসমস্ত কর্মী সংশ্লিষ্ট পুর এলাকার নির্বাচক হলেও পুর এলাকার বাইরে কর্মরত রয়েছেন তারা ভোটদানের জন্য বিশেষ আকস্মিক ছুটি পাবেন। ত্রিপুরা সরকারের সাধারণ প্রশাসন দফতরের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ সংবাদ জানানো হয়েছে।

ডেপুটেশন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ নভেম্বর ।। উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের প্রাপ্য সমস্ত প্রকারের স্টাইপেন্ড অনতিবিলম্বে মিটিয়ে দেওয়া, হাউস রেন্ট প্রদানে টালবাহানা বন্ধ করা, পেশাদারী কোর্সে ভর্তির বিষয়ে দফতরের কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ। এই তিন দফা দাবিকে সামনে রেখে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। ভারতের ছাত্র ফেডারেশন ও উপজাতি ছাত্র ইউনিয়নের তরফে উপজাতি কল্যাণ দফতরের অধিকর্তার উদ্দেশ্যে এই স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে।

আক্রান্ত বাম, তৃণমূল প্রার্থী

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ নভেম্বর।। শাসক দলের বিধায়ক সুরজিৎ দত্ত'র হুমকির পরই আক্রান্ত হলেন বাম এবং তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী। বামপ্রার্থীর বাড়িতে দুটি বোমা নিক্ষেপ করা হয়েছে। ৩৫ নং ওয়ার্ডের তৃণমূল প্রার্থীর উপর আক্রমণ করা হয়েছে। এই ঘটনায় থানায় অভিযোগ জমা পড়েছে। গত ১৪ নভেম্বর রামনগরে বিধায়ক সুরজিৎ দত্ত ক্ষমতা দখল করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এরপর থেকে বিরোধী দলের প্রার্থীরা আক্রান্ত হচ্ছেন বলে অভিযোগ। মঙ্গলবার গভীর রাতে পুরনিগমের ৯ নং ওয়ার্ডের সিপিএম প্রার্থী নেপাল মজুমদারের বাড়িতে দুটি বোমা নিক্ষেপ করা হয়। বিকট আওয়াজে কেঁপে উঠে আশপাশের ঘরগুলি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় পুলিশ। নেপালের দাবি, বাইকে চেপে এসে দুই যুবক বোমা ফেলে পালিয়ে যায়। এদিকে, ৩৫ নং ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী জাহানারা বেগম বুধবার বাড়ি বাড়ি প্রচারে বেরিয়েছিলেন। তার অভিযোগ, বিজেপির আশ্রিত দুর্বৃত্তরা বাইকে এসে তাকে খুন করার হুমকি দিয়ে যায়। তার ছেলে মামন খান তৃণমূল কংগ্রেসের স্টিয়ারিং কমিটির সদস্য। তিনি এই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়েছে। দুটি ঘটনাতে পুলিশ কাউকেই গ্রেফতার করেনি বলে অভিযোগ। একই সঙ্গে বিরোধী দলগুলির প্রচারসজ্জা নষ্ট করারও দাবি করা হয়েছে।

আজকের দিনটি কেমন যাবে

মেষ : হঠাৎ পরিবর্তন। কর্মে কোন সুখবরে উৎসাহিত হতে পারেন। বিশিষ্টজনের সহায়তা পেলেও শত্রুপক্ষ প্রবল হতে পারে। তবে সংযম ও বুদ্ধির দ্বারা শত্রুকে পরাস্ত করে নিজের লক্ষ্যে পৌঁছে যাবেন। তবে চলাফেরায় সতর্কতা দরকার।

বৃষ : দিনটিতে নিজের গুণে সম্মান লাভ। সংস্থাগত পরিবর্তনের শুভ ইঙ্গিত। বন্ধুজনের বিরূপতা। নানাভাবে মানসিক চাপ। মনের দীর্ঘদিনের আশা পূরণ হবার যোগ আছে। নিজের শরীর সম্পর্কে সচেতনতা আবশ্যক।

মিথুন : ছলচাতুরি ও ক্রোধ ক্ষতির কারণ হবে। অন্যের প্রতি বিদ্বেষের মনোভাব ও চিত্তের উদ্বিগ্নতা দেখা দিতে পারে। কোন নিকট আত্মীয় বিষয়ে দুর্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে অশান্তি, বন্ধুবিচ্ছেদ ও মানসিক অস্থিরতা বৃদ্ধি।

কর্কট : নতুন সম্পত্তি ক্রয়ের যোগ। কর্মক্ষেত্রে নতুন যোগাযোগ। হঠাৎ কোন সুসংবাদ ও আর্থিক উন্নতি। প্রেমে বাধা। স্বজনবিরোধ। অর্থ ক্ষতির যোগ আছে। বাক্‌সংযমের প্রয়োজন। স্বাস্থ্য মধ্যম যাবে।

সিংহ : আয় হলেও ব্যয়বৃদ্ধির যোগ। পুরনো সমস্যার সমাধান। রাগ-জেদ বৃদ্ধিতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অপমান, অপবাদ। কর্মস্থলে শান্তি বিঘ্নিত হবে। মানসিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পাবে। হঠকারি সিদ্ধান্ত ক্ষতির কারণ হবে।

কন্যা: দিনটি পূর্বের তুলনায় ভালো। বন্ধু বিচ্ছেদ, মায়ের স্বাস্থ্যহানি। মানসিক অস্থিরতা, টেনশন, অতিরিক্ত চিন্তা ও অর্থ ব্যয়, আর্থিক উন্নতি। শরীরের প্রতি যত্নবান হওয়া দরকার। বাধা বিঘ্নের মধ্যে সাফল্য।

তুলা : দিনটিতে বাধা ডিঙিয়ে চলতে হবে। আর্থিক উন্নতির যোগ। সন্তানের সাফল্য, শত্রুতা বৃদ্ধি পাবে। শরীর নিয়ে সমস্যা থাকবে। আর্থিক ভারসাম্য বিঘ্নিত হবার যোগ।

বৃশ্চিক : আঘাতজনিত ব্যাপারে সাবধানতা দরকার। নানাভাবে মানসিক বিপর্যস্ততা। হতাশা বৃদ্ধি ও কর্মে অশান্তি। শরীর ভালো যাবে না। বিশ্বাসে আঘাত। কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ থাকলে দিবাভাগে শেষ করে ফেলা প্রয়োজন। কর্মক্ষেত্রে কোনরকম ঝুঁকি নেওয়া ঠিক হবে না।

ধনু : দিনটিতে ভাগ্যোন্নতির যোগ আঝে। আর্থিক উন্নতি। শিক্ষায় সাফল্য। কর্মক্ষেত্রে অশান্তি ও মানসিক অস্থিরতা। অপমান-অপবাদের যোগ। সম্পত্তি সংক্রান্ত ব্যাপারে ঝামেলা, ধন ক্ষতি। ব্যথা-বেদনা, আঘাতজনিত ব্যাপারে সচেতনতা প্রয়োজন।

মকর : জটিল সমস্যা-সমাধানের যোগ। আঘাতজনিত ব্যাপারে সমস্যার যোগ। আর্থিক উন্নতি। শরীর নিয়ে সমস্যা কিছুটা থাকবে। হঠাৎ প্রাপ্তির যোগ আছে।

কুম্ভ : কর্মক্ষেত্রে সাফল্যের যোগ। স্বজনবিরোধ। আর্থিক উন্নতির যোগ। সন্তানলাভের যোগ আছে। শত্রুরা পরাস্ত হবে। শরীর নিয়ে কিছু সমস্যা আসবে। আইনের ঝামেলা থেকে যত দূর পারেন থাকার চেষ্টা করবেন নতুবা জড়িয়ে পড়তে পারেন।

মীন : আর্থিক উন্নতির যোগ আছে। স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা করা দরকার। কর্মক্ষেত্রে শান্তি বিঘ্নিত হবে না। গুপ্ত শত্রুর দ্বারা অপমান, অপরাধ নানা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ার যোগ আছে। নানা বাধা-বিচ্ছেদের মধ্যে দিয়ে চলতে হবে। গুরুস্থানীয় ব্যক্তির স্বাস্থ্যহানির যোগ আছে।

পোলিং এজেন্টদের নিরাপত্তা চাইলো বামেরা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ নভেম্বর ।। পুর সংস্থার নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণার পর থেকে এখন পর্যন্ত লাগামহীন সন্ত্রাস চলছে বলে অভিযোগ বামফ্রন্টের। প্রার্থীদের উপর আক্রমণ, প্রচারে বাধা ইত্যাদি অনেকগুলো অভিযোগ নিয়ে এবার সরাসরি রাজ্য নির্বাচন কমিশনারের সাথে দেখা করলেন বামফ্রন্টের এক প্রতিনিধি দল। বামফ্রন্ট আহ্বায়ক নারায়ণ কর, সিপিএম রাজ্য সম্পাদক জিতেন চৌধুরী ছাড়াও ফ্রন্টের শরিক দলের নেতৃত্ব প্রতিনিধি দলে ছিলেন। গোটা বিষয়গুলো নিয়ে দশরথ দেব ভবনে আহূত এক সাংবাদিক সম্মেলনে বামফ্রন্ট আহ্বায়ক নারায়ণ কর বলেন, পরিস্থিতি তুলে ধরতে মাত্র ১০ মিনিটের সময়ে রাজ্য নির্বাচন কমিশনার এমএল দে'র কাছে বাস্তব তথ্য তুলে ধরেছেন। পরে লিখিতভাবে বক্তব্য রাজ্যের নির্বাচন কমিশনারের উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়েছে। বামেদের দাবি অবাধ শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন সম্পন্ন করা। কিন্তু কোথাও কোথাও পরিস্থিতি ঘোলাটে করা হয়েছে। আরও অফিসকে ঘেরাও করে রাখায় ৭টি জায়গায় বামেরা প্রার্থী দিতে পারেনি। তাছাড়া প্রার্থীদের উপর আক্রমণের ফলে প্রচার করা যাচ্ছে না। হাঙ্গামাই শুধু নয়, প্রাণনাশেরও হুমকি দেওয়া হচ্ছে প্রার্থী ও প্রস্তাবকদের। বেশ কয়েকজন প্রার্থীকে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য করা হয়েছে। কয়েকজন জেলাশাসক তাতে সহযোগিতা করেছেন। কিন্তু সহযোগিতা করেনি পুলিশ সুপার। এফআইআর করার পরও পুলিশ ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। পর্যায়ক্রমে ঘটে যাওয়া ঘটনার বিবরণ তুলে ধরেছে বামেরা। ধর্মনগর রিটার্নিং অফিসারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করে এখনই তাকে নির্বাচনের কাজ থেকে অব্যাহতি দেওয়ার দাবি করেছে বামফ্রন্ট। প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে অন্যান্য মন্ত্রীরা যেভাবে প্রকল্পের সূচনা করে প্রচারের আলোয় নিয়ে এসেছে তা নির্বাচনি আচরণবিধি লঙ্ঘন করা হয়েছে বলে রাজ্য নির্বাচন কমিশনারের কাছে অভিযোগ জানিয়েছে বামফ্রন্ট। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে নারায়ণ কর বলেন, শুধু বামফ্রন্ট নয় বিরোধী দলগুলোর প্রচারসজ্জা নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। সুষ্ঠু অবাধ নির্বাচনের পরিবেশ নেই। পোলিং এজেন্টরা ভোট কেন্দ্রে যেতে পারবেন কিনা আশঙ্কা প্রকাশ করে নারায়ণ কর বলেছেন, তাদের কাছে খবর আছে শাসকদলের দুর্বৃত্ত বাহিনী পোলিং এজেন্টদের ভোট কেন্দ্রে যেতে দেবে না। তাই পোলিং এজেন্টদের নিরাপত্তা চাওয়া হয়েছে। ওয়েব কাস্টিংয়ের ব্যবস্থা করার দাবি করেছে বামেরা। নারায়ণ কর জানান, নির্বাচন কমিশন জানিয়েছেন, বিষয়টি তারা বিবেচনা করে দেখবেন। কিন্তু ওয়েব কাস্টিং না থাকলে অর্থাৎ গণনা কেন্দ্রে সিসি ক্যামেরা না থাকলে, ভিডিওগ্রাফি না করা হলে সমস্যা হবে। বিরোধী এজেন্টদের বুথে যেতে দেবে না এমন হুমকি দেওয়া হচ্ছে। এই বিষয়টি তুলে ধরছেন নারায়ণ কর। তাছাড়া প্রধানমন্ত্রী যে ঘোষণা দিয়েছে কিংবা প্রকল্পের সুযোগ দিয়েছেন কিংবা মন্ত্রিসভায় নিয়োগের সিদ্ধান্তের কথা জানানো হচ্ছে এগুলোকে ঘুস ছাড়া আর কিছু বলতে নারাজ বামফ্রন্ট প্রতিনিধিরা। রামনগর বিধানসভার বিধায়ক মুখ্যমন্ত্রীকে পাশে বসিয়ে যে হুমকি দিয়েছে এই বিষয়টিও নির্বাচন কমিশনারের কাছে তুলে ধরা হয়েছে। প্রার্থী সহ পোলিং এজেন্টদের নিরাপত্তা চেয়েছে বামেরা। জিতেন চৌধুরী বলেন, নির্বাচন কমিশন গঠিত হওয়ার পর নিরপেক্ষ আম্পায়ারের ভূমিকা পালন করে আসছিল। কিন্তু ২০১৮ সালের পর এই কমিশন এবং কমিশনের সাথে যুক্ত আধিকারিকরা সঠিক দায়িত্ব পালন করেনি। যে ১৩টি জায়গায় ভোট হচ্ছে সেখানে পুলিশের কড়া নজরদারির দাবি করেছেন তিনি। জিতেন চৌধুরী বলেন, সারা দেশের গর্বের জায়গা পিএমও। কিন্তু এটাকেও অপব্যবহার করা হলো। সার্বিক বিষয়গুলো তুলে ধরে জিতেন চৌধুরী বলেন, পোলিং এজেন্টদের নিরাপত্তা দেওয়া দরকার। বাইক বাহিনীর তাণ্ডব বন্ধ করতে হবে। বিরোধীদের প্রচারে সুযোগ দিতে হবে। ভোটের ৪৮ ঘণ্টা আগে থেকে বহিরাগতদের নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। পোলিং এজেন্টরা যাতে নিরাপদে ভোট কেন্দ্রে যেতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। ইভিএম'র সুরক্ষায় ভোট দান করার ব্যবস্থা-সহ ৮টি দাবিকে রাজ্যে নির্বাচন কমিশনারের উদ্দেশ্যে তুলে ধরেছে বামেরা। ২০১৮ সালের পর যতগুলো নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে সবকটি নির্বাচনেই বিরোধীদের উপর চাপ সৃষ্টি করা হলো। প্রকৃত বিষয়গুলো তুলে ধরে নির্বাচন কমিশনারের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো বামফ্রন্ট। তবে ওয়েব কাস্টিংয়ের দাবি পূরণ হবে কিনা সেটা সময়ই বলবে।

ভাঙচুর বিজেপি অফিসে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ নভেম্বর ।। পুর এবং নগর নির্বাচনে বিরোধীরা প্রত্যেকদিনই আক্রান্ত হওয়ার অভিযোগ তুলছে। এনিয়ে রাজ্যের নির্বাচন কমিশনার এবং পুলিশের কাছে প্রায় প্রত্যেকদিনই অভিযোগ জমা পড়ছে। কিন্তু এবার বিজেপির বুথ অফিসে ভাঙচুরের অভিযোগ করার পর থেকে পাল্টা গুঞ্জন তৈরি হয়ে গেছে। তাহলে কি শাসক দলের রক্তচক্ষু এখন আর ভয় পাচ্ছেন না বিরোধীরা? ৮ সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর থেকে বেশ কিছুদিন বিরোধীরা প্রায় সব ধরনের আক্রমণাত্মক আন্দোলন কর্মসূচি বন্ধ রেখেছিল। আগরতলায়ও প্রার্থী দেওয়া থেকে শুরু করে প্রচার নিয়ে প্রত্যেকদিন সিপিএম, তৃণমূল কংগ্রেস এমনকী কংগ্রেস পর্যন্ত অভিযোগ তুলছেন শাসক দল বিজেপির বিরুদ্ধে। অথচ এই দফায় উল্টো হয়েছে দশমীঘাট পুর নিগমের ৩৬ নং ওয়ার্ড এলাকায়। মঙ্গলবার গভীর রাতে বিজেপির ৩২নং বুথ অফিসটি ভাঙচুর করা হয়। বুধবার সকালে বিজেপি কর্মীদের এই ঘটনা নজরে আসে। খবর পেয়ে ছুটে আসেন ওয়ার্ডের বিজেপি প্রার্থীও। তারা বটতলা ফাঁড়িতে অভিযোগ করেছেন। শাসক দলের বুথ অফিস ভাঙচুর-সহ প্রচারসজ্জা নষ্ট করা রাজ্যে সম্প্রতি সময়ে তেমনভাবে দেখা যায়নি। এই ঘটনার পর অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন, তাহলে কি পাল্টা আক্রমণ শুরু হয়ে গেছে?

প্রতিবাদী কলম
খবর নয়, যেন বিস্ফোরণ
7085917851

বিদ্যুৎ নিগম সংঘের কমিটি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ নভেম্বর ।। ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম ওয়ার্কার্স এমপ্লয়িজ সংঘের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠক থেকে যোগেন্দ্রনগর সাব ডিভিশনাল কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির সভাপতি হলেন বিপ্লব

যান সন্ত্রাসের বলি বৃদ্ধা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বক্সনগর, ১৭ নভেম্বর।। ৬০ বছরের ফুলন রানি দেব এদিন বিকেলে চিকিৎসকের চেম্বারের উদ্দেশে আসছিলেন। কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন তার শরীরে রক্তচাপ বেড়ে গেছে। কিন্তু তার স্বাভাবিক অবস্থায় চিকিৎসকের কাছে আর যাওয়া হয়নি। মর্মান্তিক এক দুর্ঘটনার শিকার হওয়ায় রক্তাক্ত অবস্থায় ফুলন রানি দেবকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়। বক্সনগর হাসপাতাল থেকে তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় রেফার করা হয় জিবি হাসপাতালে। জিবি হাসপাতালে আনার পরও তিনি জীবিত ছিলেন। কিন্তু ট্রমা সেন্টারে ভর্তি করানোর ১০ মিনিট পরেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন ওই মহিলা। বুধবার বিকেলে সাড়ে চারটা নাগাদ বক্সনগর চৌমুহনি এলাকার বাসিন্দা দীপক চন্দ্র দেবের স্ত্রী ফুলন রানি দেব পায়ে হেঁটে চিকিৎসকের চেম্বারে যাচ্ছিলেন। কিছু দূর আসার পরই বিশালগড়ের দিক থেকে আসা টিআর০৭-৬৬৫০ নম্বরের একটি বাইক তাকে ধাক্কা দেয়। বাইকের ধাক্কায় ওই মহিলা রাস্তায় ছিটকে পড়েন। প্রত্যক্ষদর্শীদের কথা অনুযায়ী মহিলার মাথার পেছনে আঘাত লেগেছিল। যার ফলে ঘটনাস্থলেই তার শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক হয়ে পড়ে। তড়িঘড়ি বক্সনগর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর মহিলাকে রেফার করা হয় জিবি হাসপাতালে। কিন্তু জিবি হাসপাতালে নেওয়ার পরও মহিলার প্রাণ রক্ষা করা যায়নি। এদিকে ঘাতক বাইকটি পুলিশ আটক করেছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিযোগ, ওই বাইকের মালিক নয়নজলার লতিফ মিয়ার জামাতা রাজু মিয়া। তিনি নিজেই বাইক চালিয়ে বক্সনগরের দিকে আসছিলেন। এখন প্রশ্ন উঠছে এই মৃত্যুর জন্য দায়ী কে? এলাকাবাসীর কথা অনুযায়ী হয়তো বাইক চালক অসতর্ক ছিলেন। পাশাপাশি তারা অভিযোগ করেন, দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণের মত বক্সনগরে পুলিশের কোন ব্যবস্থা নেই। এদিকে, নিহত ফুলন রানি দেবের পরিজনরা এই ঘটনায় কান্নায় ভেঙে পড়েন। তার পরিবারে দুই ছেলে ও এক কন্যাসন্তান আছে। বৃদ্ধার মৃতদেহ এদিন রাতে জিবি হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। বৃহস্পতিবার ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহ পরিজনদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

অভিযুক্ত গ্রেফতার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ১৭ নভেম্বর।। ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার এক চা-বাগান শ্রমিক। অভিযুক্তের নাম সঞ্জু তাঁতি। তার বিরুদ্ধে কল্যাণপুর থানায় মামলা দায়ের করেছেন এক মহিলা। তার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার নম্বর ১১০/২১। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৬ / ৩২৫/ ৩৪২ ধারায় মামলা রুজু হয়। নির্যাতিতার কথা অনুযায়ী গত ১০ এপ্রিল সঞ্জু তাঁতি তাকে অপহরণ করে আগরতলায় নিয়ে আসে। বিভিন্ন হোটেল এবং ভাড়া বাড়িতে রেখে তার উপর নির্যাতন চালানো হয়েছিল। দীর্ঘ কয়েক মাস অত্যাচারের পর শেষ পর্যন্ত নির্যাতিতা বাড়ি ফিরে যেতে সক্ষম হন। পরিবারের সদস্যদের সহায়তায় মামলা দায়ের করেন কল্যাণপুর থানায়। পুলিশ তার অভিযোগ মূলে সঞ্জু তাঁতিকে গ্রেফতার করেছে।

সংকটজনক অটো চালক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১৭ নভেম্বর।। রাজ্যে থেমে নেই যান সন্ত্রাস। ট্রাফিক দফতর বিভিন্ন সচেতনতামূলক কর্মসূচি জারি রাখলেও দুর্ঘটনা কমিয়ে আনতে সবাই ব্যর্থ। যে কারণে প্রতিদিন অসংখ্য যান দুর্ঘটনা ঘটছে। বুধবার দুপুরে আরও এক দুর্ঘটনায় একজন অটো চালক গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। তিনি এখন মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছেন হাসপাতালে। ওই চালকের নাম মিটন দাস। আমতলি থানাধীন বাবুল চৌমুহনি এলাকায় এই দুর্ঘটনা। যাত্রীবাহী বাসের সাথে অটোটির মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। যার ফলে অটো চালক মিটন দাস মারাত্মকভাবে জখম হন। তাকে বাধারঘাট ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা উদ্ধার করে হাঁপানিয়া হাসপাতালে নিয়ে আসে। ওই চালকের শারীরিক অবস্থা এখনও আশঙ্কাজনক বলে খবর। এই ঘটনার পর অভিযুক্ত বাস চালক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। তবে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে দুটি গাড়ি আটক করে। স্থানীয়দের অভিযোগ, আমতলি থানা থেকে উত্তমভক্ত চৌমুহনি পর্যন্ত পুলিশ কিংবা ট্রাফিক কর্মীদের একেবারেই দেখা যায় না। যে কারণে যানবাহনগুলি মাত্রাতিরিক্ত গতিতে ছোটাছুটি করে।

বেহাল পরিষেবা, বেতন বঞ্চিত কর্মচারীরা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৭ নভেম্বর।। রাজ্য সরকার রাজ্যের বিদ্যুৎ পরিষেবা উন্নত করার নামে বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থাকে ডেকে দায়িত্ব দিয়েছিল। কিন্তু ওই সব সংস্থা কি ধরনের পরিষেবা প্রদান করতে সক্ষম তা রাজ্যবাসী ইতিমধ্যেই টের পেয়ে গেছে। হয়তো সেই কারণে রাজ্য সরকারও বাকি জায়গাগুলিতে অন্য কোন সংস্থাকে দায়িত্ব দেয়নি। কৈলাসহরের বিদ্যুৎ পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা সাই কম্পিউটারের বিরুদ্ধে প্রথম থেকেই নাগরিকরা ক্ষুব্ধ। এখন ওই সংস্থার কর্মীরাও বিদ্রোহ শুরু করেছে। কারণ, দিনে ১৬ ঘন্টারও বেশি সময় কাজ করেও বেতন মিলছে না। বেতন বঞ্চনার জেরে বুধবার কৈলাসহর সেন্ট্রাল রোডস্থিত বিদ্যুৎ নিগম কার্যালয় তথা সাই কম্পিউটার কার্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে দেয় সংশ্লিষ্টরাই। সকাল ৯টা নাগাদ অফিসে তালা ঝুলানো হয়। রাতে সংবাদ লেখা পর্যন্ত তালা খোলা হয়নি বলে খবর। এই অবস্থায় নাগরিকরাও বেকায়দায় পড়েছেন। কারণ কোন সমস্যা হলে তারা কোথায় গিয়ে অভিযোগ জানাবেন তা ভেবে পাচ্ছেন না। নাগরিকদের অভিযোগ, সাই কম্পিউটারকে দায়িত্ব দেওয়ার পর বিদ্যুৎ পরিষেবা উন্নত হওয়া তো দূরে থাক, বরং তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। বিভিন্ন সময় ভুয়ো বিল ধরিয়ে দেওয়ার বিষয়গুলি সংবাদমাধ্যমে উঠে এসেছিল। এছাড়া পরিষেবা প্রদানেও অসংখ্য গলদ রয়েছে। এখন সাই কম্পিউটারের কর্মীরা বেতন না পেয়ে আন্দোলনে নেমেছেন। দায়িত্ব পেয়ে সাই কম্পিউটার কর্তৃপক্ষ কাজ চালানোর জন্য করণিক থেকে লাইনম্যান এমনকী প্রকৌশলীও নিয়োগ করেছিল। তাদেরকে দিয়ে ১৬ ঘন্টার মত কাজ করানো হয় বলে অভিযোগ। অথচ তাদের স্থির বেতনের টাকা সঠিক সময়ে মিটিয়ে দেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ। গত কয়েক মাস ধরেই তাদেরকে বেতনের জন্য ঘুরতে হচ্ছে। তাই শেষ পর্যন্ত কর্মীরাই অফিসে তালা ঝুলিয়ে দেন। এখন প্রশ্ন উঠছে, কবে নাগাদ অফিসের তালা খুলবে? পাশাপাশি কর্মীদের আন্দোলনের জেরে সাধারণ নাগরিকদের সমস্যায় পড়তে হবে কিনা?

ব্যবসায়ীর হাতে আক্রান্ত স্কুল ছাত্র

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৭ নভেম্বর।। স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে একজন ব্যবসায়ীর হাতে আক্রান্ত হয় ছাত্র কুনাল কুমার জমাতিয়া (১৪)। তার বাবা অজিত কুমার জমাতিয়া বুধবার আরকেপুর থানায় অভিযোগ করেন গত মঙ্গলবার উদয়পুর ডনবস্কো স্কুলের সামনে জনৈক ব্যবসায়ী জীবন দেবনাথ তাকে মারধর করে। আহত অবস্থায় অষ্টম শ্রেণির ছাত্র কুনালকে রাতে উদয়পুরস্থিত গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। তার শারীরিক অবস্থা এখনও গুরুতর বলে জানিয়েছেন ছাত্রের বাবা। তাই তিনি অভিযুক্ত জীবন দেবনাথের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। তবে কি কারণে ওই ছাত্রকে মারধর করা হয়েছে তা জানা যায়নি। অজিত কুমার জমাতিয়া পরিবার নিয়ে গোমতী জেলা হাসপাতালের কোয়ার্টারে থাকেন। তাদের মূল বাড়ি মহারানিতে। ছাত্রের বাবা জানিয়েছেন মারধরের ঘটনাটি ওইদিন অনেকেই দেখেছিলেন। সেই ঘটনার জেরে কুনাল এখন বিছানা থেকে উঠতে পারছে না। তিনি ছেলে আক্রান্ত হওয়ার ঘটনার সুষ্ঠু বিচার চাইছেন।

বাইক চুরি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৭ নভেম্বর।। সরকারি কার্যালয়ও এখন সুরক্ষিত নয়। চোরদের আস্তানা হয়ে দাঁড়িয়েছে এই সকল জায়গাগুলি। এমনিতেই চুরির বাড়বাড়ন্তে নাজেহাল সাধারণ নাগরিকরা। এবার চুরির ঘটনা ঘটল বিশ্রামগঞ্জ কৃষি উপ-অধিকর্তার কার্যালয়ের সামনে। এই অফিসে কর্মরত চতুর্থ শ্রেণির কর্মীর বাইক চুরি করে নিয়ে যায় চোরের দল। আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। জানা যায়, বিশ্রামগঞ্জ করইমুড়া এলাকার অমিত দেববর্মা একমাস আগে ধার-দেনা করে একটি বাইক কেনেন। টিআর০৭এফ৪৬৬৭ বাইকটি অন্যান্য দিনের মতো অফিসের সামনে রেখে অমিত ভেতরে কাজ করছিলেন। দুপুরবেলা অফিস থেকে বেরিয়ে দেখেন বাইকটি অফিসের সামনে নেই। তন্ন তন্ন করে খুঁজেও বাইকটির হদিশ মেলেনি। পরবর্তী সময়ে বিশ্রামগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ করেন তিনি। কয়েকদিন পূর্বেও বিশ্রামগঞ্জ বাজার থেকে বাইক চুরি হয়ে যায়। বুধবার পর্যন্ত পুলিশ বাইক এবং চোরের টিকির নাগালও পায়নি বলে অভিযোগ। দিনদিন বিশ্রামগঞ্জ এলাকায় বাইকের চুরির ঘটনা বাড়লেও পুলিশ সম্পূর্ণ নীরব দর্শক বলে অভিযোগ এলাকাবাসীর।

বাম নেতা ও সমর্থককে খুনের চেষ্টা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৭ নভেম্বর।। ২০১৮ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকে বিলোনিয়ায় বাম নেতা-কর্মীরা বিভিন্নভাবে হামলার শিকার। পুর নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তে বিলোনিয়ায় একের পর এক হামলা সংঘটিত হচ্ছে। মঙ্গলবার আরও একটি ঘটনায় একজন সিপিআইএম নেতা-সহ দু'জন মারাত্মকভাবে জখম হন। তাদেরকে বিলোনিয়া হাসপাতাল থেকে গোমতী জেলা হাসপাতালে রেফার করা হয়। আক্রান্তরা হলেন সিপিআইএম কৃষ্ণনগর অঞ্চল কমিটির সদস্য পরীক্ষিত মিত্র এবং দলীয় সমর্থক কৃষ্ণ ঘোষ। তাদেরকে বিজেপি'র দুষ্কৃতিরা মারধর করেছে বলে সিপিএম নেতারা অভিযোগ করেছেন। তাদের কথা অনুযায়ী মঙ্গলবার বিলোনিয়ায় সিপিআইএম'র উদ্যোগে বামফ্রন্ট প্রার্থীদের জয়ী করার আহ্বানে এক মিছিল সংগঠিত হয়। সেই মিছিল থেকে বাড়ি ফেরার পথে কৃষ্ণনগর অঞ্চল কমিটির সদস্য পরীক্ষিত মিত্রকে রাস্তায় ঘিরে ধরে দুষ্কৃতিরা। তারা জোরপূর্বক পরীক্ষিত মিত্রকে সোনাইবাড়ির দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু গজারিয়া এলাকার মানুষ ঘটনাটি দেখে ফেলে। দুষ্কৃতিরা পরীক্ষিত মিত্রকে প্রচণ্ডভাবে মারধর করে সেখানেই ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। তার বাইকটিও ভাঙচুর করে দুষ্কৃতিরা। অপরদিকে ওই দিনই বাম সমর্থক কৃষ্ণ ঘোষ হরিপুর বাজারে এসেছিলেন তার মায়ের জন্য ওষুধ কিনতে। তখন দুষ্কৃতিরা কৃষ্ণ ঘোষকে টেনে-হেঁচড়ে হরিপুর বাজারে বিজেপি অফিসে নিয়ে যায়। সেখানে তাকে প্রচণ্ডভাবে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। সিপিএম নেতৃত্বের অভিযোগ, ওইদিন দু'জনকেই খুন করার উদ্দেশ্য ছিল বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতিদের। আহত দুই যুবককে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতাল এবং পরে বিলোনিয়া হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। সেখান থেকে তাদের রেফার করা হয় গোমতী জেলা হাসপাতালে। সিপিআইএম নেতৃত্ব জানিয়েছেন, বিলোনিয়ার মণ্ডল সভাপতি-সহ অন্য নেতাদের নির্দেশে সন্ত্রাসের পরিবেশ কায়েম করে রাখা হয়েছে। বিশেষ করে ঋষ্যমুখ, মতাই, নলুয়ার মত এলাকার লোকজন এখন ভীত সন্ত্রস্ত।

বিজেপির বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৭ নভেম্বর।। মনোনয়নপত্র জমা দেবার পর থেকেই শাসক দলের পক্ষ থেকে বামফ্রন্ট মনোনীত প্রার্থীদের ভয়-ভীতি, সন্ত্রাস করা হচ্ছে বলে অভিযোগ সিপিআইএম ঊনকোটি জেলা কমিটির। এদিন ঊনকোটি জেলা কমিটির অফিসে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে সিপিআইএম ঊনকোটি জেলা কমিটির সম্পাদক কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী, কুমারঘাট মহকুমা কমিটির সম্পাদক স্বপন বৈষ্ণব, কৈলাসহর মহকুমা কমিটির সম্পাদক বিশ্বরূপ গোস্বামী, বিধায়ক মবস্বর আলী-সহ অন্যান্যরা বিভিন্ন ঘটনার কথা তুলে ধরেন। কৈলাসহর পুর পরিষদের মোট ১৭টি আসনের মধ্যে ১৭টি আসনেই এবং কুমারঘাট পুর পরিষদের মোট ১৫ টি আসনের মধ্যে ১৫টিতে বামফ্রন্ট মনোনীত প্রার্থীরা নির্বাচনে লড়ছেন। প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পর থেকেই কৈলাসহর পুর পরিষদের বিভিন্ন ওয়ার্ডের সিপিআইএম দলের ফ্ল্যাগ, ফেস্টুন, ব্যানার প্রতিদিন ছিঁড়ে ফেলা হচ্ছে বলে অভিযোগ। অন্যদিকে কুমারঘাট মহকুমা কমিটির সম্পাদক স্বপন বৈষ্ণব বলেন, সিপিআইএম প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পর থেকেই কুমারঘাট পুর পরিষদ এলাকায় শাসক দলের পক্ষ থেকে ভয়-ভীতিও সন্ত্রাস করা হচ্ছে। মনোনয়নপত্র তোলার জন্য প্রার্থীদের ফোন করে প্রাণনাশের হুমকি দেয়া হয়েছিল বলে জানান তিনি। এই পরিস্থিতিতে পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও তারা ক্ষোভ জানিয়েছেন। কারণ প্রতিটি ঘটনার পর পুলিশের সহযোগিতা চাওয়া হলে তারা কিছুই করেননি। একটি ঘটনারও অভিযুক্ত এখনও পর্যন্ত গ্রেফতার হয়নি। বরং ঘটনা বেড়েই চলেছে। এই পরিস্থিতিতে সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন কিভাবে সম্পন্ন হবে তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন সিপিআইএম নেতৃত্ব। তারা পুনরায় প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণের দাবিতে।

ফের হুমকির মুখে বাম প্রার্থী-সহ নেতৃত্ব

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৭ নভেম্বর।। নির্বাচনি প্রচারে বেরিয়ে আবারও হুমকির মুখে পড়লেন বাম প্রার্থী এবং সিপিআইএম নেতৃত্ব। আবারও সেই ঘটনা ধর্মনগরে। পুর পরিষদের ৭নং ওয়ার্ডের বাম প্রার্থী দেবাশিস দেবনাথকে সাথে নিয়ে সিপিআইএম উত্তর জেলা কমিটির সম্পাদক অমিতাভ দত্ত, শ্রীব্রত চক্রবর্তী-সহ অন্য নেতারা পোস্ট অফিস রোড-সহ বাঘাযতীন রোডে বাড়ি বাড়ি প্রচারে বের হন। এ অবস্থায় দুষ্কৃতিরা পেছন থেকে লাঠি নিয়ে প্রচারে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু আরক্ষাকর্মীরা যথেষ্ট দায়িত্বশীল ভূমিকা গ্রহণ করেন। তাই দুষ্কৃতিরা সফল হতে পারেনি। পরবর্তী সময় পুলিশ কর্মীরা সেখান থেকে চলে যান। প্রার্থী ও প্রচার সেরে নিজ বাড়িতে আসেন। কিছু সময় পর দুষ্কৃতিরা প্রার্থীর বাড়ির সামনে জড়ো হয়ে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ এবং আক্রমণের হুমকি দিতে থাকে। সিপিআইএম উত্তর জেলা কমিটির সম্পাদক অমিতাভ দত্ত অভিযোগ করেছেন দুষ্কৃতিরা বিজেপির লোকজন। তিনি আরও বলেন, এই ঘটনা দেখে প্রতিবেশীরা যথেষ্ট ক্ষোভ জানিয়েছেন। প্রতিবেশীরা নাকি বলেছেন, এই ধরনের রাজনৈতিক অপসংস্কৃতি ধর্মনগরে আগে কখনও ছিল না। অমিতাভবাবু আরও বলেন, প্রতিশ্রুতি রূপায়ণে সম্পূর্ণ ব্যর্থ বিজেপি। তাই জনগণের সামনে তারা দাঁড়াতে পারছে না। জনগণের প্রতি বিশ্বাস ও দায়বদ্ধতা নেই। ভোটাতঙ্কে তারা জর্জরিত। তাই বামপন্থীরা বাড়ি বাড়ি প্রচারে গেলেই লাঠি অস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

অল্পেতে রক্ষা পেলেন ডেপুটি আইএস

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৭ নভেম্বর।। যান দুর্ঘটনায় অল্পেতে রক্ষা পেলেন ডেপুটি আইএস জীবন মজুমদার। ঘটনা বুধবার সন্ধ্যায় চড়িলাম রামকৃষ্ণ আশ্রম সংলগ্ন জাতীয় সড়কে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছে, টিআর০৭ই৯৬২৪ নম্বরের বাইক দ্রুতগতিতে এসে বাইসাইকেল আরোহী তথা চড়িলামের ডেপুটি আইএস জীবন মজুমদারকে ধাক্কা দেয়। এতে আঘাতপ্রাপ্ত হন জীবন মজুমদার। বাইকে থাকা দু'জনই জাতীয় সড়কের পাশের ড্রেনে পড়ে যায়। পরবর্তী সময় পথচলতি মানুষদের সাহায্যে তাদের ড্রেন থেকে উদ্ধার করা হয়। দু'জনেই অল্পবিস্তর আহত হয়েছেন বলে জানা যায়। এদিকে যান দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে ট্রাফিক ব্যবস্থার উপর একরাশ ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন সাধারণ নাগরিকরা। এদিনের যান দুর্ঘটনায় অল্পেতে প্রাণ রক্ষা পান ডেপুটি আইএস জীবন মজুমদার।

গৃহবধূকে মারার চেষ্টা!

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কমলাসাগর, ১৭ নভেম্বর।। গৃহবধূকে প্রাণে মারার চেষ্টা করে তার স্বামী। অভিযুক্ত স্বামীর বিরুদ্ধে থানায় মামলা করেছেন নির্যাতিতা স্ত্রী। ঘটনা কমলাসাগর বিধানসভার পান্ডবপুর পঞ্চায়েত এলাকায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, গত ২ বছর পূর্বে আমতলি থানাধীন পান্ডবপুর পঞ্চায়েত এলাকার মেয়ের সামাজিকভাবে বিবাহ হয় বামুটিয়া বিধানসভার বৃন্দা চৌমুহনি এলাকায়। বিয়ের সময় পাত্র পক্ষের তরফ থেকে যতটুকু যৌতুক দাবি করেছিল দিনমজুর পিতা অনেক কষ্ট করে তার একমাত্র কন্যার সুখের কথা মাথায় রেখে চাহিদামত সমস্ত যৌতুক পূরণ করে দিয়েছিলেন। বিয়ের পর কয়েক মাস ভালভাবে চললে ও তারপর থেকেই তাদের সংসারে অশান্তি নেমে আসে। নির্যাতিতার অভিযোগ, তার স্বামী প্রায় সময়ই মদমত্ত অবস্থায় বাড়িতে এসে বেধড়ক মারধর শুরু করে। কখনো বালিশ চাপা দিয়ে মেরে ফেলার চেষ্টা হয়। আবার কখনো শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাত করে। এমনকী গলায় কাপড় জড়িয়ে হত্যার চেষ্টা করে। আরও অভিযোগ, তার শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাত করে প্রাণে মারার চেষ্টা চালায়। তা নিয়ে দফায় দফায় সালিশি সভা হলেও একটিবারের জন্যও শুধরায়নি অভিযুক্ত স্বামী। কিন্তু পূর্বের তুলনায় আরও কয়েকগুণ বেড়ে যায় তাদের সংসারে অশান্তি এবং মারধর। শেষ পর্যন্ত গৃহবধূর পিতা-মাতা সেই খবর শুনে মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে ছুটে গেলে তাদের উপর মারধর চালায় বলে অভিযোগ। পরবর্তী সময় গৃহবধূ যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে বাবার বাড়িতে চলে আসেন এবং অভিযুক্ত স্বামীর বিরুদ্ধে আমতলী থানায় মামলা দায়ের করেন।

রাস উৎসব

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কমলপুর / বক্সনগর, ১৭ নভেম্বর।। কমলপুর মহকুমার বড়লুৎমা ত্রয়ো মন্ডপে তিন দিনব্যাপী বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সম্প্রদায়ের ১২৫তম মহারাস উৎসব ও মেলা শুরু হয়েছে। বুধবার উৎসবের সূচনা করেন মন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব। রাজ্যের পাশাপাশি বহির্রাজ্যের বিভিন্ন স্টল খোলা হয়েছে মেলায়। এছাড়া সরকারি দফতরের ১৮টি স্টলও খোলা হয়। এদিকে, বক্সনগর আর ডি ব্লকের অন্তর্গত কলসীমুড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত রাধা গোবিন্দ সেবা ধাম আশ্রমে প্রতি বছরের ন্যায় এবারও তিন দিনব্যাপী পঞ্চম রাস উৎসবের আয়োজন করা হয়। এই রাস উৎসব ১৭ নভেম্বর থেকে ১৯ নভেম্বর পর্যন্ত চলবে।

৬ জনের মধ্যে ২ জন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ১৭ নভেম্বর।। বিদ্যালয়ে শিক্ষক স্বল্পতা আছে আগে থেকেই। তার উপর ৬ জন শিক্ষকের মধ্যে মাত্র ২ জনকে দেখা গেল বুধবার। সোনামুড়া মহকুমার উরমাই জলধর চৌধুরী পাড়া উচ্চ বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে ১৩০ জন ছাত্রছাত্রী আছে। ওই এলাকার অভিভাবকদের অভিযোগ, শিক্ষকরা নিয়মিত বিদ্যালয়ে আসেন না। সেই অভিযোগের সত্যতা যাচাই করতে গেলে দেখা যায় এদিন মাত্র ২ জন শিক্ষক বিদ্যালয়ে এসেছেন। তারা জানান, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক প্রশাসনিক কাজে জেলাশাসক অফিসে গেছেন। বাকি তিনজন শিক্ষক ছুটিতে আছেন। একই দিনে তিনজন শিক্ষকের অনুপস্থিতিতে পঠনপাঠন কতটা সঠিকভাবে হয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রশ্ন উঠছে এক সাথে তিনজন শিক্ষক কিভাবে ছুটি নিলেন? ছুটি নেওয়া শিক্ষকদের অর্জিত অধিকার। কিন্তু তাই বলে পঠনপাঠনে ব্যাঘাত ঘটিয়ে ছুটি নেওয়াটা কতটা যুক্তিসঙ্গত? প্রধানশিক্ষক নিজেই যেখানে বিদ্যালয়ে হাজির নেই, সেই জায়গায় আরও তিনজন শিক্ষকের অনুপস্থিতিতে কি ধরনের পঠনপাঠন হয়েছে তা এলাকাবাসী ভালো করেই জানেন। কর্তব্যরত এক শিক্ষিকা জানান, এই ধরনের সমস্যা সব সময় হয় না। তবে এলাকাবাসীর কাছ থেকেই জানা গেছে বিদ্যালয়টি কতটা সঠিকভাবে চলছে।

MEMORANDUM

WHEREAS, it appears from the record that Shri Santi Ranjan Das, L.D.C. attached to the Directorate of Health Services, Agartala has been continuously absenting himself from duty with effect from 03-08-2021 to 01-10-2021 and 07-10-2021 to till date without any intimation and prior permission from competent authority.

AND

WHEREAS, Shri Das was asked to show cause twice on 01-10-2021 and 29-10-2021 as to why appropriate disciplinary action shall not be taken against him including holding the period of his absent from duty as Dies-Non under the FR-17.

AND

WHEREAS, after elapsed of stipulated period of time no explanation has been received from Shri Santi Ranjan Das, L.D.C. O/o the Directorate of Health Services, Government of Tripura, Agartala. Shri Das L.D.C. has signed in the attendance register on 04-10-2021 but did not submit any joining report till today.

AND

WHEREAS, it appears from the Office records that Shri Santi Ranjan Das, L.D.C. remained absent from his duties with effect from 03-08-2021 to 01-10-2021 and 07-10-2021 to till date.

NOW, THEREFORE, an open notification is issued through the leading daily news paper to Shri Santi Ranjan Das, L.D.C, Directorate of Health services, Govt. of Tripura to resume his duty within 15 (fifteen) days from the date of publication of this notification with proper justification of his un-authorized absence from his duty so long, otherwise, ex-parte decision will be taken as per rule.

Sd/- Illegible
(Dr.Subhasis Deb Barma)
Director of Health Services
& Ex-Officio Joint Secretary
Government of Tripura
Agartala

ICA/D/1262/21

TRIPURA TRIBAL AREAS AUTONOMOUS DISTRICT COUNCIL
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER
KHOWAI DIVISION :: PWD :: AMPURA.

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO:-03/EE/KHW/ADC/2021-22/ dt. 11-11-2021.

Sealed percentage rate tenders are invited in PWD Form-7 by the Executive Engineer, Khowai Division, TTAADC, PWD, Ampura on behalf of T.T.A.A.D.C authority from bonafied resourceful construction Agencies/ firms registered in appropriate class of TTAADC/any State PWD/CPWD/MES/Railway P & T upto 3.00 PM. on 01-12-2021 for the following work :-

Sl.No.	DNIT NO.	Name of work.	Estimated Cost in Rs)	Earnest Money 1% of Estimated Cost (in Rs.)	Time Allowed for Completion	Last date of received of Application	Last date of Issue of Tender form & it cost (in Rs).	Dropping date / & opening date & time
01		02	03	04	05	06	07	08
01.	07/EE/KHW/ADC/2021-2022 Dt. 11/11/2021	Improvement of road from Tarachand para PMGSY road to Darjeeling para under Hadrai ADC village, Duski Sub-Zone, during the year 2021-212(R.L = 0.807 Km)/ SH:- i) Earthwork in formation and bamboo palasiding, L= 70.00 mtr. ii) RCC box cell 1(one) no. of clear span 2.00 mx2.00m at Ch. 0.660km and iii) Providing flat brick soling, L= 0.805 km.	**Rs. 22,66,733.00**	**Rs. 22,677.00**	120(One hundred twenty) days	**24-11-2021**	**26-11-2021 Rs. 1,000.00**	01-12-2021 up to 3.00 P.M. & 03-12-2021, 12.30 PM if possible

Detailed tender notice and terms and condition can be seen at the office of the i). Executive Engineer, Khowai Division, TTAADC, PWD, Ampura ii). Assistant Engineer Tulashiok Sub-Division, Tulashiok, TTAADC. and iii) Assistant Engineer, Mungiakami Sub-Division, Mungiakami, TTAADC, during office hours on any working days up to 1600hrs of 24-11-2021 and TTAADC website.

TTAADC/ICA & T / C- 46/2021

Sd/- Illegible
(Er. T. Jamatia)
Executive Engineer.
Khowai Division, TTAADC
PWD, Ampura.

জানা অজানা

ষষ্ঠ সন্ধিকাল

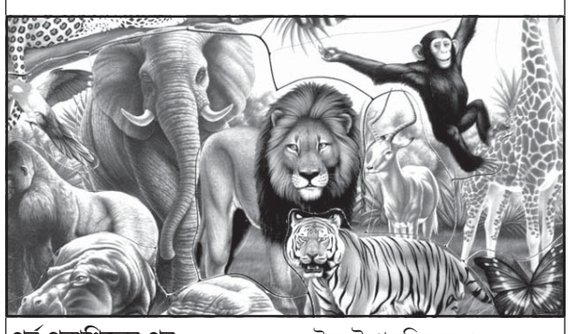

পূর্ব প্রকাশিতের পর —

কারণ, কোনো একটি অঞ্চলে যদি প্রজাতির বৈচিত্র্য বেশি থাকে, তাহলে সেখানকার খাদ্যচক্রে খাদ্য-উৎসের যেমন বৈচিত্র্য থাকে, তেমনি ওই খাদ্য-উৎসের ওপর নির্ভরশীল অন্যান্য প্রাণী ও উদ্ভিদও নানা রকমের হয়ে থাকে। এতে করে ওই অঞ্চলের খাদ্যচক্র সুসংহত থাকে এবং সহজে ভেঙে পড়ে না। অর্থাৎ কোনো একটি প্রজাতির ওপর যদি চাপ বেড়েও যায়, তাহলেও খাদ্যচক্রের অন্যান্য উৎস থাকে, যারা চক্রটিকে চালু রাখে। খাদ্যচক্রের সবচেয়ে ওপরে থাকা খাদকেরা তাদের মুখের স্বাদ বদলাতে পারে। বৈচিত্র্য থাকায় বিভিন্ন প্রজাতি সমানভাবে বিকশিত হয় এবং কোনো প্রজাতির সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না। কাজেই গণবিলুপ্তিও এড়ানো সম্ভব।

এ জন্য বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর জীববৈচিত্র্য রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পরামর্শ দিচ্ছেন। পৃথিবীতে সর্বত্র একই রকম জীববৈচিত্র্য থাকে না, কোথাও বেশি থাকে, কোথাওবা কম। পৃথিবীর ৩৪টি অঞ্চলকে 'হটস্পট' ঘোষণা করা হয়েছে, যেসব স্থানে অন্তত ১ হাজার ৫০০ প্রজাতির উদ্ভিদ আছে। ২০০৪ সালে ১৪৯টি দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের মোট ব্যবহারের একটা হিসাব নেওয়া হয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, ওই সব দেশে মোট যে পরিমাণ প্রাকৃতিক সম্পদ উজাড় হয়েছে, তা সামাল দিতে ১৯৬১ সালে প্রয়োজন পড়েছে পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক বায়োক্যাপাসিটি। এটি বেড়ে ২০০১ সালে ১.২টি পৃথিবীর দরকার পড়েছে। অর্থাৎ এই কয়েক দেশের চাহিদা পূরণ করতে ১.২ খানা পৃথিবীর প্রাণসম্পদ উজাড় হচ্ছে।

সত্যি বলতে কি, মানবসভ্যতায় কৃষিকার্যের শুরু থেকেই কৃষিজমির অতিরিক্ত ব্যবহার, বনভূমি উজাড় করে কৃষিজমির পত্তন, কোনো একটি প্রজাতির অত্যধিক ব্যবহার, শিকার ও মাছ ধরার মাধ্যমে প্রাণিসম্পদের অপরিকল্পিত এবং মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার, কোনো বিশেষ ইনভেসিভ বা আগ্রাসী প্রজাতির আবির্ভাবের মাধ্যমে পৃথিবীর প্রাকৃতিক সম্পদগুলোর মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার সুনিশ্চিত হয়েছে। ১৬০০ খ্রিষ্টাব্দ থেকেই মানুষের সৃষ্ট এসব কাণ্ডকারখানায় পৃথিবীর অপ্রত্যাবর্তী ক্ষতি সাধিত হচ্ছে। কাঠের জন্য বৃক্ষকর্তন, শিল্পের নিমিত্তে প্রাকৃতিক সম্পদ উজাড়, খনিজ পদার্থের নিষ্কাশন, পশুর তৃণচারণ, রাস্তাঘাট নির্মাণ, নতুন বসতি স্থাপন ইত্যাদির ফলে গত এক হাজার বছরে আমরা পৃথিবীর উপরিস্তরের মাটির অপূরণীয় ক্ষতি করেছি।

প্রতিবছর যে পরিমাণ ন্যাচারাল হ্যাবিট্যাট বা প্রাকৃতিক আবাস বিনষ্ট হয়, তার পরিমাণ ২৫ হাজার কোটি মার্কিন ডলার! ক্রান্তীয় বনাঞ্চলে জীববৈচিত্র্যের পরিমাণ সর্বাধিক থাকে, অথচ এই ক্রান্তীয় বা উষ্ণমণ্ডলীয় বনাঞ্চলের পরিমাণ প্রতিবছর কমছে ২ শতাংশ হারে। ১৯৮০ সাল থেকে এখন পর্যন্ত এক-তৃতীয়াংশ ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ বিলুপ্ত হয়েছে, পৃথিবীর ২০ শতাংশ প্রবাল বিনষ্ট হয়েছে। বর্তমানে অবশিষ্ট কোরাল রিফের দুই-তৃতীয়াংশই ঝুঁকির মুখে। ৭০০ কোটি মানুষের মুখে খাবার জোগান দিতে গিয়ে আমরা পরিচিত খাদ্য-উৎসের (প্রাণী ও উদ্ভিদ) মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার করছি। আমাদের ভোগ এমন পর্যায়ে চলে যাচ্ছে যে ওই সব উদ্ভিদ ও প্রাণিসম্পদকে আমরা এমনভাবে নিঃশেষ করছি, সেগুলো আবার আগের পরিমাণে ফিরে যেতে পারছে না। অর্থাৎ আমাদের আচরণ টেকসই প্রকৃতির নয়।

আহারযোগ্য ১২ হাজার ৫০০ উদ্ভিদ প্রজাতির মধ্যে কেবল ২০০ প্রজাতিকেই 'পোষ মানানো' হয়েছে। অথচ আমাদের দৈনন্দিন খাবারদাবারের তিন-চতুর্থাংশই আসে এক ডজন ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতি থেকে। অর্থাৎ আমাদের খাদ্যাভ্যাস গুটিকয় প্রজাতির মধ্যেই বেশির ভাগ সীমাবদ্ধ। এর ফলে ওই সব প্রজাতি প্রবল চাপের মুখে থাকে। সারা পৃথিবীতে যে ২০০টি প্রজাতির মাছ মানুষের সবচেয়ে পছন্দের, তার মধ্যে ৩৫ শতাংশই মাত্রাতিরিক্ত শিকারে হুমকির মুখে। অতিরিক্ত মাছ শিকার সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্যের জন্য মারাত্মক হুমকির কারণ। এ প্রসঙ্গে একটা মজার প্রশ্ন হলো, পৃথিবীর সম্পূর্ণ জীববৈচিত্র্যের মোট দাম কত? প্রাথমিক গবেষণায় দেখা যায়, পৃথিবীর তাবৎ সম্পদ মহাসমুদ্র, উপকূলীয় অঞ্চল, বনাঞ্চল, তৃণভূমি, জলাভূমি, নদ-নদী-জলাধার, কৃষিজমির মোট মূল্যমান ১৯৯৭ সালের মার্কিন ডলারের হিসাবে ৩৩ ট্রিলিয়ন ডলার প্রতিবছর। কিন্তু পৃথিবীর সব ফ্রি সার্ভিস কিনতে যে অর্থের প্রয়োজন, তার অর্ধেকের কম টাকা আমাদের পকেটে আছে।

কৃষিকাজের শুরু থেকেই জীববৈচিত্র্যের ওপর চাপ বেড়েছে। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে শিল্প বিপ্লবের ফলে সৃষ্ট দূষণজনিত বৈশ্বিক উষ্ণায়ন। শিল্প বিপ্লব আধুনিক সভ্যতাকে পতনের পথে ঠেলে দিয়েছে বলে অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন। তার কারণ হিসেবে তাঁরা বলেন, শিল্প বিপ্লবের ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঘটেছে, যার ফলে অতিমাত্রায় ভোগ এবং অপচয় ও প্রাকৃতিক সম্পদ বিনষ্টকরণের মাধ্যমে পারিবেশ বিপর্যয়ের পথ ত্বরান্বিত হয়েছে। উপরি পাওনা হিসেবে আছে ৭০০ কোটি জনসংখ্যা, যেটা অচিরেই ৯৫০ কোটিতে পৌঁছাবে ২০৫০ সাল নাগাদ। তাহলে আমাদের করণীয় কী? পল এরলিখের (জীববিদ্যার অধ্যাপক, স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়) মতে: কৃষিকাজের জন্য জমির ব্যবহার সীমিত করতে হবে, যাতে করে পরিবেশের সেবা (ecosystem services) আমরা না হারিয়ে ফেলি, জমিতে ব্যবহার্য সার-পানি-শক্তির ব্যবহারে হিসেবি হতে হবে। সবজি জাতীয় বা ভেজিটারিয়ান খাদ্যের প্রতি বেশি ঝুঁকতে হবে, খাদ্যের অপচয় কমাতে হবে। মাটির সংরক্ষণে যত্নবান হতে হবে, সমুদ্র ও মহাসমুদ্রগুলোর প্রতি যত্নবান হতে হবে, টেকসই কৃষি ও অ্যাকুয়াকালচার—বিষয়ক গবেষণা বাড়াতে হবে। খাদ্যের উৎপাদন বাড়াতে হবে, জলবায়ুর পরিবর্তনকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। সে জন্য ২০৫০ সাল নাগাদ জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার অর্ধেকে নামিয়ে আনতে হবে। গ্রিন টেকনোলজির সহায়তায় পরিবেশবান্ধব শক্তির উৎসের সন্ধান করতে হবে, বৈশ্বিক উষ্ণায়নের মাত্রা ৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের অনেক নিচে রাখতে হবে।

মনে রাখতে হবে, কেবল সমুদ্রস্তর ১ মিটার বাড়লেই পৃথিবীব্যাপী ১০ কোটি মানুষ বাস্তুচ্যুত হবে (বাংলাদেশের ১৭.৫ শতাংশ অঞ্চল প্লাবিত হবে), যেখানে ২০২০ সাল নাগাদ ৫ কোটি মানুষের পারিবেশিক রিফিউজি হওয়ার কথা রয়েছে, বিশ্বের রাজনৈতিক নেতাদের এগিয়ে আসতে হবে এই সংকটের সমাধানে। বোঝা দরকার যে দুর্বিপাকে ভ্রান্তিবিলাসের কোনো স্থান

● এরপর দুইয়ের পাতায়

অর্ডিন্যান্স জারির ৩ দিনের মধ্যেই ইডি আধিকারিকের চাকরির মেয়াদ বাড়লো

কলকাতা, ১৭ নভেম্বর।। অর্ডিন্যান্স জারির পর ৭২ ঘণ্টাও কাটেনি। এরই মধ্যে বিতর্কিত ইডি আধিকারিক সঞ্জয় কুমার মিশ্রর চাকরির মেয়াদ ১ বছর বাড়িয়ে দিল কেন্দ্র। বৃহস্পতিবারই ইডির ডিরেক্টর পদে চাকরির মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা ছিল তাঁর। গতবছরও একইভাবে সঞ্জয় কুমার মিশ্রর মেয়াদ বাড়ায় কেন্দ্র। সেসময় এ নিয়ে বিতর্কও হয়। রবিবারই কেন্দ্রের তরফে এক বিবৃতি জারি করে ঘোষণা করা হয়, সিবিআই বা ইডির মতো কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার ডিরেক্টরদের চাকরির মেয়াদ ২ বছর থেকে বাড়িয়ে ৫ বছর পর্যন্ত করা যেতে পারে। সিবিআই এবং ইডির আধিকারিকদের নির্ধারিত দু'বছরের মেয়াদ শেষে তা আরও একবছর করে তিনবার বাড়ানো যেতে পারে। সেসময় গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল, সঞ্জয় মিশ্রর চাকরির মেয়াদ বাড়ানোর লক্ষ্যেই এই অধ্যাদেশ জারি করেছে কেন্দ্র। আসলে সম্প্রতি সঞ্জয় কুমার মিশ্রর মেয়াদ

● এরপর দুইয়ের পাতায়

সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ মহুয়ার

নয়াদিল্লি, ১৭ নভেম্বর।। সিবিআই এবং ইডি-র ডিরেক্টরের মেয়াদ বৃদ্ধির কেন্দ্রীয় অধ্যাদেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হলেন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র। বুধবার মহুয়া এ কথা জানিয়েছেন। তিনি টুইটারে লেখেন, 'সিবিআই এবং ইডি ডিরেক্টরের মেয়াদ বাড়ানোর বিষয়ে কেন্দ্রীয় অধ্যাদেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে আমি পিটিশন দাখিল করেছি। কেন্দ্রের এই পদক্ষেপ সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পরিপন্থী।' গত ১৪ নভেম্বর সিবিআই এবং ইডি-র ডিরেক্টরের কার্যকালের মেয়াদ দু'বছর থেকে বাড়িয়ে পাঁচ বছর করে নরেন্দ্র মোদি সরকার। কিন্তু 'দিল্লি স্পেশাল পুলিশ এস্টাবলিশমেন্ট অ্যাক্ট (১৯৪৬)' এবং 'সেন্ট্রাল ভিজিল্যান্স কমিশন অ্যাক্ট (২০০৩)' অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের কার্যকালের মেয়াদ ছিল দু'বছর। তাই আইন সংশোধনের জন্য অধ্যাদেশ (অর্ডিন্যান্স) জারি করা হয়। গত বছর ইডি-র ডিরেক্টর সঞ্জয় কুমার মিশ্রের দু'বছরের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে তা আরও এক বছর বাড়িয়েছিল কেন্দ্র। এর বিরুদ্ধে মামলা হওয়ায় শীর্ষ আদালত রায় দেয়, আর মেয়াদ বাড়ানো যাবে না। তৃণমূল শিবিরের অভিযোগ, তার পরেও সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের মেয়াদ বাড়ানোর ব্যবস্থা করে সুপ্রিম কোর্টের রায় অমান্য করেছে মোদি সরকার। প্রসঙ্গত,

সিবিআই এবং ইডি-র প্রধানদের মেয়াদ বাড়ানোর পরের দিন, ১৫ নভেম্বর দেশের গুপ্তচর সংস্থা 'র' এবং কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগ (আইবি)-এর প্রধানের কার্যকালের মেয়াদ বাড়ায় কেন্দ্র। বাড়নো হয় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব এবং প্রতিরক্ষা সচিবের মেয়াদও। নয়া অধ্যাদেশকে হাতিয়ার করেই সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের কার্যকালের মেয়াদ বাড়ানো হয়। রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ এড়ানোর উদ্দেশ্যেই সিবিআই, ইডি, আইবি-র মতো সংস্থাগুলির প্রধানদের কার্যকালের মেয়াদ দু'বছরে বাঁধা হয়েছিল। মোদি সরকার রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ফেরানোর উদ্দেশ্যেই মেয়াদ বাড়িয়েছেন বলে অভিযোগ।

তৃণমূলের থানা ঘেরাও

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আমবাসা, ১৭ নভেম্বর ।। প্রতি রাতে নষ্ট করা হচ্ছে দলের নির্বাচনি প্রচারসজ্জা, একদিন দলনেত্রীর ছবির উপর শাসক দলের স্টিকার সেঁটে দেওয়া হচ্ছে তো পরের দিন সমস্ত পতাকা তুলে নিয়ে ফেলা হচ্ছে বাম প্রার্থীর বাড়িতে কিংবা নর্দমায় আবার কোন দিন শত শত পতাকা একেবারে গায়েব। প্রতিটি ঘটনাই পুলিশকে জানানো সত্ত্বেও পুলিশ নিস্ক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। এমন সব মারাত্মক অভিযোগ এনে বুধবার সকালে কিছু সময়ের জন্য আমবাসা থানা ঘেরাও এবং বিক্ষোভ প্রদর্শন করলো আমবাসা পুর পরিষদ নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থীরা সহ দলের নেতা-কর্মীরা। যার নেতৃত্বে ছিল যুব তৃণমূলের রাজ্য স্টিয়ারিং কমিটির সদস্য সুমন দে, তৃণমূল নেতা উত্তম গোস্বামী, পঙ্কজ দেবনাথ, মিঠুন বিশ্বাস প্রমুখ। থানায় দাঁড়িয়েই তৃণমূল নেতা উত্তম গোস্বামী সংবাদমাধ্যমের ক্যামেরার সামনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে পুলিশের প্রতি তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, আমবাসার পুলিশ শাসকের দলদাস হিসেবে কাজ করছে। গত কয়েক দিন যাবৎ প্রত্যহ রাতে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রচারসজ্জা নষ্ট করছে দুস্কৃতিরা। কিন্তু পুলিশ ব্যবস্থা গ্রহণ তো দূর অস্ত ঠিকঠাক ভাবে অভিযোগই গ্রহণ করছে না। পাশাপাশি তৃণমূল কংগ্রেসকে তাদের নির্বাচনি প্রচার কর্মসূচির জন্য পুলিশ অনুমতি দিচ্ছে না বলেও উনাদের অভিযোগ। আমবাসা থানায় বিক্ষোভ প্রদর্শন শেষ করে তৃণমূল নেতারা আমবাসা মহকুমাশাসকের সাথে সাক্ষাৎ করে তাদের যাবতীয় অভিযোগ তুলে ধরে। মহকুমাশাসক বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনার আশ্বাস দিলে তারা এদিনের মত আন্দোলনে ইতি টানে। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, আমবাসা পুর নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী সবক'টি দল প্রচারে নামতেই রাম-বাম-তৃণ-মথা সবার পক্ষ থেকেই এসেছে দলীয় প্রচারসজ্জা নষ্টের অভিযোগ। সবচেয়ে বেশি অভিযোগ এসেছে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে। আর অভিযোগের নিশানায় রয়েছে শাসক দল। তবে তৃণমূল কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে আনীত অভিযোগ পত্রপাঠ খারিজ করে দিয়ে পাল্টা অভিযোগ এনে সরব হয়েছে বিজেপির ধলাই জেলা সহ-সভাপতি তথা আমবাসা পুর পরিষদের ১১ নং ওয়ার্ডের প্রার্থী উত্তম অধিকারী। তিনি বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস নিজেরাই রাতের আঁধারে নিজেদের প্রচারসজ্জা নষ্ট করে শাসক দল ও পুলিশ প্রশাসনকে বদনাম করছে। তিনি আরও বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীরা নিজেদের পরিবারের সদস্যদের ভোট গুলিও পাবেনা, এটা উপলব্ধি করেই পরিকল্পনা মাফিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চাইছে। কিন্তু আমবাসার মানুষ রাষ্ট্রবাদী চেতনায় উন্নয়নের পক্ষে বিজেপি প্রার্থীদের রেকর্ড ভোটে জয়ী করে যাবতীয় চক্রান্ত ও কুৎসার জবাব দেবে বলে দাবি করেন উত্তম বাবু।

জঙ্গলাকীর্ণ স্বাস্থ্য কেন্দ্র আতঙ্কিত কর্মীরা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কাঁঠালিয়া, ১৭ নভেম্বর।। প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের চারপাশ জঙ্গলাকীর্ণ হওয়ায় আতঙ্কগ্রস্ত স্বাস্থ্যকর্মী সহ রোগী ও তার পরিজনরা। জানা যায়, কাঁঠালিয়া আরডি ব্লকের অন্তর্গত তকসাপাড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের বাউন্ডারি সংলগ্ন এলাকায় বিষধর সাপের আনাগোনা ও ভিমরুলের বাসা। যে কারণে আতঙ্কে দিন কাটাতে হচ্ছে স্বাস্থ্যকর্মীদের। রোগী-সহ আত্মীয়-পরিজনরাও চিকিৎসা

পরিষেবা গ্রহণ করতে আসলে আঁতকে উঠেন। স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার বিষয়ে কোনো হেলদোল নেই। চিকিৎসকদের কোয়ার্টার, হাসপাতাল কার্যালয় থেকে গোটা বাউন্ডারির অভ্যন্তরে কয়েক বছরে কোন ধরনের সাফাই করা হয়নি বলে অভিযোগ। যার ফলে জঙ্গলাকীর্ণ অবস্থায় পরিণত হয়েছে স্বাস্থ্য কেন্দ্র চত্বর। স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি স্থাপনের পর গ্রামীণ এলাকার সাধারণ নাগরিকরা উপকৃত হয়ে আসছেন। বর্তমানে সমস্যা একটাই বিষধর সাপের আনাগোনা ও ভিমরুলের বাড়বাড়ন্ত। অতিসত্বর সংশ্লিষ্ট দফতর পদক্ষেপ গ্রহণ করে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের আশপাশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করুক এমনটাই দাবি এলাকাবাসীর।

ফাঁকা বাড়িতে চোরের হানা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১৭ নভেম্বর।। বিশালগড় থানা এলাকায় বন্ধ নেই চুরি-ছিনতাইয়ের ঘটনা। ফাঁকা বাড়ির সুযোগ নিয়ে চোরের দল বিশালগড় ঘনিয়ামারা এলাকার এক বাড়িতে হানা দিয়ে সর্বস্ব লুট করে নিল। গৃহকর্তা জয়নাল মিয়া কর্মসূত্রে বহির্রাজ্যে থাকেন। কয়েকদিন আগে তার স্ত্রী গিয়েছিলেন বাবার বাড়িতে। তখন বাড়ি খালিই ছিল। আর এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে চোরের দল সেই বাড়িতে হানা দিয়ে গ্যাস সিলিন্ডার সহ বিভিন্ন জিনিসপত্র নিয়ে যায়। বুধবার দুপুরে জয়নালের স্ত্রী বাড়িতে এসে দেখতে পান ঘরের দরজা ভাঙা। তারপরই তিনি চিৎকার জুড়ে দেন। ছুটে আসেন প্রতিবেশীরা। খবর দেওয়া হয় বিশালগড় থানায়। পুলিশ গিয়ে বরাবরের মতই ডায়েরিতে নামধাম লিখে নিয়ে আসেন।

অবুঝদের নিয়ে উত্তেজনা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১৭ নভেম্বর।। বাড়িতে ১৬ বছরের ওই নাবালক তার মাকে নিয়ে থাকে। আর সেই বাড়িতেই কাঞ্চনপুর থানা এলাকা থেকে পালিয়ে আসা নাবালক-নাবালিকা আশ্রয় নেয়। বুধবার গভীর রাতে এলাকাবাসী বিষয়টি টের পেয়ে যাওয়ায় শুরু হয় উত্তেজনা। এলাকার মানুষ জড়ো হয়ে তাদের তিনজনকেই এক ঘর থেকে উদ্ধার করে। অভিযোগ, দুই নাবালককে মারধরও করেছে এলাকার কয়েকজন মাতব্বর মিলে। ঘটনা বিশালগড় থানাধীন মুড়াবাড়ি এলাকায়। পরে পুলিশ এসে তাদের তিনজনকে থানায় নিয়ে যায়। অভিযোগ, চাইল্ড লাইন এই ঘটনাটি নিয়ে দায়িত্ব এড়িয়ে যায়। এলাকাবাসী প্রথমে চাইল্ড লাইনকে খবর দিলে তারা বিভিন্ন টালবাহানা করতে থাকে। পরে সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিরা সেখানে পৌঁছলে পুলিশ তাদেরকে উদ্ধার করেছে। সচেতনশীল নাগরিকরা বলেছেন, যদি রাতে তাদেরকে থানায় না নিয়ে যাওয়া হতো তাহলে তাদের উপর পুনরায় হাত তুলতো মাতব্বররা। জানা গেছে, কাঞ্চনপুর থানায় নাবালিকা বা নাবালকের বাড়ির তরফ থেকে কোন ধরনের নিখোঁজ ডায়েরি করা হয়নি। রাতে সংবাদ লেখা পর্যন্ত তারা বিশালগড় থানাতেই আছে।

দুই বিচারপতিকে সংবর্ধনা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ নভেম্বর।। প্রধান বিচারপতি ইন্দ্রজিৎ মোহান্তি এবং বিচারপতি পি অমরনাথ গৌড়কে সংবর্ধনা জানালো ত্রিপুরা উচ্চ আদালতের কর্মচারী সংগঠন। বুধবার এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা উচ্চ আদালতের অন্য তিন বিচারপতিও। প্রধান বিচারপতি আলোচনা করতে গিয়ে সম্প্রতি জাতীয় আইন সেবা কর্তৃপক্ষের একটি অনুষ্ঠানের সফল আয়োজনের জন্য বিচারপতি শুভাশিস তলাপাত্র এবং বিচারপতি অরিন্দম লোধ-র প্রশংসা করেছেন।

গাড়ি-সহ স-মিল আটক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ নভেম্বর ।। আবারও বেআইনিভাবে চলা স-মিল উদ্ধার করলেন বন দফতরের কর্মীরা। বুধবার সদর মহকুমার বন দফতরের আধিকারিকরা আমতলি থানার কাঞ্চনমালার পাল কলোনি থেকে এই স-মিলটি উদ্ধার করেছে। একটি জঙ্গলে স-মিলটি চালানো হচ্ছিল। ঘটনাস্থল থেকে বন দফতরের কর্মীরা বেশ কিছু কাঠ এবং গাছের লগ উদ্ধার করেছেন। একই সঙ্গে একটি চার চাকার গাড়িও আটক করা হয়। যদিও এই ঘটনায় কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি বন দফতর। তাদের দাবি, বনদস্যুরা পালিয়ে গেছে। সদর এসডিএফ'ও জানিয়েছেন, তদন্ত করে আসল মালিককে খুঁজে বের করা হবে। তার বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থাও নেওয়া হবে।

সর্বশিক্ষায় ক্যাটাগরি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ নভেম্বর।। সমগ্র শিক্ষা অভিযানের রাজ্যিক প্রজেক্ট ডিরেক্টর চাঁদনি চন্দ্রন সমগ্র শিক্ষা অভিযানের শিক্ষকদের বিভিন্ন পর্যায়ে ভুক্ত করে জেলা কোঅর্ডিনেটরদের কাছে নির্দিষ্ট ফরম্যাটে সব শিক্ষকের তথ্য চেয়েছেন। এই মর্মে মেমো জারি হয়েছে। যারা টেট পাশ করেছেন, কিন্তু সেইমত কাজে যোগ দেননি, যারা ০৩.০৯ ২০০১ তারিখের পরে কিন্তু ২৩.০৮.২০১০ সালের আগে এই প্রকল্পে যোগ দিয়েছেন, তাছাড়া যারা এই দুই রকমের কোনোটাতেই আসবেন না, সেরকম আরেক পর্যায়। এই তৃতীয় পর্যায়েও ভাগ আছে। যারা বি.এড, ইত্যাদি ডিগ্রি নিয়েছেন কিন্তু টেট পাশ করেননি, যারা বি।এড পাশ করেনি, টেটও না, আর যারা বি.এড, পেশাগত কোর্সে ভর্তির জন্য নম্বর পাননি। এইসব পর্যায়ের ভাগ করে সব এসএসএ শিক্ষকদের তথ্য দিতে বলা হয়েছে।

অস্থি কলস নিয়ে র‍্যালি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৭ নভেম্বর।। গত ৩ অক্টোবর উত্তরপ্রদেশের লাখিমপুর খেরিতে নিহত চারজন কৃষক এবং একজন সাংবাদিকের অস্থি নিয়ে সংযুক্ত কিষাণ মোর্চার উদ্যোগে সুসজ্জিত র‍্যালি কৈলাসহর শহরে অনুষ্ঠিত হয়। অস্থি কলস নিয়ে র‍্যালিটি কৈলাসহর শহরে অবস্থিত সিপিআইএম মহকুমা কমিটির অফিস প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন রাজপথ পরিক্রমা করে মনু নদীতে বিসর্জন দেওয়া হয়। র‍্যালির নেতৃত্বে ছিলেন সিপিআইএম কৈলাসহর মহকুমা কমিটির সম্পাদক বিশ্বরূপ গোস্বামী, সিপিআইএম ঊনকোটি জেলা কমিটির সদস্য কান্তি লাল দেব, সিপিআইএম নেতা রঞ্জিত দেবনাথ, ইউনুস মিঞা খাদিম, মুকুট আলী সহ আরও অনেকে।

মহামায়া এজেন্সিতে আগুন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ নভেম্বর।। এক সংস্থায় আগুন ঘিরে আতঙ্ক দেখা দেয়। শহরের ঘনবসতি এলাকাতে অগ্নিকাণ্ড ঘিরে ব্যাপক ভিড় জমে যায়। বুধবার মহামায়া এজেন্সিতে আগুন দেখতে পান স্থানীয়রা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে দ্রুত ছুটে আসে দমকলের দুটি ফায়ার ইঞ্জিন। জানা গেছে, মহামায়া সংস্থার গোদামে প্রচুর মবিল রাখা হয়েছিলো। দ্রুত আগুন নিয়ন্ত্রণে না আনা হলে মবিলের মাধ্যমে তা ভয়াবহ আকার ধারণ করতো। দমকল কর্মীদের তৎপরতায় শহরবাসীরা বড় বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছেন। দমকলের অনুমান শর্ট সার্কিট থেকেই এই আগুন।

বর্ষণে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৭ নভেম্বর।। অকাল বর্ষণে ক্ষয়ক্ষতির মুখ দেখতে হচ্ছে কৃষকদের। গত ৫ থেকে ৭ দিন ধরে বিশালগড় মহকুমার বিভিন্ন জায়গায় কম-বেশি বৃষ্টিপাত হয়েছে। যার ফলে শীতকালীন সবজি চাষের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে অভিযোগ উত্তর চড়িলাম গ্রাম পঞ্চায়েতের রাঙ্গাপানিয়া নদীর তীরবর্তী ফকিরামুড়া এলাকার কৃষকদের। অকাল বর্ষণের ফলে জমিগুলি কাদা হয়ে যাওয়ায় বিভিন্ন ধরনের সবজির বীজ রোপণ করা যাবে না বলে কৃষকরা জানান। অন্যদিকে চড়া দামে সার কিনতে হচ্ছে বলে কৃষকরা জানিয়েছেন। যদি আর কয়েকদিন বৃষ্টি হয় অথবা আবহাওয়া এমন থাকে তাহলে শীতকালীন সবজি চাষের আরও ক্ষতি হবে এমনটাই আশঙ্কা করছেন কৃষকরা। কর্দমাক্ত জমি কবে নাগাদ স্বাভাবিক অবস্থায় আসে সেই অপেক্ষায় রয়েছে কৃষকরা।

জিবিপি হাসপাতালে চুরি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ নভেম্বর ।। জিবিপি হাসপাতালে নেশা কারবারিদের সঙ্গে চোরদেরও দৌরাত্ম্য বেড়েছে। হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে আসা এক ব্যক্তির বাই সাইকেল চুরি করা হয়েছে। খেজুর বাগান এলাকার বাসিন্দা দীপক পাল বুধবার জিবিপি হাসপাতালে ডাক্তার দেখাতে যান। তিনি বাইসাইকেল চেপে গিয়েছিলেন। বাইসাইকেলটি হাসপাতালের একটি কোণায় রেখে ডাক্তার দেখাতে গিয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে বেরিয়ে দেখেন তার বাইসাইকেলটি নেই। অভিযোগ উঠেছে, হাসপাতালে কর্মরত এক বেসরকারি নিরাপত্তারক্ষী বাই সাইকেল চুরি করেছে। কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শী এক যুবককে বাইসাইকেল নিয়ে যেতেও দেখেছেন। এই ঘটনা ঘিরে জিবিপি হাসপাতাল চত্বরে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। হাসপাতালে এমনিতেই বহু অভিযোগ রয়েছে। এখন বাইসাইকেল চুরির ঘটনাও হচ্ছে।

কুখ্যাত দুই চোর রিমান্ডে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ নভেম্বর ।। দুই কুখ্যাত চোরকে দু'দিনের রিমান্ডে পাঠালো আদালত। দু'জনেই নেশায় আসক্ত যুবক। নেশাদ্রব্য না পেয়ে তাদের শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়েছে বলে আদালতকে জানিয়েছিল। তাদের নাম গণেশ দত্ত এবং আকাশ বর্মণ। তাদের ১৯ নভেম্বর আবারও আদালতে হাজির করা হবে। দু'জনকেই চুরির অভিযোগে পুলিশ আগেই গ্রেফতার করা হয়েছিল। তাদের বিশালগড় কেন্দ্রীয় কারাগারে রাখা হয়। পুলিশ রিমান্ডের আবেদনটি বুধবার শুনানির জন্য উঠে। প্রাথমিক শুনানির পরই দুই অভিযুক্তের জামিনের আবেদন বাতিল করে দেন বিচারক।

লাইফ স্টাইল

শীতকালে পেয়ারা খেতে ভুলবেন না

বাড়বে রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা, দূর হবে সর্দি-কাশি

পেয়ারা অনেকেই ভালোবাসেন। এই ফলটি স্বাস্থ্যের পক্ষেও বিশেষ উপকারী। তবে শুধু পেয়ারা নয়, পেয়ারার পাতাও স্বাস্থ্যোপোযোগী। পেয়ারায় প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, ভিটামিন সি, পটাশিয়াম ও ফাইবার উপস্থিত। এ ছাড়াও এতে ফোলেট ও লাইকোপিনের মতো জরুরি পুষ্টিকর উপাদানও থাকে। এতে ৮০ শতাংশ জল থাকে যা ত্বক হাইড্রেট করতে সাহায্য করে। শীতকালে পেয়ারা খেলে একাধিক উপকারিতা লাভ করতে পারেন। কী কী? জেনে নিন সর্দি-ক

ফুটবলারের হাত ধরে সাফল্য অ্যাথলেটিক্সে !

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ নভেম্বর ঃ স্পোর্টস স্কুল কি উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছেছে নাকি অবনতির অতলে তলিয়ে যাচ্ছে? কোভিড কেয়ার ইউনিটে পরিণত হওয়ার পর থেকে স্পোর্টস স্কুলের রমরমা অনেকটা কমে গিয়েছে। স্কুলের ভবিষ্যৎ নিয়েও আশঙ্কিত ক্রীড়া মহল। ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গিয়েছে। এই অবস্থায় স্পোর্টস স্কুলকে নতুনভাবে গড়ে তোলার দাবি উঠা অস্বাভাবিক নয়। ফুটবল থেকে শুরু করে অন্যান্য গেমের অসংখ্য প্রতিভা তুলে এনেছে স্পোর্টস স্কুল। মোটামুটিভাবে রাজ্যের ক্রীড়াক্ষেত্রকে সচল রাখার ক্ষেত্রে স্পোর্টস স্কুলের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। সেই স্পোর্টস স্কুলে পর্যাপ্ত খেলোয়াড়ের অভাব দেখা দিয়েছে। শচীন্দ্রনগর স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত রাজ্যভিত্তিক স্কুল অ্যাথলেটিক্সে স্পোর্টস স্কুলে দুই প্রতিভাবান ফুটবলারকে অংশ নিতে দেখা গেলো। গত কয়েক বছরে স্পোর্টস স্কুল যে সব ফুটবলারদের তুলে এনেছে তাদের মধ্যে সেরা

●এরপর দুইয়ের পাতায়

ঘরে ফিরে স্বমহিমায় বিরাটহীন ভারত

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ নভেম্বর।। দুবাইয়ের ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়াম থেকে জয়পুরের সাওয়াই মানসিং স্টেডিয়াম। বিরাটের ভারতকে টুয়েন্টি-২০ বিশ্বকাপে বিধ্বস্ত করেছিলো নিউজিল্যান্ড। ঠিক ১৭ দিন পর ঘরে ফিরে ফের স্বমহিমায় ভারত। তবে এবার বিরাট নয়, দলের গুরুদায়িত্ব রোহিত শর্মার উপর। যিনি অধিকাংশ সময় গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে ব্যর্থ হয়ে থাকেন। অথচ বছরের দ্বিপাক্ষিক সিরিজে রানের বন্যা বইয়ে দেন। ভারতকে বিভিন্ন বড় প্রতিযোগিতায় হট ফেভারিট করে তোলেন রোহিতরা। মূলত সারা বছর ধরে চলা বিভিন্ন সিরিজে ভালো খেলার জন্যই এই স্বীকৃতি। বুধবার সাওয়াই মানসিং স্টেডিয়ামে সেটা আরও একবার প্রমাণ হল। দুবাইয়ে যে দলটাকে বিধ্বস্ত করেছিলো নিউজিল্যান্ড, সেই দলের কাছেই প্রথম টুয়েন্টি-২০ ম্যাচে হেরে গেলো তারা। বোল্ট, সাউদি, সোধিরা দুবাইয়ে যে ফর্মে ছিলেন এদিন তা দেখা গেলো না। অন্যদিকে রোহিত, সূর্য যাদবরা ঘরের পরিচিত পরিবেশ পেয়ে ব্যাট হাতে জ্বলে উঠলেন। এটাই ভারত। সারা বছর ধরে রাজার ভূমিকায়। আর বড় আসরে 'চোকার্স'। এদিকে, টি২০ সিরিজের প্রথম ম্যাচে নিউজিল্যান্ডকে পাঁচ উইকেটে হারিয়ে দিল রোহিত শর্মার ভারত। নিউজিল্যান্ডকে ১৬৪ রানে আটকে রাখার পর সূর্য কুমার যাদবদের ব্যাটে ভর করে শেষ ওভারে জয় তুলে নিল ভারত।

নতুন অধিনায়ক আসতেই টস জয় ভারতের। প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেন তিনি। প্রথম ওভারেই ড্যারিল মিচেলকে ফিরিয়ে দেন ভুবনেশ্বর কুমার। সেখান থেকে দলকে টেনে নিয়ে যান মার্টিন গাপ্টিল (৪২ বলে ৭০ রান) এবং

●এরপর দুইয়ের পাতায়

কোনক্রমে জয় পেলো সাই স্যাগ

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ নভেম্বর ঃ ফেভারিটের মতো তৃতীয় ডিভিশনে অভিযান শুরু করেছিল সাই স্যাগ। অসাধারণ আক্রমণাত্মক ফুটবল প্রত্যেকের মন কেড়ে নিয়েছিল। প্রথম ম্যাচের পর অনেকে সাই স্যাগকে খেতাবের প্রধান দাবিদার বলে মনে করেছিল। কিন্তু দ্বিতীয় ম্যাচেই মুখথুবড়ে পড়ে তারা। যে দলটি দীর্ঘদিন ধরে শুধুমাত্র অংশগ্রহণ করতে হয় বলে তৃতীয় ডিভিশনে খেলছে, যে দলের কোন উচ্চাকাঙক্ষা নেই সেই স্কাইলার্ক দলের কাছে হেরে যায় সাই স্যাগ। একটা প্রত্যাশার অপমৃত্যু ঘটে। সেটা বজায় রইলো বুধবারও। এদিন ইউবিএসটি-র মতো আরও এক দুর্বল দলের মুখোমুখি হয় তারা। ম্যাচটি জিততে তাদের প্রচন্ড বেগ পেতে হলো। ইউবিএসটিও দুর্দান্ত লড়াই ছুঁড়ে দিলো। ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে তারাও স্কাইলার্কের মতো অঘটন ঘটাতে পারতো। একটা সময় নিয়মিতভাবে নামি-দামি ফুটবলার উপহার দিয়েছে সাই স্যাগ। গত কয়েক বছর ধরে এক জন ফুটবলারও তুলে আনতে পারেনি। বর্তমানে কোচ হিসাবে যিনি আছেন তার কাছে সাই স্যাগ কর্তৃপক্ষের জবাব চাওয়া উচিত। এডিসন, মনোজিৎ, থাইফ্রু এদের পর আর এক জন ফুটবলারকেও সেভাবে তুলে আনতে পারেনি সাই কর্তৃপক্ষ। বর্তমান দলের ফুটবলারদের দেখে স্পষ্টই বোঝা যায় যে তারা সেভাবে অনুশীলনের মধ্যে নেই। করোনা অবশ্যই প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি করেছে। তারপরও বলা যায়, বেশ কয়েক মাস সময় হাতে পেয়েও ফুটবলারদের তৈরি করতে পারলেন না কেন কোচ। এদিন উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে অত্যন্ত সাধারণ মানের ফুটবল খেললো সাই স্যাগ। বরং প্রশংসা করতে হয় ইউবিএসটি-র। সীমিত শক্তি নিয়েও তারা দুর্দান্ত লড়াই উপহার দিলো। ম্যাচের সাত মিনিটে নাইসা জমাতিয়া সাই-কে

●এরপর দুইয়ের পাতায়

আজ স্কুল অ্যাথলেটিক্সের সমাপ্তি

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ নভেম্বর ঃ আগামীকাল রাজ্যভিত্তিক স্কুল অ্যাথলেটিক্সের সমাপ্তি ঘটবে। গত ১৬ নভেম্বর থেকে জিরানিয়ার শচীন্দ্রনগর স্কুল মাঠে এই প্রতিযোগিতা শুরু হয়। বুধবার আসরের বেশ কিছু ইভেন্টের ফয়সালা হলো। অনূর্ধ্ব ১৯ বালকদের ৮০০ মিটারে গোমতীর শুভঙ্কর দে, বালিকা বিভাগে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের সঞ্জিতা দাস, অনূর্ধ্ব ১৭ বালকদের ৪০০ মিটারে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের কিষাণ দেববর্মা, বালিকা বিভাগে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের লক্ষ্মী রানি ত্রিপুরা, অনূর্ধ্ব ১৪ বালিকাদের ৬০০ মিটারে সিপাহিজলার সম্পা ঘোষ, বালক বিভাগে সিপাহিজলার নীলাশিস মজুমদার প্রথম স্থান পেয়েছে। এছাড়া অনূর্ধ্ব ১৭ বালকদের ৮০০ মিটারে স্পোর্টস স্কুলের আকাশ

নাথ, বালিকা বিভাগে স্পোর্টস স্কুলের লক্ষ্মী রানি ত্রিপুরা প্রথম স্থান পেয়েছে, অনূর্ধ্ব ১৪ বালক বিভাগের ১০০ মিটারে সিপাহিজলার কুনাল মল্ল, বালিকা বিভাগে গোমতী-র ঋষিকেশ দেব, অনূর্ধ্ব ১৭ বালকদের ১০০ মিটারে পশ্চিম জেলার রত্নদীপ ভৌমিক, বালিকা বিভাগে স্পোর্টস স্কুলের পিঙ্কি রানি জমাতিয়া, অনূর্ধ্ব ১৯ বালকদের ১০০ মিটারে স্পোর্টস স্কুলের সবত জমাতিয়া প্রথম স্থান পেয়েছে। অনূর্ধ্ব ১৪ বালকদের ডিসকাস থ্রো-এ পশ্চিম জেলার সৌরদীপ দেবনাথ, বালিকা বিভাগে খোয়াই-র সুচিত্রা দাস, অনূর্ধ্ব ১৯ বালিকাদের হাইজাম্পে স্পোর্টস স্কুলের সেইনদং মগ, অনূর্ধ্ব ১৭ বালকদের লংজাম্পে পশ্চিম জেলার শহিনূল ইসলাম চৌধুরী, অনূর্ধ্ব ১৭ বালকদের শটপুটে স্পোর্টস স্কুলের রাহুল মির্ধা, অনূর্ধ্ব ১৭ বালিকাদের শটপুটে স্পোর্টস স্কুলের মমতা দাস, অনূর্ধ্ব ১৯ বালিকাদের শটপুটে স্পোর্টস স্কুলের বন্যা সরকার, অনূর্ধ্ব ১৭ বালিকাদের হাইজাম্পে স্পোর্টস স্কুলের মৌসুমী দেব, অনূর্ধ্ব ১৪ বালকদের হাইজাম্পে পশ্চিম জেলার আবির মজুমদার, অনূর্ধ্ব ১৯ বালিকাদের শটপুটে পশ্চিম জেলার কিষাণ মজুমদার প্রথম স্থান পেয়েছে।

দিবাকর স্মৃতি ভলিবল ২১ নভেম্বর

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ নভেম্বর ঃ প্রথম দিবাকর দত্ত স্মৃতি এক দিবসীয় ভলিবল প্রতিযোগিতা আগামী ২১ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। ত্রিপুরা ভলিবল অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে উমাকান্ত ভলিবল কোর্টে এই প্রতিযোগিতা হবে। অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক দলগুলিকে ৩০০ টাকা এন্ট্রি ফি সহ যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে। খেলোয়াড়দের বয়স হতে হবে ২৫-র কম। অর্থাৎ ৩১.১২.১৯৯৭ বা তার পরে জন্মগ্রহণ করতে হবে খেলোয়াড়দের। আধার কার্ডের জেরক্স কপি আনতে হবে খেলোয়াড়দের। সমস্ত দলকে সকাল দশটায় উমাকান্ত মাঠে রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে। ফাইনাল ম্যাচ হবে বিকাল সাড়ে তিনটায়। চ্যাম্পিয়ন এবং রানার্সআপ দলকে ট্রফি ছাড়াও প্রাইজমানি দেওয়া হবে। ত্রিপুরা ভলিবল অ্যাসোসিয়েশনের তরফে অ্যাক্টিং সেক্রেটারি চন্দন সেন এই সংবাদ জানান।

প্রস্তুতি ম্যাচে ব্যস্ত অনূর্ধ্ব ১৯ দল

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ নভেম্বর ঃ সুদূর বীরভূমের সিউড়িতে বুধবার প্রস্তুতি ম্যাচ খেললো অনূর্ধ্ব ১৯-র ক্রিকেটাররা। আগামীকাল থেকে সিউড়ি ক্রিকেট অ্যাকাডেমির মূল দলের সাথে আরও একটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলা হবে বলে জানা গেছে। ম্যাচটি হবে দুই দিনের। এই ম্যাচের পরই অনূর্ধ্ব ১৯ দলের চূড়ান্ত ২০ জনকে বেছে নেবেন দলের সাথে যাওয়া দুই নির্বাচক। আগামী ২০ নভেম্বর পর্যন্ত সিউড়ি-তেই থাকবে দল। ২১ নভেম্বর সিউড়ি ত্যাগ করবে। এদিকে, প্রস্তুতি ম্যাচে রাজ্য দলের ক্রিকেটারদের পারফরম্যান্স নিয়ে মুখ খুলতে বারণ করে দেওয়া হয়েছে। টিসিএ-র তরফে নাকি ফরমান জারি করা হয়েছে, সংবাদমাধ্যমে কোন খবর দেওয়া যাবে না। অবস্থা এমনই যে, ক্রিকেটার বা সাপোর্টিং স্টাফদের কাছে আগরতলা থেকে কোন ফোন গেলেই তারা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। এককথায় জানিয়ে দিচ্ছে, আমি কিছু জানি না। বলা যায়, রাজ্য ক্রিকেটে একটা নজিরবিহীন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। তারাপীঠ থেকে দেড় ঘণ্টা দূরত্বে অবস্থিত সিউড়ি। জানা গেছে যে, সিউড়ি ক্রিকেট অ্যাকাডেমি এককথায় দুর্দান্ত। সেখানকার ক্রিকেটিয় মান সম্পর্কে সেরকম জানা না গেলেও অ্যাকাডেমিটি অসাধারণ। অ্যাকাডেমির চারদিকে সবুজ ধানের ক্ষেত। তার মাঝখানে অবস্থিত এই অ্যাকাডেমি। অত্যাধুনিক সমস্ত সুবিধাযুক্ত এই অ্যাকাডেমিতে অনেকগুলি উইকেট রয়েছে। প্রত্যেকটি উইকেটই আন্তর্জাতিক মানের বলে জানা গেছে। ক্রিকেটাররা যেখানে আছে সেখানে দরজা খুললেই এই অ্যাকাডেমির মাঠ চোখে পড়ে। ক্রিকেটাররা নাকি বেশ উল্লসিত। ব্যাটসম্যান কিংবা বোলার প্রত্যেকেই এরকম উইকেটে অনুশীলন করতে পেরে অত্যন্ত খুশি। মূলতঃ কোচ গৌতম সোম-র (জুনিয়র) পরামর্শেই অনূর্ধ্ব ১৯ দলের প্রস্তুতির জন্য সিউড়ি-কে বাছাই করা হয়েছে। অ্যাকাডেমিটি দারুণ হলেও অনূর্ধ্ব ১৯ দলের দরকার ছিল কিছু শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলা। সেই সুযোগটা হয়তো পাওয়া যাবে না। পাশাপাশি দুই দিনব্যাপী প্রস্তুতি ম্যাচের পর রাজ্য দলের চূড়ান্ত ২০ জনের নাম ঘোষণা করবেন নির্বাচকরা। প্রশ্ন উঠেছে এর যৌক্তিকতা নিয়ে। কারণ ম্যাচে খেলবে ১১ জন। অর্থাৎ বসে থাকবে ১৪ জন। তাহলে দল নির্বাচনটা কিভাবে বিজ্ঞানসম্মতভাবে হবে। যতদূর খবর, ব্যাটিং বিভাগটা নিয়েই টিম ম্যানেজমেন্ট বেশি চিন্তিত। বয়স এবং অন্যান্য কারণে দলের প্রথম সারির সিংহভাগ ক্রিকেটার খেলতে পারছে না। এই অবস্থায় অনূর্ধ্ব ১৬ দলের কয়েক জনকে দলে নেওয়া হয়েছে। আপাতত এদেরকে নিয়েই জোড়াতালি দিয়ে একটি ভারসাম্য যুক্ত দল গড়ার চেষ্টা চলছে। আসন্ন কোচবিহার ট্রফিতে রাজ্য দল কতটুকু লড়াই করতে পারবে সেটা নির্ভর করবে ব্যাটসম্যানদের উপর। এই লক্ষ্যেই আপাতত ব্যাটসম্যানদের নিখুঁত করে তোলার চেষ্টায় ব্যস্ত কোচ গৌতম সোম (জুনিয়র) সহ অন্যান্যরা। সিউড়ি কি রাজ্য ক্রিকেটকে নতুন পথ দেখাতে পারবে? সেটা বোঝা যাবে আর কিছু দিন পর।

সাই-র সেরা কোচ শ্যামমানিক

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ নভেম্বর ঃ স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার (সাই) ২০১৮-১৯ এবং ২০১৯-২০ এই দুই মরশুমের জন্য সেরা কোচ হিসাবে পুরস্কৃত হলেন শ্যামমানিক লোধ। এদিন দিল্লিতে এক অনুষ্ঠানে তার হাতে পুরস্কার তুলে দিলেন কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর। আদতে ত্রিপুরার সোনামুড়ার বাসিন্দা শ্যামমানিক লোধ। ছোটবেলা থেকেই গোটা পরিবার ফুটবলের প্রতি অনুরক্ত ছিল। দুই ছোট ভাই যদুমানিক লোধ এবং মধুমানিক লোধ-ও রাজ্যের নামি ফুটবলার ছিলেন। সাই-এ কর্মরত যদুমানিক লোধ। অন্য ভাই মধুমানিকও কোচিং-এ যুক্ত। সেই পরিবারেরই শ্যামমানিক লোধ সাই-র সেরা কোচের পুরস্কার পেলেন। ৩৩ বছর আগে পশ্চিমবাংলার পুরুলিয়াতে সাই কোচ হিসাবে যোগদান করেন। কয়েক বছর পর চলে আসেন কলকাতায়। চাকুরি জীবনের শেষ দেড় বছর কটকে কর্মরত ছিলেন শ্যামমানিক লোধ। ওই সময় তার হাত ধরে অনেক মহিলা ফুটবলার উঠে এসেছিল। যাদের মধ্যে ছয় জন জাতীয় দলেও সুযোগ পায়। এএফসি-র (এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন) 'এ' লাইসেন্স কোচ। বর্তমানে এআইএফএফ-র কোচ তৈরির প্রজেক্টে যুক্ত রয়েছেন। আফশোস একটাই, ত্রিপুরার সন্তান হয়েও কখনও ত্রিপুরায় কোচিং করার সুযোগ পাননি। শ্যামমানিক লোধ-র এই কৃতিত্বে খুশি রাজ্যের ক্রীড়া মহল।

সিনিয়র দল গঠনে স্বচ্ছতার দাবি

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ নভেম্বর ঃ প্লেট গ্রুপে মেঘালয়ের কাছে পরাস্ত হয়ে সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফির এলিট গ্রুপে খেলার সুযোগ হাতছাড়া করেছে ত্রিপুরা। এককথায় নজিরবিহীন ব্যর্থতা। জাতীয় ক্রিকেটে ত্রিপুরার কাছে প্রায় শিশু মেঘালয়। এমন একটি দলের কাছে পরাজয় মেনে নিতে পারছে না ক্রিকেটপ্রেমীরা। অভিযোগ যে, দল গঠনে অস্বচ্ছতার কারণেই এই হাল হয়েছে দলের। যদিও বর্তমান কমিটি দায়িত্বে এসেই রাজ্য ক্রিকেটের সমস্ত ক্ষেত্রে স্বচ্ছতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। যদিও গত ২৬ মাস ধরে দেখা যাচ্ছে তাদের মুখের কথার সাথে কাজের কোন মিল নেই। রাজ্যের অন্যতম সেরা ব্যাটসম্যানকে ফিটনেসের অজুহাত দেখিয়ে মূল দলেই রাখা হয়নি। এরপর প্রথম একাদশ গঠনেও পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ উঠেছে। প্রথম একাদশ গঠন করার জন্য রয়েছে টিম ম্যানেজমেন্ট। অভিযোগ, টিম ম্যানেজমেন্টকে নাকি আগরতলা থেকে প্রতিটি ম্যাচের আগে প্রথম একাদশের তালিকা পাঠিয়ে দেওয়া হতো। তাই টানা ব্যর্থতার পরও এক ক্রিকেটার নিয়মিত খেলে গিয়েছে। আবার বিশাল এবং সম্রাট-র মতো ক্রিকেটাররা মাত্র একটি ম্যাচে সুযোগ পেয়েছে। সেটা গ্রুপের শেষ তথা গুরুত্বহীন ম্যাচে। আসন্ন বিজয় হাজারে ট্রফিতেও যদি দল গঠন নিয়ে এই অস্বচ্ছতার ধারা বজায় থাকে তবে দল আরও ডুববে এমনটাই আশঙ্কা ক্রিকেটপ্রেমীদের। এমনিতেই তিন রদ্দিমার্কা পেশাদার ক্রিকেটারদের নিয়ে রীতিমত বিপাকে পড়েছে টিম ম্যানেজমেন্ট। বিষয়টা নাকি আগেই আঁচ করেছিল টিসিএ-র নিয়ন্ত্রণকারীরা। তাই কেবি পবন-কে দলনায়ক করে দেয়। তাই পবনকে বাধ্য হয়ে খেলাতে হচ্ছে। অপর পেশাদার সমিত গোয়েল-কে প্রথম ম্যাচের পরই বসিয়ে দেওয়া হয়। যদিও সমিত-কে এক ম্যাচের ব্যর্থতার জন্য বসিয়ে দেওয়া হলেও এক স্থানীয় ক্রিকেটার টানা চারটি ম্যাচে ব্যর্থ হয়েও সুযোগ পায়। ক্রিকেটপ্রেমীদের প্রশ্ন, তাহলে কি ধরে নিতে হবে সুযোগ পাওয়ার জন্য পারফরম্যান্সের দরকার নেই। শুধুমাত্র টিসিএ ঘনিষ্ঠ হলেই সুযোগ পাওয়া যাবে? আসন্ন বিজয় হাজারে

●এরপর দুইয়ের পাতায়

বিশ্ব কুংফু দিবস পালিত

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ নভেম্বর ঃ বুধবার গোটা বিশ্বে পালিত হলো বিশ্ব কুংফু দিবস। কুংফু-র আবিষ্কারক বোদি ধর্মন-র জন্মদিবস উপলক্ষ্যে দিনটি পালিত হয়। এদিন বিকাল তিনটায় স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে মহাগুরু বোধি ধর্মন-র জন্মদিবস পালন করা হয়। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কুংফু প্রেমীরা এসে কুংফু প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করে। ত্রিপুরা কুংফু অ্যাসোসিয়েশনের তরফে সচিব রাজেশ দেববর্মা এই সংবাদ জানিয়েছেন।

অনূর্ধ্ব ২৫ জাতীয় ক্রিকেট

চক্রান্তের শিকার প্রধান কোচ কাল থেকে অনুশীলনে ত্রিপুরা

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ নভেম্বর ঃ মিস্‌ড কলে বিজেপি-র সদস্য পদ নেওয়ার পর রাজ্যের এক প্রাক্তন ক্রিকেটারকে টিসিএ-র বর্তমান বিজেপি নেতৃত্ব পরিচালিত কমিটি টিসিএ-র সিনিয়র নির্বাচিত কমিটির সদস্য করেন। টিসিএ-র বর্তমান কর্তাদের অতি ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত ওই সিনিয়র নির্বাচককে অনূর্ধ্ব ২৫ রাজ্য দলের ম্যানেজার করার জন্য টিসিএ অবশ্য অন্তিম সময়ে অনূর্ধ্ব ২৫ রাজ্য দলের প্রধান কোচকে তার পদ থেকে অপসারিত করে। তবে মজার ঘটনা হলো, ২ নভেম্বর টিসিএ-র তরফে অনূর্ধ্ব ২৫ রাজ্য দল এবং কোচদের নাম যখন ঘোষণা করা হয় তখনও প্রধান কোচ হিসাবে সুবল চৌধুরী-র নাম ছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে এক সিনিয়র নির্বাচককে রাজ্য দলের ম্যানেজার পদে বসাতে গিয়ে সুবল-কে সরানো হয়। যদিও সুবল-র জায়গায় কোচ কে হলেন বা ম্যানেজার হিসাবে কে দলের সাথে গেলেন তা কিন্তু আজ পর্যন্ত সরকারিভাবে মিডিয়াকে জানায়নি টিসিএ। অর্থাৎ নতুন কোচ নিয়োগ বা ম্যানেজার হিসাবে কাকে পাঠানো হলো তা মানুষকে জানানোর মতো সাহস টিসিএ-র হয়নি। এখানেই কিন্তু প্রশ্ন। অর্থাৎ টিসিএ জনগণের সামনে সিদ্ধান্ত জানানোর সাহস পর্যন্ত পাচ্ছে না। এখানে স্পষ্ট যে, ২ নভেম্বর দল ঘোষণার তথ্য জনগণকে জানানোর মতো সাহস তৈরি হলেও পরে কোচ বদল এবং ম্যানেজার নিয়োগ নিয়ে কিন্তু জনগণের মুখোমুখি হওয়ার সাহস হয়নি। তবে রাজ্যের সচেতন মানুষ সব জানেন। কেননা দায়িত্বশীল মিডিয়া ঠিক প্রচারে নিয়ে এসেছে যে, অনূর্ধ্ব ২৫ দলের কোচ বদল কেন, কে হলেন নতুন কোচ, কাকে করা হলো ম্যানেজার ইত্যাদি ইত্যাদি। জানা গেছে, টিসিএ-র অনূর্ধ্ব ২৫ দলের প্রধান কোচের দায়িত্ব থেকে সুবল চৌধুরী-কে অপসারণ এবং এক জন নির্বাচককে ম্যানেজার করে দলের সাথে পাঠানোর পেছনে নাকি শুধু যে অর্থের লেন-দেনের অভিযোগ রয়েছে তা নয়, দল গঠনেও একটা হস্তক্ষেপের ইস্যু রয়েছে। অভিযোগ, বর্তমান সময়ে বিভিন্ন রাজ্য দল গঠন এবং রাজ্য দলগুলি যখন খেলতে নামছে তখন নাকি কোচ বা ম্যানেজারের মাধ্যমে আগরতলা থেকে নির্দেশ পাঠাচ্ছেন টিসিএ-র এক কর্তা। কাদের ২০ জনের দলে রাখা হবে এবং কাদের প্রথম একাদশে রাখা হবে তা নাকি আগরতলা থেকে বলা হয়। কোন কোন মিডিয়াকে খবর দেওয়া যাবে না, কোন কোন মিডিয়া ফোন করলে কোন কথা বলা যাবে না তা নাকি আগরতলা থেকেই টিসিএ-র ওই কর্তা বলে দেন। তারপর নাকি ওই কর্তার ফোন যায়। জানা গেছে, বিভিন্ন রাজ্য দলের কোচ এবং ম্যানেজাররা নাকি আগরতলা থেকে টিসিএ-র ওই কর্তার ফোন পেয়ে দল গঠন করেন। কিন্তু সুবল চৌধুরী-কে নিয়ে নাকি সমস্যা তৈরি হয়। এছাড়া টিসিএ-র ওই সিনিয়র নির্বাচকের সাথে নাকি সুবল-র সম্পর্ক ভালো নয়। পাশাপাশি টিসিএ-র ওই কর্তার নাকি পছন্দ অনূর্ধ্ব ২৫ দলের ম্যানেজার। আর এখানেই নাকি সুবল-কে বাদ পড়তে হয়। শোনা যাচ্ছে, নির্বাচক হিসাবে টিসিএ থেকে দেড় লক্ষ টাকা পাওয়া ছাড়াও ঘন ঘন দলের সাথে যাওয়ার জন্য দৈনিক দেড় হাজার টাকা ডিএ পাচ্ছেন। এবার তাই আরও টাকা নিশ্চিত করতে ওই নির্বাচককে ম্যানেজার করা হয়েছে। জানা গেছে, অনূর্ধ্ব ২৫ দলের সব দায়িত্ব নাকি ম্যানেজারের। তিনিই নাকি কোচ, ট্রেনার, ফিজিও-দের নির্দেশ দিচ্ছেন। আর আগরতলা থেকে যাবতীয় নির্দেশ নাকি ওই ম্যানেজারই গ্রহণ করছেন। কোচ, ট্রেনাররা নাকি ঠুঁটো জগন্নাথ। আজ ব্যাঙ্গালুরুতে প্র্যাকটিস করে অনূর্ধ্ব ২৫ রাজ্য দল। আগামীকালও প্র্যাকটিস হবে। ২০ নভেম্বর ত্রিপুরার প্রথম ম্যাচ। ত্রিপুরা এবার এলিট-সি গ্রুপে আছে। ২০ নভেম্বর ত্রিপুরার প্রথম প্রতিপক্ষ মহারাষ্ট্র। ২১ নভেম্বর ত্রিপুরার সামনে চণ্ডীগড়। ২৩ নভেম্বর প্রতিপক্ষ গুজরাট। ২৪ নভেম্বর সামনে মুম্বাই। ২৬ নভেম্বর শেষ ম্যাচ ঝাড়খণ্ডের সাথে। মুম্বাই, মহারাষ্ট্র ছাড়া বাকিদের সাথে ত্রিপুরার তেমন শক্তির ফারাক নেই। তবে দেখার, সুবল-কে সরিয়ে দিয়ে দল কতটা সাফল্য পায়।

রাজ্যে ক্রমশঃ গুরুত্ব হারাচ্ছে ত্রিপুরা যোগা অ্যাসোসিয়েশন

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ নভেম্বর ঃ বর্তমান সময়ে রাজ্যে নাকি চার-চারটি যোগাসন অ্যাসোসিয়েশন রয়েছে। ত্রিপুরা যোগাসন অ্যাসোসিয়েশন ছাড়া বাকি তিনটি যোগা অ্যাসোসিয়েশনের মধ্যে একটি নাকি ত্রিপুরা রাজ্য অলিম্পিকের অনুমোদিত। বাকি দুইটি যোগা অ্যাসোসিয়েশনের দাবি, তারা কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদিত। তবে প্রশ্ন উঠছে, ত্রিপুরার মতো একট রাজ্যে চার-চারটি যোগাসন অ্যাসোসিয়েশন নিয়ে। জানা গেছে, কেন্দ্রীয় সরকারের (ক্রীড়া মন্ত্রক) অনুমোদিত দুইটি যোগাসন অ্যাসোসিয়েশনের সাথে নাকি আড়ালে কাজ করছে মূলতঃ ত্রিপুরা যোগা অ্যাসোসিয়েশনের লোকজনই। যদিও প্রকাশ্যে তারা সরকারি সুযোগ-সুবিধার জন্য ত্রিপুরা যোগা অ্যাসোসিয়েশনের পেছনে নাকি তারাই কেউ সমীর সাহা গোষ্ঠী তো কেউ পঙ্কজ মজুমদার গোষ্ঠীর সাথে যুক্ত বলে খবর। জানা গেছে, ত্রিপুরা রাজ্য অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের অনুমোদিত যে অল ত্রিপুরা যোগাসন অ্যাসোসিয়েশন আছে তারা নাকি রাজ্যে তেমনভাবে সক্রিয় নয়। এছাড়া জাতীয় আসরেও তারা দল পাঠায় বলে খবর নেই। তবে তারা অনুমোধন ধরে আছে। এতদিন অবশ্য ত্রিপুরা যোগা অ্যাসোসিয়েশনই ত্রিপুরায় কাজ করতো। কিন্তু রূপেন ভৌমিক মারা যাওয়ার পর ত্রিপুরা যোগা অ্যাসোসিয়েশন কার্যতঃ সাইনবোর্ড সর্বস্ব হয়ে পড়েছে। জানা গেছে, ত্রিপুরা যোগা অ্যাসোসিয়েশনের কেউ সমীর সাহা-র যোগাসন তো কেউ পঙ্কজ মজুমদার-র কমিটিতে। তবে ত্রিপুরায় যোগাসনে বর্তমান সময়ে সমীর সাহা গোষ্ঠী বা পঙ্কজ মজুমদার গোষ্ঠী যেভাবে সক্রিয় তাতে ত্রিপুরা যোগা অ্যাসোসিয়েশন নাকি বাদের খাতায় চলে যাচ্ছে। অভিযোগ, রূপেন ভৌমিক-র সময়ে গোটা রাজ্যেই যোগাসন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু বর্তমান সময়ে যোগাসনের ক্ষমতা নাকি শুধুমাত্র আগরতলাকেন্দ্রীক। আগরতলার কিছু পিআই এবং কয়েক জন যোগাগুরুই নাকি ত্রিপুরা যোগা অ্যাসোসিয়েশনের দখল নিয়ে রেখেছেন। এখন মহকুমার যোগা কোচরা কোন গুরুত্ব পান না। এখন নাকি ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের অধীনেই বেশি সক্রিয় ত্রিপুরা যোগা অ্যাসোসিয়েশন। জানা গেছে, কিছু আগরতলাকেন্দ্রীক যোগাগুরু এবং যোগা পিআই ছাড়া বাকিরা নাকি ত্রিপুরা যোগা অ্যাসোসিয়েশনের বাইরে। অভিযোগ, বাম আমলে অতি বাম ভক্ত ত্রিপুরা যোগা অ্যাসোসিয়েশনের কিছু কর্তা নাকি এখন অতি রাম ভক্ত। কেউ কেউ নাকি এতটাই রাম ভক্ত যে, তাদের রাম ভক্তি দেখে আসলে যারা রাম ভক্ত তারা নাকি নিজেদের ছোট মনে করছে। এই ব্যাপারে অবশ্য ক্রীড়া দফতরের এক স্কুল স্পোর্টস কর্তার নামও শোনা যাচ্ছে। ত্রিপুরা যোগা অ্যাসোসিয়েশনের আসল নেতা নাকি ক্রীড়া দফতরের ওই স্কুল স্পোর্টস কর্তা কাম নেতা। যদিও রূপেন ভৌমিক যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন ওই কর্তাকে যোগাসনে দেখা যায়নি। এখন বাম থেকে রাম হওয়া পিআই-দের কল্যাণে তিনিও যোগাগুরুর সম্মান পাচ্ছেন।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক ও সম্পাদক **অনল রায় চৌধুরী** কর্তৃক চৌধুরী ভবন, হরিগঙ্গা বসাক রোড, মেলারমাঠ, আগরতলা, ত্রিপুরা - ৭৯৯০০১ থেকে প্রকাশিত এবং প্রতিবাদী কলম প্রিন্টার্স, চৌধুরী ভবন, মেলারমাঠ, হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা, (৭

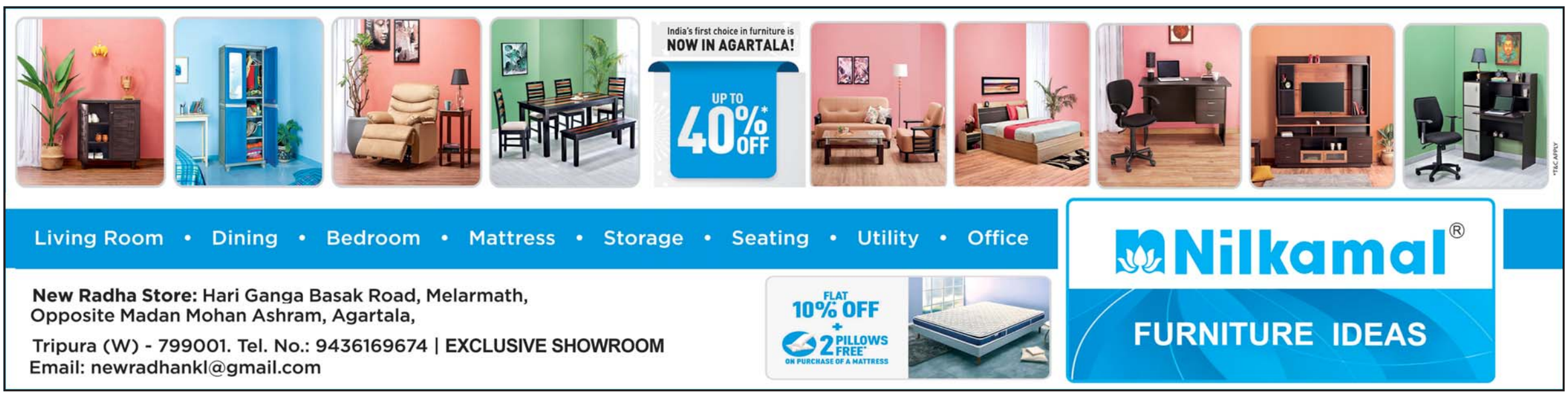

রহস্যমৃত্যু

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৭ নভেম্বর।। ১৭ বছরের নাবালিকার অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে শোকের ছায়া নেমে এসেছে দক্ষিণ জেলার গৌরাঙ্গ বাজার বেরিয়া এলাকায়। মৃতার নাম রুমা দে। সে একাদশ শ্রেণির ছাত্রী। বুধবার সকাল সাড়ে ১০টা থেকে ১১টা নাগাদ তার মৃত্যু হয় বলে পুলিশের দাবি। তারা প্রাথমিক তদন্তে ঘটনাটিকে আত্মহত্যা বলেই মনে করছেন। ওই ছাত্রীর ঝুলন্ত মৃতদেহ দেখে তার পরিবারের সদস্যরা কান্নায় ভেঙে পড়েন। পুলিশ অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা নিয়ে ঘটনার তদন্ত করছে। জানা গেছে, ঘটনার সময় রুমা বাড়িতে একাই ছিলেন। নির্জনতার সুযোগে সে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে বলে পুলিশের দাবি।

ADMISSION

Hurry up

NIOS-(MHRD) National institute of open schooling (Last change for April-2022 season)

Call-
8794415227
9862709107.

ADMISSION OPEN

National Institute of Open Schooling X & XII session-2021-22.
Contact -
Mob- 8575925221

তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষে রণক্ষেত্র

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৭ নভেম্বর।। প্রচার অভিযানকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্র তৈরি হয়েছে তেলিয়ামুড়ায়। বিজেপি বনাম তৃণমূল কংগ্রেসের সংঘর্ষে আহত কম পক্ষে চারজন। পরিস্থিতি সামাল দিতে টিয়ার গ্যাস ছুঁড়তে হয়েছে পুলিশকে। সংঘর্ষের ঘটনা হয়েছে তেলিয়ামুড়া থানার ওসি সহ বিশাল পুলিশ বাহিনীর সামনেই। বুধবার রাতে দুই দলের কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক মারামারি হয়। মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে তিন তৃণমূল কর্মীর। রাতে দমকলের গাড়িতে চার তৃণমূল কর্মীকে উদ্ধার করে ভর্তি করা হয়েছে হাসপাতালে। দুই দলের সংঘর্ষের ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা তৈরি হয় গোটা এলাকায়। তৃণমূলের পক্ষ থেকে পুলিশের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা না দেওয়ার অভিযোগ তোলা হয়েছে। গুরুতর আহত তৃণমূল কর্মী তিমির মোহন ঘোষ এবং মিন্টু কুমার দেব। জানা গেছে, রাতে প্রথম দফায় বিজেপি দলের প্রার্থীদের সমর্থনে মিছিল করে।

বিজেপির পরে পুলিশ তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থকদের মিছিল করার অনুমতি দেয়। তেলিয়ামুড়ায় দুটি দলের প্রচারের মিছিল মুখোমুখি হয়ে যায়। এই ঘটনাস্থলে শুরু হয়ে যায় দুই পক্ষের সংঘর্ষ। তৃণমূলের অভিযোগ, তারা বিজেপির স্কোয়াডিং দেখে এক পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তাদের উপর শুরু হয়ে যায় ইট বৃষ্টি। রড দিয়ে ব্যাপকভাবে মারা হয় তৃণমূলের কর্মীদের। তিনজনের মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়। কয়েকজন আশপাশের বাড়িঘরে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাদের ঘর থেকে টেনে হিঁচড়ে বের করে মারধর করার অভিযোগ রয়েছে। সবটা ঘটনা ঘটেছে পুলিশের সামনেই। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশকে টিয়ার গ্যাস ছুঁড়তে হয়েছে। রাতে এই ঘটনা ঘিরে পরিস্থিতি থমথমে। ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়েছে সারা ভারত

● এরপর দুইয়ের পাতায়

সোনার বাজার দর

১০ গ্রাম ঃ ৪৯,৩০০
ভরি ঃ ৫৭,৫১৬

Ram Bricks Industrics
Jirania
ইটের জন্য কোম্পানীর একমাত্র নিজস্ব এই ফোন নম্বরে যোগাযোগ করুন।
Mob - 7640085418

JYOTI BRICKS INDUSTRICS
Jirania
সঠিক দামে উন্নতমানের সকল প্রকারের ইট পাওয়ার জন্য যোগাযোগ করুন—
Mob - 9774060761
9612529155

সমস্যার সমাধান

মুঠকরণী, বশীকরণ স্পেশালিস্ট

বাবা আমিল সুফি

প্রেমে বাধা, ব্যবসায় ক্ষতি, গৃহ কলহ, স্বামী-স্ত্রী বিরোধ, বিবাহে বাধা, সতীন ও শত্রু থেকে পরিত্রাণ, গড়াধন, কর্মে বাধা, গুপ্তবিদ্যা কালাযাদু, মুঠকরণী, যাদুটোনা, বশীকরণ স্পেশালিস্ট।

CONTACT
9667700474

জামিনে মুক্ত পশ্চিমবঙ্গের ৪ তৃণমূল কর্মী

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ নভেম্বর ।। মাত্র ১০ হাজার টাকা বন্ডের শর্তেই জামিন পেয়ে গেলেন পশ্চিমবঙ্গের চার নাগরিক। মঙ্গলবারই রাতে কামারপুকুর এলাকায় মন্দিরে ছবি তোলার সময় নিমাই সর্দার, বিশ্বজিৎ হালদার, গোবিন্দ মণ্ডল এবং শৌভিক দে'কে গ্রেফতার করা হয়েছিল। চারজনকে পুলিশ ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪২৭, ৪৩৫, ১৫৩(এ), ২৯৫(এ) এবং ১২০(বি) ধারায় মামলায় অভিযুক্ত করে। অভিযুক্তদের পক্ষে সওয়াল করেন বিশিষ্ট আইনজীবী শঙ্কর লোধ এবং রঘুনাথ মুখার্জী। পুলিশের পক্ষ থেকে দু'দিনের রিমান্ড চাওয়া হয়। এ নিয়ে ৩৪ পাতার একটি কেইস ডায়েরিও

● এরপর দুইয়ের পাতায়

রাজ্যের যুবকের মৃত্যু বহির্রাজ্যে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১৭ নভেম্বর।। ব্যাঙ্গালুরুতে রাজ্যের যুবকের অস্বাভাবিক মৃত্যু। মৃত যুবকের নাম প্রণব ব্যানার্জী। তার বাড়ি বিশালগড় থানাধীন অফিসটিলা শ্রমিক কলোনিতে। এদিন সন্ধ্যা নাগাদ প্রণবের স্ত্রী ফোন করে তার স্বামীর মৃত্যুর কথা পরিবারের সদস্যদের জানান। গত চার-পাঁচ বছর ধরে ব্যাঙ্গালুরুতে একটি বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত ছিলেন প্রণব। দুই বছর আগে বাড়িতে এসে বিয়ে করেছিলেন। এরপর স্ত্রীকে নিয়ে ব্যাঙ্গালুরুতে চলে যান। পরবর্তী সময় তার স্ত্রীও সেখানে কাজ শুরু করেন। অন্যান্য দিনের মত এদিন সকালে প্রণবের স্ত্রী কাজের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়েন। ডিউটি সেরে সন্ধ্যা ৫টা নাগাদ বাড়ি ফিরে তিনি দেখতে পান ঘরে প্রণবের ঝুলন্ত মৃতদেহ। পাশের ঘরের একটি ছেলেও খবর পেয়ে

ছুটে আসে। প্রণবের বোন জানিয়েছেন, মঙ্গলবার তার দাদা-বৌদির মধ্যে ঝগড়া হয়েছিল। বৌদি নাকি ফোন করে তাকে বলেছিলেন তার দাদা মারধর করেছে। প্রায়শই নেশাগ্রস্ত অবস্থায় বাড়ি ফিরে স্ত্রীকে মারধর করা হত বলে অভিযোগ প্রণবের বোনের। তবে কি কারণে স্বামী-স্ত্রী'র মধ্যে ঝগড়া হতো সেই বিষয়টি তাদেরকে বলা হয়নি। মঙ্গলবার ঝগড়া হলেও বুধবার স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু কি কারণে প্রণব মারা গেলেন তা এখনও বুঝে উঠতে পারছেন না তার পরিবারের সদস্যরা। ঘটনার খবর পেয়ে প্রণবের পরিবারের লোকজন বিশালগড় থানায় ছুটে আসেন। বিশালগড় থানার মাধ্যমে ব্যাঙ্গালুরুর সংশ্লিষ্ট এলাকার থানার

● এরপর দুইয়ের পাতায়

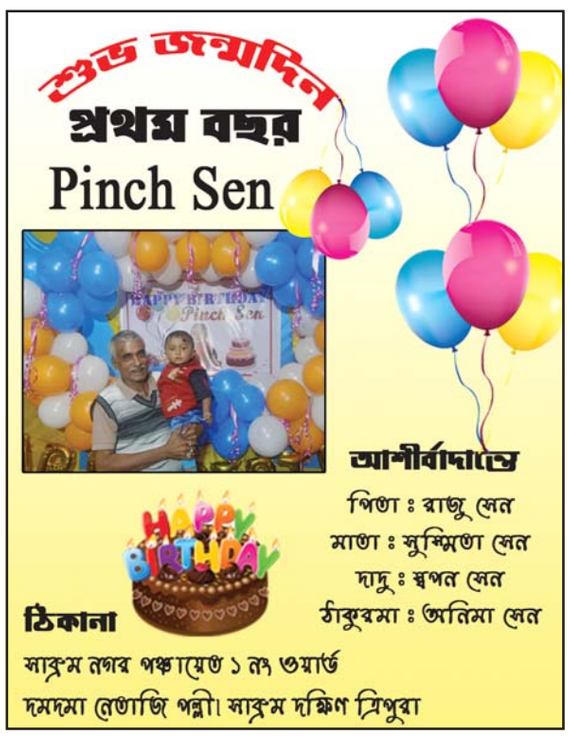

স্মৃতির উদ্দেশ্যে

স্বর্গীয় স্বপন দাস

জন্ম ঃ ১৫ই জুন, ১৯৫৮ ইং মৃত্যু ঃ ১৮ই নভেম্বর, ১৯৯৫

"হৃদয়ের অতলান্তে তোমার স্মৃতির রেখা থেকে যাবে উজ্জ্বল অক্ষয়"।

আজকের মতো এমনি দিনে আমাদের ছেড়ে চলে গেছো অমৃতধামে, জানি তুমি আছো বহুদূরে। তবু আছো আমাদের হৃদয়ের অভ্যন্তরে। আজ তোমার ২৫তম মৃত্যুবার্ষিকীতে আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি।

রিলিভার্স-এর
সদস্যবৃন্দ

নিখোঁজ সংবাদ

আমার ভাই শ্রী শঙ্কর বৈদ্য পিতা- স্বর্গীয় হরেন্দ্র বৈদ্য, পোঃ +গ্রাম- কাঁশারী, থানা- পি.আর.বাড়ি, রাজনগর, বিলোনিয়া, জিলা- দক্ষিণ ত্রিপুরা। গত ২০/০৪/২০০৩ ইং সকাল ৮ (আট) ঘটিকায় ডাক্তার দেখানোর কথা বলে বাড়ি থেকে আগরতলার উদ্দেশ্যে চলে যায়। অদ্যাবধি সে বাড়িতে আর ফিরে আসে নাই। এ পর্যন্ত অনেক জায়গায় খোঁজাখুঁজির পরও ভাই-এর কোনও হদিশ পাইনি। এ সম্পর্কে কাহারো কিছু জানা থাকলে তাহা নিম্ন ঠিকানায় জানালে চির কৃতজ্ঞ থাকিব।

ইতি ১৭/১১/২০২১ ইং
নিবেদক, **শ্রী জনার্দ্দন বৈদ্য**
পোঃ+গ্রাম- কাঁশারী, থানা- পি.আর.বাড়ি, রাজনগর,
বিলোনিয়া, জিলা- দক্ষিণ ত্রিপুরা। **ফোন- ৮৯৭৪১৩৭৩১৫**

Admission going on

অষ্টম শ্রেণি পাশ/মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক ফেল? দুশ্চিন্তাগ্রস্ত!
NIOS ভারত সরকার ও ত্রিপুরা সরকারের স্বীকৃত বোর্ড। উপযুক্ত কোচিং নিয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করার সুবর্ণ সুযোগ।

স্বল্প খরচে NCTE অনুমোদিত B.Ed., D.El.Ed

UGC অনুমোদনপ্রাপ্ত **B.A., B.Com, B.Sc., M.A. M.Com, M.Sc., BBA, MBA, BA-LLB, LLB, Regular / Distance, ITI / Polytechnic Diploma Engineering, B.Tech, B.E. (all), Nursing- BDS/ BMLT / B.OPTM- Admission.** ওষুধের দোকানের জন্য **D.Pharma, B.Pharma, Course** এ ভর্তি।
Computer Course : DCA, PGDCA, Android App Development
Contact No. 8794647607 / 9774869747 (M)

আই.টি (IT) পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

আশা ইন্টারন্যাশনাল ইন্ডিয়া মাইক্রো ফিনান্স লিমিটেড RBI দ্বারা অনুমোদিত এবং নথিভুক্ত একটি খ্যাতিসম্পন্ন ক্ষুদ্র ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানে আই.টি (IT) পদের জন্য কর্মীর প্রয়োজন। অতি সত্বর এই নিয়োগ পরীক্ষা আশা ইন্টারন্যাশনাল ইন্ডিয়া মাইক্রো ফিনান্স লিমিটেড-এর ধলেশ্বর ব্রাঞ্চ অফিসে অনুষ্ঠিত হবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতক ডিগ্রি এবং তদুর্ধ্ব কম্পিউটার হার্ডওয়্যার, নেটওয়ার্কিং, মাইক্রোসফট অফিস, প্রিন্টার-এর কাজের অভিজ্ঞতা এবং সার্ভার সংক্রান্ত যোগ্যতা থাকা বাঞ্ছনীয়। প্রার্থীর আধার কার্ড থাকা বাধ্যতামূলক এবং বয়স হতে হবে ২২ বছর এবং তদুর্ধ্ব। সুনির্দিষ্ট বেতন সহ PF, ESI, Exgratia, Gratuity, মেস ব্যবস্থা এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা আছে। উক্ত পদের জন্য আগ্রহী প্রার্থী সকলকে নিজের biodata সাথে শিক্ষাগত যোগ্যতা, কম্পিউটার-এর কাজের সকল প্রশংসাপত্র, মোবাইল নং এবং আধার কার্ড সহ hr.tripura@asaindiamf.org এই মেইল আইডি-তে মেইল করতে হবে। ঠিকানা ঃ ধলেশ্বর ১ নং রোড, পোঃ ধলেশ্বর, থানা- পূর্ব আগরতলা, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা, পিন- ৭৯৯০০৭, (যোগেশ মহল বিয়েবাড়ি সংলগ্ন)। আরও বিস্তারিত জানতে লগ ইন করুন ঃ https://india.asa-international.com/। বি. দ্র ঃ যে সকল প্রার্থী মেইলের মাধ্যমে biodata পাঠাবেন তাদেরকে খুব তাড়াতাড়ি নিয়োগ পরীক্ষাতে আমন্ত্রণ জানানো হবে।

কলকাতার CMRI হাসপাতালের সুপারস্পেশালিটি ক্লিনিক আগরতলায়

ডা. রাকেশ রাজপুত, MS, FRCSG, FRCS(UK) MCh-Ortho (UK), Orthopaedics & Joint Replacement Surgeon) **OPD Date :- 20/11/2021**	হাড়ের সমস্যা, লিগামেন্ট, স্পাইন, জয়েন্ট পেইন, হিপ/নি রিপ্লেসমেন্ট, স্পনডেলাইটিস ইত্যাদি সমস্যা
ডা. অভিনন্দন ব্যানার্জী, MD, DM (Nephrologist). **OPD Date :- 19/11/2021**	ডায়ালিসিস, ক্রিয়েটিনিন বেশি ও কিডনি সংক্রান্ত যে কোন সমস্যায়
ডা. অর্জুন দাশগুপ্ত, MRCS (Edin) ENT Surgeon. **OPD Date :- 19/11/2021**	নাক, কান ও গলার জটিল সমস্যা। নাক ও গলার এন্ডোস্কোপি।
ডা. পঙ্কজ গুপ্ত, MS, MCh (UROLOGIST). **Date :- 18/11/2021**	কিডনি, স্টোন, ইউরিন, ইনফেকশন, প্রস্টেট ও মূত্রাশয় ইত্যাদির সমস্যা।

অগ্রিম বুকিং-এর জন্য ঃ **ডিভাইন টাচ্ মেডিক্লিনিক** কর্ণেল চৌমুহনি, আগরতলা। ফোন ঃ- 6033195491 /9089016161 / 8575092597